উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

(১৯২৫ সালের ৩৯ নং আইন)

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ

প্রারম্ভিক

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

২। সংজ্ঞা

৩। আইনের প্রয়োগ হইতে কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা উপজাতিকে অব্যাহতি দানে সরকারের ক্ষমতা

দ্বিতীয় ভাগ

স্থায়ী নিবাস সম্পর্কিত

৪। এই ভাগের প্রয়োগ

৫। মৃত ব্যক্তির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার নির্ণায়ক আইন

৬। একটিমাত্র স্থায়ী নিবাস কেবল অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারকে প্রভাবিত করিবে

৭। বৈধভাবে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির আদি স্থায়ী নিবাস

৮। অবৈধ সন্তানের আদি স্থায়ী নিবাস

৯। আদি স্থায়ী নিবাসের স্থায়িত্ব

১০। নতুন স্থায়ী নিবাস অর্জন

১১। বাংলাদেশে স্থায়ী নিবাস গ্রহণের বিশেষ পদ্ধতি

১২। বিদেশি সরকারের প্রতিনিধি বা তাহার পরিবারের অংশ হিসাবে বসবাসের মাধ্যমে স্থায়ী নিবাস অর্জিত হয় না

১৩। নতুন স্থায়ী নিবাসের ধারাবাহিকতা

১৪। নাবালকের স্থায়ী নিবাস

১৫। বিবাহের মাধ্যমে নারীর স্থায়ী নিবাস অর্জন

১৬। বিবাহকালীন সময়ে স্ত্রীর স্থায়ী নিবাস

১৭। নাবালকের নতুন স্থায়ী নিবাস অর্জন

১৮। পাগলের নতুন স্থায়ী নিবাস অর্জন

১৯। অন্য কোথাও স্থায়ী নিবাসের প্রমাণ না থাকিলে বাংলাদেশে অবস্থিত অস্থাবর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার

তৃতীয় ভাগ

বিবাহ

২০। বিবাহের মাধ্যমে স্বার্থ ও ক্ষমতা অর্জিত হয় না বা নষ্ট হয় না

২১। বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে নিবাসিত এবং স্থায়ীভাবে নিবাসিত নয় এমন ব্যক্তিবর্গের বিবাহের ফলাফল

২২। বিবাহ প্রত্যাশী নাবালকের সম্পত্তি বন্দোবস্ত

চতুর্থ ভাগ

সগোত্রতা সম্পর্কিত

২৩। এই ভাগের প্রয়োগ

২৪। জ্ঞাতি বা সগোত্রতা

২৫। বংশীয় সগোত্রতা

২৬। সমবংশোদ্ভূত সগোত্রতা

২৭। উত্তরদানের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মৃত ব্যক্তির সহিত একইভাবে সংশ্লিষ্ট হইবে

২৮। সম্পর্কের ধাপ গণনার পদ্ধতি

পঞ্চম ভাগ

উইলের অবর্তমানে উত্তরাধিকার

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

২৯। এই ভাগের প্রয়োগ

৩০। কোন্ কোন্ সম্পত্তির বিষয়ে মৃত ব্যক্তি উইলবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবে

দ্বিতীয় অধ্যায়

পার্সি ব্যতীত অকৃত উইলের ক্ষেত্রে বিধানাবলি

৩১। পার্সিদের ক্ষেত্রে এই অধ্যায় প্রযোজ্য নহে

৩২। উক্তরূপ সম্পত্তি বর্তানো

৩৩। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী বিধবা স্ত্রী এবং প্রত্যক্ষ আরোহী, বা শুধু বিধবা স্ত্রী ও জ্ঞাতি অথবা কোনো জ্ঞাতি ছাড়া শুধু বিধবা স্ত্রীকে রাখিয়া গিয়াছেন

৩৩ক। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী বিধবা স্ত্রী ব্যতীত প্রত্যক্ষ কোনো আরোহী রাখিয়া যান নাই সেইক্ষেত্রে বিশেষ বিধান

৩৪। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী কোনো বিধবা স্ত্রী রাখিয়া যান নাই এবং যেক্ষেত্রে তাহার কোনো জ্ঞাতি নাই

৩৫। বিপত্নীকের অধিকার

প্রত্যক্ষ আরোহী থাকিলে বণ্টন

৩৬। বণ্টন বিধি

৩৭। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী শুধু একজন সন্তান বা একাধিক সন্তান রাখিয়া যান

৩৮। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী কোনো সন্তান রাখিয়া যান নাই, কিন্তু এক বা একাধিক নাতি-নাতনী রাখিয়া যান

৩৯। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী শুধুমাত্র প্রপৌত্র-পৌত্রী বা দূরবর্তী আরোহী রাখিয়া যান

৪০। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী প্রত্যক্ষ আরোহী রাখিয়া যান যাহারা সকলে তাহার সহিত জ্ঞাতিত্বের একই ধাপে অবস্থান করেন না, এবং যাহাদের মাধ্যমে অধিকতর দূরবর্তী আরোহীগণ মৃত

প্রত্যক্ষ আরোহী না থাকিলে বণ্টন

৪১। অকৃত-উইলকারী প্রত্যক্ষ আরোহী না রাখিয়া যান সেইক্ষেত্রে বণ্টনের বিধান

৪২। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারীর পিতা জীবিত থাকেন

৪৩। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারীর পিতা মৃত, কিন্তু তাহার মাতা, ভাই এবং বোনেরা জীবিত থাকেন

৪৪। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারীর পিতা মারা গিয়াছেন এবং তাহার মাতা, কোনো ভাই বা বোন এবং কোনো মৃত ভাইয়ের বা বোনের সন্তান জীবিত থাকেন

৪৫। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারীর পিতা মৃত এবং তাহার মাতা এবং কোনো মৃত ভাই বা বোনের সন্তানগণ জীবিত আছেন

৪৬। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারীর পিতা মৃত কিন্তু মাতা জীবিত এবং কোনো বোন, ভাই, ভাইপো বা ভাইঝি নাই

৪৭। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী আরোহী কিংবা পিতা বা মাতা কাউকেই রাখিয়া যান নাই

৪৮। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী কোনো প্রত্যক্ষ আরোহী কিংবা পিতা-মাতা, ভাই কিংবা বোন রাখিয়া যান নাই

৪৯। সন্তানের কল্যাণ ব্যয় বণ্টনে বিবেচিত হইবে না

তৃতীয় অধ্যায়

পার্সি সম্প্রদায়ের অকৃত-উইলকারীর জন্য বিশেষ বিধানাবলি

৫০। উইলবিহীন উত্তরাদান সম্পর্কিত সাধারণ নীতি

৫১। পুরুষ অকৃত-উইলকারীর সম্পত্তি তাহার বিধবা স্ত্রী, সন্তান এবং পিতা-মাতার মধ্যে বণ্টন

৫২। মহিলা অকৃত-উইলকারীর সম্পত্তি বিপত্নীক স্বামী এবং সন্তানের মধ্যে বণ্টন

৫৩। প্রত্যক্ষ আরোহী রাখিয়া যাওয়া অকৃত-উইলকারীর পূর্বমৃত সন্তানের অংশের ভাগ

৫৪। অকৃত-উইলকারী প্রত্যক্ষ কোনো আরোহী রাখিয়া না গেলেও বিধবা স্ত্রী, বিপত্নীক স্বামী বা কোনো প্রত্যক্ষ আরোহীর বিধবা স্ত্রী রাখিয়া গেলে সম্পত্তি বণ্টন

৫৫। অকৃত-উইলকারী প্রত্যক্ষ আরোহী কিংবা বিধবা বা বিপত্নীক কিংবা কোনো প্রত্যক্ষ আরোহীর বিধবা স্ত্রী না রাখিয়া গেলে সম্পত্তি বণ্টন

৫৬। এই অধ্যায়ের অন্যান্য বিধানাবলির অধীন উত্তরাধিকার লাভে কোনো আত্মীয়-স্বজন না থাকিলে সম্পত্তি বণ্টন

ষষ্ঠ ভাগ

উইলমূলে উত্তরাধিকার

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

৫৭। হিন্দু, প্রভৃতি কর্তৃক কৃত উইলের ক্ষেত্রে এই ভাগের কতিপয় বিধানাবলির প্রয়োগ

৫৮। এই ভাগের সাধারণ প্রয়োগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

উইল এবং ক্রোড়পত্র (codicils) সম্পর্কিত

৫৯। উইল সম্পাদনে যোগ্য ব্যক্তি

৬০। উইলমূলে অভিভাবক

৬১। প্রতারণা, বল প্রয়োগ বা জবরদস্তির মাধ্যমে অর্জিত উইল

৬২। উইল প্রত্যাহার কিংবা পরিবর্তন করা যাইবে

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাধিকারবিহীন উইল সম্পাদন বিষয়ে

৬৩। প্রাধিকারবিহীন উইল সম্পাদন

৬৪। বরাতমূলে কাগজপত্রের অন্তর্ভুক্তি

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাধিকার উইল সম্পর্কিত

৬৫। প্রাধিকার উইল

৬৬। প্রাধিকার উইল করিবার পদ্ধতি এবং সম্পাদনের নিয়মাবলি

পঞ্চম অধ্যায়

উইল প্রত্যয়ন, প্রত্যাহার, পরিবর্তন এবং পুনর্বহাল সম্পর্কিত

৬৭। প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে প্রদত্ত দানের ফলাফল

৬৮। স্বার্থ থাকিবার কারণে বা নির্বাহক হইবার কারণে সাক্ষী অযোগ্য হইবেন না

৬৯। উইলকারীর বিবাহের মাধ্যমে উইল প্রত্যাহার

৭০। প্রাধিকারবিহীন উইল বা ক্রোড়পত্র (codicil) প্রত্যাহার

৭১। প্রাধিকারবিহীন উইলে বিলোপ, আন্তঃপাংক্তেয় সংযুক্তি বা পরিবর্তনের ফলাফল

৭২। প্রাধিকার উইল বা ক্রোড়পত্র (codicil) প্রত্যাহার

৭৩। প্রাধিকারবিহীন উইলের পুনর্বহাল

ষষ্ঠ অধ্যায়

উইলের গঠন সম্পর্কে

৭৪। উইলের শব্দচয়ন

৭৫। উইলের উদ্দেশ্য বা বিষয়বস্তু নির্ণয়কল্পে অনুসন্ধান

৭৬। উদ্দেশ্যের অপপ্রয়োগ বা ভ্রান্ত বর্ণনা

৭৭। কখন শব্দাবলি যোগ করা যাইবে

৭৮। বিষয়বস্তুর বর্ণনায় ভ্রান্ত বিবরণ প্রত্যাখ্যান

৭৯। উইলের বর্ণনার কোনো অংশ যেক্ষেত্রে ভুল হইলেও বাতিল হইবে না

৮০। অস্পষ্ট অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রে বাহ্যিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য

৮১। অস্পষ্ট বা ত্রুটিযুক্ত অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রে বাহ্যিক সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য

৮২। উইলের কোনো দফার অর্থ সম্পূর্ণ দলিল মোতাবেক ব্যাখ্যা হইবে

৮৩। শব্দাবলি কখন সংকুচিত অর্থে এবং কখন ব্যাপক অর্থে বুঝিতে হইবে

৮৪। কোনো দফার দুইটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যার কোনটি অগ্রাধিকার পাইবে

৮৫। যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা হইলে কোনো অংশ বাতিল হইবে না

৮৬। উইলে বহুল ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা

৮৭। যতদূর সম্ভব উইলকারীর ইচ্ছা কার্যকর করিতে হইবে

৮৮। দুইটি অসামঞ্জস্য দফার সর্বশেষটি প্রাধান্য পাইবে

৮৯। অনিশ্চয়তার কারণে উইল বা উইলমূলে দান বাতিল

৯০। উইলের বিষয়বস্তু বর্ণনাকারী শব্দাবলি উইলকারীর মৃত্যুতে উইলের সম্পত্তির ব্যাখ্যা প্রদান করিবে

৯১। সাধারণ উইলমূলে নির্দিষ্টকরণের ক্ষমতা

৯২। নির্দিষ্ট না করিয়া ক্ষমতার বিষয়বস্তুর উহ্য দান

৯৩। বিশেষণসূচক বিশেষ শব্দ ব্যবহার না করিয়া “উত্তরাধিকারী” প্রভৃতির বরাবরে উইলমূলে দান

৯৪। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির “প্রতিনিধি” ইত্যাদি বরাবর উইলমূলে দান

৯৫। সীমাবদ্ধ শব্দবিহীন উইলমূলে দান

৯৬। বিকল্প হিসাবে উইলমূলে দান

৯৭। উইলমূলে দানের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণি বর্ণনাকারী শব্দের ফলাফল

৯৮। শুধু সাধারণ বর্ণনাধীন ব্যক্তি শ্রেণিকে উইলমূলে দান

৯৯। শব্দের ব্যাখ্যা

১০০। সম্পর্ক প্রকাশকারী শব্দাবলি কেবল বৈধ আত্মীয়তার সম্পর্ককে নির্দেশ করিবে বা উক্ত সম্পর্ক না থাকিলে সুপরিচিত সম্পর্ককে নির্দেশ করিবে

১০১। যেক্ষেত্রে একই ব্যক্তি বরাবর দুইটি দান করা হয় সেইক্ষেত্রে উইলের ব্যাখ্যার বিধান

১০২। অবশিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতা বিবেচিত

১০৩। অবশিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতা যে সম্পত্তিতে অধিকারী হইবেন

১০৪। সাধারণ শর্তে উত্তরদান ন্যস্ত হইবার সময়সীমা

১০৫। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উত্তরদান তামাদি হইয়া যাইবে

১০৬। উইলকারীর পূর্বেই দুইজন যৌথ উত্তরদানগ্রহীতার যে কোনো একজন মারা গেলে উত্তরদান তামাদি হইবে না

১০৭। সুনির্দিষ্ট অংশ প্রদানের জন্য উইলকারীর অভিপ্রায়মূলক শব্দের ফলাফল

১০৮। যখন তামাদি অংশ অবণ্টিত থাকে

১০৯। উইলকারীর জীবদ্দশায় উইলগ্রহীতার সন্তান বা প্রত্যক্ষ আরোহীর মৃত্যুতে উইল তামাদি হইবে না

১১০। খ এর সুবিধার জন্য ক এর বরাবরে করা উইল, ক এর মৃত্যুতে তামাদি হইবে না

১১১। কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিকে উইলের ক্ষেত্রে উত্তরজীবীতা

সপ্তম অধ্যায়

বাতিল দান সম্পর্কিত

১১২। সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দ্বারা এমন ব্যক্তিকে দান করা উইলকারীর মৃত্যুর সময় যাহার অস্তিত্ব নাই

১১৩। পূর্বদানের শর্তে উইলকারীর মৃত্যুর সময় অস্তিত্বহীন ব্যক্তিকে দান

১১৪। চিরস্থায়ীত্বের বিরুদ্ধে বিধান

১১৫। উইলমূলে দান এমন শ্রেণিকে করা যাহাদের কেহ কেহ ধারা ১১৩ ও ১১৪ এর বিধানের অধীন

১১৬। পূর্ববর্তী উইলমূলে করা দানের ব্যর্থতার কারণে অন্য দান কার্যকর হওয়া

১১৭। পুঞ্জীভূত করিবার নির্দেশের ফলাফল

১১৮। ধর্মীয় বা দাতব্য ব্যবহারের জন্য দান

অষ্টম অধ্যায়

উত্তরদান অর্পণ সম্পর্কিত

১১৯। পরিশোধ বা দখল স্থগিত করা হইলে উত্তরদান ন্যস্ত হইবার সময়

১২০। কোনো নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভরশীল ঘটনা-নির্ভর উত্তরদান ন্যস্ত হইবার সময়

১২১। নির্দিষ্ট বয়স অর্জন করিবে এইরূপ শ্রেণির সদস্যগণের বরাবর দানে বিদ্যমান স্বার্থ ন্যস্ত

নবম অধ্যায়

দায়যুক্ত দান সম্পর্কিত

১২২। দায়যুক্ত দান

১২৩। একই ব্যক্তিকে দুইটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র দান করিলে, একটি গ্রহণ করা যাইবে এবং অন্যটি প্রত্যাখান করা যাইবে

দশম অধ্যায়

ঘটনা নির্ভর দান সম্পর্কিত

১২৪। নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনা সংঘটনে সময় উল্লেখ না করিয়া ঘটনা নির্ভর দান

১২৫। ভবিষ্যতের কোনো অনির্দিষ্ট মেয়াদে জীবিত কতিপয় ব্যক্তিকে দান

একাদশ অধ্যায়

শর্তযুক্ত দান

১২৬। অসম্ভব শর্তে দান

১২৭। বেআইনি বা অনৈতিক শর্তে দান

১২৮। উত্তরদান ন্যস্ত হইবার জন্য পূর্ব শর্ত পূরণ

১২৯। ক এর বরাবরে দান এবং খ এর বরাবর পূর্ব দানের ব্যর্থতা

১৩০। যখন প্রথম দানের ব্যর্থতায় দ্বিতীয় দান কার্যকর হয় না

১৩১। কোনো নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনা ঘটা বা না ঘটার শর্তসাপেক্ষ দান

১৩২। শর্ত অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে

১৩৩। দ্বিতীয় দানের অবৈধতার জন্য মূল দান ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না

১৩৪। এমন শর্তে দান যেখানে কোনো নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনা ঘটিলে বা না ঘটিলে উহার কার্যকারিতা থাকিবে না

১৩৫। উক্তরূপ শর্ত কোনোক্রমেই ধারা ১২০ অনুযায়ী অবৈধ হইবে না

১৩৬। উত্তরদানগ্রহীতা কর্তৃক যাহা সম্পাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ নাই তাহা অসম্ভব করিবার বা অনির্দিষ্টভাবে স্থগিত করিবার এবং বিষয়বস্তু সম্পাদন না করায় হস্তান্তরের ফল

১৩৭। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী শর্তের কার্য সম্পাদন

দ্বাদশ অধ্যায়

ভোগ বা প্রয়োগের বিষয়ে নির্দেশনাসহ দান সম্পর্কিত

১৩৮। কোনো ব্যক্তিকে চূড়ান্তভাবে অথবা তাহার কল্যাণার্থে তহবিল দান করিবার পর উহা বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যবহার বা ভোগের নির্দেশনা

১৩৯। চূড়ান্ত দান ভোগ করিবার পদ্ধতি সীমাবদ্ধ হইবে উত্তরদানগ্রহীতার নির্দিষ্ট কল্যাণ নিশ্চিত করণার্থে এইরূপ নির্দেশনা

১৪০। কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনো তহবিল দান করা যাহার কিছু অংশ পূরণ করা যায় না

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নির্বাহককে দান সম্পর্কিত

১৪১। উত্তরদানগ্রহীতাকে নির্বাহক হিসাবে উল্লেখ করা হইলে, নির্বাহক এর কার্য করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত না করিলে তিনি উত্তরদান গ্রহণ করিতে পারিবেন না

চতুর্দশ অধ্যায়

সুনির্দিষ্ট উত্তরদান সম্পর্কিত

১৪২। সুনির্দিষ্ট উত্তরদানের সংজ্ঞা

১৪৩। স্টক ইত্যাদিতে বিনিয়োগকৃত নির্দিষ্ট অর্থের দান

১৪৪। স্টক দান করা, যেক্ষেত্রে উইলকারীর উইলের তারিখে একই প্রকার স্টকের সমপরিমাণ বা অধিক ছিল

১৪৫। সুনির্দিষ্টভাবে উইলকারীর সম্পত্তির অংশবিশেষ বিলি-ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত যেই ক্ষেত্রে দানকৃত অর্থ বণ্টনযোগ্য নয়

১৪৬। কখন কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্য সুনির্দিষ্টভাবে উইল করা হয় নাই বলিয়া বিবেচিত হইবে

১৪৭। একাধিক্রমে কয়েকজন ব্যক্তির বরাবরে সুনির্দিষ্ট দানের দখল

১৪৮। একাধিক্রমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে উইলকৃত সম্পত্তির বিক্রয় এবং বিনিয়োগ

১৪৯। যেক্ষেত্রে উত্তরদান পরিশোধে সম্পত্তির ঘাটতি থাকে সেইক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উত্তরদান, সাধারণ উত্তরদানের সহিত বিলুপ্ত হইবে না

পঞ্চদশ অধ্যায়
নির্দেশনাত্মক উত্তরদান সম্পর্কিত

১৫০। নির্দেশনাত্মক উত্তরদানের সংজ্ঞা

১৫১। সুনির্দিষ্ট উত্তরদানের বিষয়বস্তু হইতে যখন কোনো উত্তরদান প্রদান করিবার নির্দেশ থাকে, তখন উহা পরিশোধের ক্রম

ষোড়ষ অধ্যায়

উত্তরদান অভিক্রয় সম্পর্কিত

১৫২। অভিক্রয়ের ব্যাখ্যা

১৫৩। নির্দেশনাত্মক উত্তরদান অভিক্রয় হইবে না

১৫৪। তৃতীয় পক্ষের নিকট হইতে কোনো কিছু পাইবার অধিকারের সুনির্দিষ্ট দান অভিক্রয়

১৫৫। সুনির্দিষ্টভাবে উইলকৃত বস্তুর অংশবিশেষ উইলকারী নিজেই গ্রহণের মাধ্যমে অভিক্রয়

১৫৬। সুনির্দিষ্টভাবে দান করা হইয়াছে এইরূপ কোনো সমুদয় তহবিলের অংশবিশেষ উইলকারী কর্তৃক গ্রহণের মাধ্যমে অভিক্রয়

১৫৭। যেক্ষেত্রে তহবিলের অংশবিশেষ সুনির্দিষ্টভাবে একজন উত্তরদানগ্রহীতাকে দান করা হয়, এবং একই তহবিলের উপর অন্যজনের উত্তরদানের দায় সৃষ্টি হয়, এবং উইলকারী উক্ত তহবিলের অংশবিশেষ গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্টাংশ উভয় উত্তরদানগ্রহীতাকে প্রদানের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত হয়, সেইক্ষেত্র পরিশোধের ক্রম

১৫৮। উইলকারীর মৃত্যুর সময় সুনির্দিষ্ট উইলকৃত স্টকের অস্তিত্ব না থাকিবার কারণে অভিক্রয়

১৫৯। সুনির্দিষ্টভাবে দানকৃত স্টক এর ক্ষেত্রে উইলকারীর মৃত্যুর সময় কেবল আংশিকভাবে অস্তিত্ব থাকিবার কারণে আংশিক অভিক্রয়

১৬০। কোনো বিশেষ স্থানের সহিত সম্পর্কিত পণ্যের সুনির্দিষ্ট দান অপসারণের কারণে উত্তরদান অভিক্রয় হইবে না

১৬১। কখন উইলকৃত বস্তুর অপসারণ দ্বারা অভিক্রয় হইবে না

১৬২। যেক্ষেত্রে উইলকৃত দ্রব্যাদির মূল্যবান তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হইতে উইলকারী কর্তৃক গৃহীতব্য; এবং উইলকারী নিজে বা তাহার প্রতিনিধি উহা গ্রহণ করে

১৬৩। উইল সম্পাদনের তারিখ এবং উইলকারীর মৃত্যুর তারিখের মধ্যে সুনির্দিষ্ট দানের বিষয়ে আইনের পরিবর্তন

১৬৪। উইলকারীর অবগতি ব্যতীত উইলের বিষয়বস্তু পরিবর্তন

১৬৫। সুনির্দিষ্টভাবে দানকৃত স্টক প্রতিস্থাপনের শর্তে তৃতীয় পক্ষকে ধার দেওয়া

১৬৬। বিক্রয় করা হইলেও উহার প্রতিস্থাপন করা হয় নাই এইরূপ সুনির্দিষ্টভাবে দানকৃত সংভার (stock) যাহা উইলকারীর মৃত্যুর সময় তাহার দখলাধীন থাকে

সপ্তদশ অধ্যায়

উইলমূলে দানকৃত বিষয়বস্তুর দায় পরিশোধ সম্পর্কিত

১৬৭। সুনির্দিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতাকে অব্যাহতি দানের ক্ষেত্রে নির্বাহকের দায়হীনতা

১৬৮। দানকৃত বস্তুতে উইলকারীর স্বত্ব পূরণ, উইলকারীর ভূ-সম্পত্তি হইতে করিতে হইবে

১৬৯। নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রদেয় ভূমি রাজস্ব বা খাজনা উত্তরদানগ্রহীতার স্থাবর সম্পত্তি হইতে অব্যাহতি

১৭০। জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে সুনির্দিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতার স্টকের অব্যাহতি

অষ্টাদশ অধ্যায়

সাধারণ শর্তে বর্ণিত কোনো কিছু দান সম্পর্কিত

১৭১। সাধারণ শর্তে বর্ণিত কোনো কিছু দান

উনবিংশ অধ্যায়

তহবিলের সুদ বা আয় দান সম্পর্কিত

১৭২। তহবিলের সুদ বা আয় দান

বিংশ অধ্যায়

বার্ষিক ভাতার দান

১৭৩। উইলে ভিন্নরূপ কোনো অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে, উইল দ্বারা সৃষ্ট বার্ষিক ভাতার দান শুধু জীবনস্বত্বে প্রদেয় হইবে

১৭৪। যেক্ষেত্রে সম্পত্তির লভ্যাংশ বা সাধারণভাবে সম্পত্তি হইতে বার্ষিক ভাতা প্রদান করা হইবে বলিয়া উইলে নির্দেশনা থাকে বা দানকৃত অর্থ বার্ষিক ভাতা ক্রয়ের উদ্দেশে বিনিয়োগ হইবে, এইরুপ ক্ষেত্রে ন্যস্ত হইবার সময়

১৭৫। বার্ষিক ভাতা হ্রাসকরণ

১৭৬। যেক্ষেত্রে বার্ষিক ভাতার দান এবং অবশিষ্ট দান থাকে, সেইক্ষেত্রে সমুদয় বার্ষিক ভাতা প্রথমে পরিশোধ করিতে হইবে

একবিংশ অধ্যায়

পাওনাদার এবং অংশীদারদের প্রতি উত্তরদান সম্পর্কিত

১৭৭। আপাতদৃষ্টিতে পাওনাদার উত্তরদান এবং দেনা লাভের অধিকারী

১৭৮। আপাতদৃষ্টিতে সন্তান উত্তরদান এবং অংশ উভয়েরই অধিকারী

১৭৯। পরবর্তী কোনো বিধান দ্বারা উত্তরদানগ্রহীতার উইল অভিক্রয় হইবে না

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নির্বাচন সম্পর্কিত

১৮০। যে অবস্থায় নির্বাচন হইবে

১৮১। মালিক কর্তৃক ত্যাগ করা স্বার্থ ন্যস্ত

১৮২। নিজ মালিকানা সম্পর্কে উইলকারীর বিশ্বাস অপ্রাসঙ্গিক

১৮৩। মানুষের কল্যাণার্থে কৃত দান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেভাবে বিবেচিত হয়

১৮৪। পরোক্ষভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নির্বাচনের অধিকারী হইবেন না

১৮৫। উইলের অধীন ব্যক্তিগতভাবে সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি অন্যভাবে উইলের বিপরীত নির্বাচন করিতে পারিবেন

১৮৬। সর্বশেষ ছয়টি ধারার বিধানের ব্যতিক্রম

১৮৭। যেক্ষেত্রে উইলমূলে প্রদত্ত লাভ গ্রহণ করা উইলের অধীন নির্বাচন বলিয়া গণ্য হইবে

১৮৮। যে অবস্থায় অবগতি বা দাবিত্যাগ আইনগত অনুমিত বা ধরিয়া লওয়া যাইবে

১৮৯। যখন উইলকারীর প্রতিনিধি উত্তরদানগ্রহীতাকে নির্বাচন করিবার আহ্বান করিতে পারিবেন

১৯০। অক্ষমতার ক্ষেত্রে নির্বাচন স্থগিতকরণ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মৃত্যুর আশঙ্কায় কৃত দান সম্পর্কিত

১৯১। মৃত্যুর আশঙ্কায় কৃত দানের মাধ্যমে হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি

সপ্তম ভাগ

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সংরক্ষণ

১৯২। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে দাবিদার ব্যক্তি বেআইনি দখলের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন

১৯৩। বিচারক কর্তৃক তদন্ত

১৯৪। পদ্ধতি

১৯৫। পদ্ধতি নির্ণয়কালে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ

১৯৬। তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পণযোগ্য ক্ষমতা

১৯৭। তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক কতিপয় ক্ষমতা প্রয়োগে বিধি-নিষেধ

১৯৮। তত্ত্বাবধায়ককে জামানত প্রদান করিতে হইবে, এবং তিনি সম্মানি গ্রহণ করিতে পারিবেন

১৯৯। ভূ-সম্পত্তির মধ্যে রাজস্ব-প্রদানকারী জমি থাকিলে কালেক্টরের নিকট হইতে প্রতিবেদন নিতে হইবে

২০০। মামলা দায়ের ও আত্মপক্ষ সমর্থন

২০১। তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক তত্ত্বাবধানকালীন দৃশ্যত মালিককে ভাতা প্রদান

২০২। তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক হিসাব দাখিল

২০৩। হিসাব পরিদর্শন এবং আগ্রহী পক্ষের অনুলিপি রাখিবার অধিকার

২০৪। একই সম্পত্তির জন্য দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগে বাধা

২০৫। তত্ত্বাবধায়কের জন্য আবেদনের সময়সীমা

২০৬। সরকারি বন্দোবস্ত বা মৃত ব্যক্তির আইনগত নির্দেশনার ক্ষেত্রে এই ভাগ কার্যকরকরণে বাধা

২০৭। নাবালকের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের এখতিয়ারভুক্ত হইলে উহাকে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতে হইবে

২০৮। মামলা করিবার অধিকার সংরক্ষণ

২০৯। সংক্ষিপ্ত কার্যধারার সিদ্ধান্তের ফলাফল

২১০। সরকারি তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ

অষ্টম ভাগ

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতিনিধিত্বমূলক স্বত্ব

২১১। নির্বাহক বা প্রশাসকের বৈশিষ্ট্য ও সম্পত্তি

২১২। উইলবিহীন ব্যক্তির সম্পত্তিতে অধিকার

২১৩। নির্বাহক বা উত্তরদানগ্রাহী হিসাবে কখন অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাইবে

২১৪। মৃত ব্যক্তির দেনাদারদের নিকট হইতে আদালতের মাধ্যমে দেনা আদায়ের পূর্বশর্ত প্রতিনিধিত্বমূলক স্বত্বের প্রমাণ

২১৫। সনদের উপর পরবর্তী প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের প্রভাব

২১৬। প্রত্যাহারের পূর্ব পর্যন্ত শুধু প্রবেট বা ব্যবস্থাপনার গ্রাহক কর্তৃক মামলা দায়ের, ইত্যাদি

নবম ভাগ

প্রবেট, ব্যবস্থাপনাপত্র এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা

২১৭। এই ভাগের প্রয়োগ

প্রথম অধ্যায়

প্রবেট এবং ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরি সম্পর্কিত

২১৮। মৃত ব্যক্তি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইলে, যাহাকে ব্যবস্থাপনা প্রদত্ত হইবে

২১৯। যেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি নন

২২০। ব্যবস্থাপনাপত্রের ফলাফল

২২১। যে সকল কাজ ব্যবস্থাপনা দ্বারা বৈধ হয় না

২২২। কেবল নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাহকের জন্য প্রবেট

২২৩। যে সকল ব্যক্তিকে প্রবেট মঞ্জুর করা যাইবে না

২২৪। যুগপৎ বা বিভিন্ন সময়ে একাধিক নির্বাহককে প্রবেট মঞ্জুর করা

২২৫। প্রবেট মঞ্জুরের পর আবিষ্কৃত উইলের ক্রোড়পত্রের (codicil) পৃথক প্রবেট

২২৬। উত্তরজীবী নির্বাহকের প্রতিনিধিত্ব অর্জন

২২৭। প্রবেটের ফলাফল

২২৮। বিদেশে প্রমাণিত উইলের প্রামাণ্য অনুলিপির সহিত সংযুক্ত অনুলিপির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা

২২৯। নির্বাহক পদত্যাগ না করিলে ব্যবস্থাপনা মঞ্জুর

২৩০। নির্বাহকের দায়িত্ব পরিত্যাগের ফরম এবং ফলাফল

২৩১। নির্বাহক পরিত্যাগ করিলে বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে কার্যপদ্ধতি

২৩২। সর্বজনীন অথবা অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতাকে ব্যবস্থাপনা মঞ্জুর

২৩৩। মৃত অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতার প্রতিনিধির ব্যবস্থাপনার অধিকার

২৩৪। যেক্ষেত্রে কোনো নির্বাহক, অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতা কিংবা উক্ত উত্তরদানগ্রহীতার কোনো প্রতিনিধি নাই সেইক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর

২৩৫। সর্বজনীন বা অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতা ব্যতীত অন্য উত্তরদানগ্রহীতাকে ব্যবস্থাপনা মঞ্জুর করিবার পূর্বে তলব করা

২৩৬। যাহাকে ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে না

দ্বিতীয় অধ্যায়

সীমিত মঞ্জুরি সম্পর্কিত

সীমিত সময়ের জন্য মঞ্জুরি

২৩৭। হারাইয়া যাওয়া উইলের অনুলিপি বা খসড়ার প্রবেট

২৩৮। হারিয়ে যাওয়া বা ধ্বংসপ্রাপ্ত উইলের বিষয়বস্তুর প্রবেট

২৩৯। মূল দলিল থাকিলে অনুলিপির প্রবেট

২৪০। উইল দাখিল না করা পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা

অধিকার রহিয়াছে এমন ব্যক্তিগণের ব্যবহার এবং কল্যাণের জন্য মঞ্জুরি

২৪১। অনুপস্থিত নির্বাহকের জন্য অ্যাটর্নিকে সংযুক্ত উইলসহ ব্যবস্থাপনা প্রদান

২৪২। উপস্থিত থাকিলে ব্যবস্থাপনা করিতে পারিতেন এমন অনুপস্থিত ব্যক্তির অ্যাটর্নিকে সংযুক্ত উইলের ব্যবস্থাপনা প্রদান

২৪৩। উইলবিহীন অবস্থায় ব্যবস্থাপনার অধিকারী ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে অ্যাটর্নিকে ব্যবস্থাপনা প্রদান

২৪৪। একমাত্র নির্বাহক বা অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতার নাবালকত্বকালে ব্যবস্থাপনা

২৪৫। একাধিক নির্বাহক বা অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতার নাবালকত্বকালে ব্যবস্থাপনা

২৪৬। পাগল বা নাবালকের ব্যবহার বা কল্যাণার্থে ব্যবস্থাপনা

২৪৭। মামলা চলাকালীন ব্যবস্থাপনা

বিশেষ উদ্দেশ্যে মঞ্জুরি

২৪৮। উইলে বর্ণিত উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রবেট

২৪৯। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য সংযুক্ত উইলসহ ব্যবস্থাপনা

২৫০। কোনো ব্যক্তির লাভজনক স্বার্থ আছে, এমন সম্পত্তিতে সীমাবদ্ধ ব্যবস্থাপনা

২৫১। মামলায় সীমিত ব্যবস্থাপনা

২৫২। ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় পক্ষ হইবার উদ্দেশ্যে সীমিত ব্যবস্থাপনা

২৫৩। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি আহরণ এবং সংরক্ষণে সীমিত ব্যবস্থাপনা

২৫৪। সাধারণ অবস্থায় ব্যবস্থাপনার অধিকারী হইত এইরূপ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ প্রদান

ব্যতিক্রমসহ মঞ্জুরি

২৫৫। ব্যতিক্রম সাপেক্ষে সংযুক্ত উইলসহ প্রবেট বা ব্যবস্থাপনা

২৫৬। ব্যতিক্রমসহ ব্যবস্থাপনা

অবশিষ্টাংশের মঞ্জুরি

২৫৭। অবশিষ্টাংশের প্রবেট বা ব্যবস্থাপনা

ব্যবস্থাপনাবিহীন বিষয় মঞ্জুর

২৫৮। ব্যবস্থাপনাবিহীন সম্পদ মঞ্জুর

২৫৯। ব্যবস্থাপনাবিহীন সম্পদ মঞ্জুর সম্পর্কিত বিধানাবলি

২৬০। সীমিত মঞ্জুর শেষ হওয়া সত্ত্বেও সম্পত্তির কিয়দংশ ব্যবস্থাপনাবিহীন থাকিবার ক্ষেত্রে উহার ব্যবস্থাপনা

তৃতীয় অধ্যায়

মঞ্জুরি পরিবর্তন এবং প্রত্যাহার সম্পর্কিত

২৬১। যে সকল ভুল আদালত কর্তৃক সংশোধন করা যাইবে

২৬২। উইলসহ ব্যবস্থাপনা মঞ্জুরের পর ক্রোড়পত্র (codicil) আবিষ্কৃত হইলে উহার পদ্ধতি

২৬৩। উপযুক্ত কারণে প্রত্যাহার বা বাতিল

চতুর্থ অধ্যায়

প্রবেট ও ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর ও প্রত্যাহারের নিয়ম সম্পর্কিত

২৬৪। প্রবেট মঞ্জুর ও প্রত্যাহার, ইত্যাদির ক্ষেত্রে জেলা জজের এখতিয়ার

২৬৫। বিরোধহীন ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদনের জন্য জেলা জজের প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষমতা

২৬৬। প্রবেট এবং ব্যবস্থাপনা মঞ্জুরির ক্ষেত্রে জেলা জজের ক্ষমতা

২৬৭। উইল সংক্রান্ত কাগজাদি দাখিলের জন্য জেলা জজ যে কোনো ব্যক্তিকে আদেশ দিতে পারিবেন

২৬৮। প্রবেট এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্তে জেলা জজ আদালতের কার্যধারা

২৬৯। সম্পত্তি সংরক্ষণে কখন এবং কীভাবে জেলা জজ হস্তক্ষেপ করিবে

২৭০। কখন জেলা জজ প্রবেট বা ব্যবস্থাপনা মঞ্জুর করিতে পারিবেন

২৭১। মৃত ব্যক্তির কোনো নির্দিষ্ট আবাসস্থল না থাকিলে জেলা জজের নিকট আবেদনকৃত আবেদন নিষ্পত্তি

২৭২। প্রতিনিধি কর্তৃক প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে

২৭৩। প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের চূড়ান্ততা

২৭৪। ধারা ২৭৩ এর শর্তাধীনে মঞ্জুরির সনদ হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ

২৭৫। যথাযথভাবে কৃত ও প্রতিপাদন করা হইলে প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের চূড়ান্ততা

২৭৬। প্রবেটের জন্য আবেদন

২৭৭। আদালতের অনুবাদক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির অনুবাদের জন্য আবেদনের সহিত উইলের অনুবাদ সংযুক্ত করিতে হইবে

২৭৮। ব্যবস্থাপনাপত্রের জন্য আবেদন

২৭৯। কতিপয় ক্ষেত্রে প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের আবেদন ইত্যাদিতে বিবৃতি সংযোজন

২৮০। প্রবেট ইত্যাদির জন্য আবেদন স্বাক্ষরিত ও প্রতিপাদিত হইবে

২৮১। উইলের একজন সাক্ষী দ্বারা প্রবেটের আবেদন প্রতিপাদন করা

২৮২। আবেদন বা ঘোষণায় মিথ্যা বর্ণনার শাস্তি

২৮৩। জেলা জজের ক্ষমতা

২৮৪। প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ

২৮৫। সতর্কীকরণ দাখিলের পর সতর্কীকরণ দাখিলকারীকে নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনো আবেদনের উপর কার্যধারা গ্রহণ না করা

২৮৬। জেলা প্রতিনিধি কর্তৃক প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর না করিবার ক্ষেত্র

২৮৭। বিবাদ না থাকা সত্ত্বেও, সন্দেহজনক ক্ষেত্রে জেলা জজের নিকট বিবৃতি প্রেরণের ক্ষমতা

২৮৮। যেক্ষেত্রে বিবাদ রহিয়াছে বা জেলা প্রতিনিধি মনে করেন যে তাহার আদালতে প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র প্রত্যাখ্যান করা উচিত সেইক্ষেত্রে পদ্ধতি

২৮৯। প্রবেটের মঞ্জুরি আদালতের সিল দ্বারা করিতে হইবে

২৯০। ব্যবস্থাপনাপত্র আদালতের সিল দ্বারা করিতে হইবে

২৯১। ব্যবস্থাপনা মুচলেকা

২৯২। ব্যবস্থাপনা-মুচলেকা ন্যস্তকরণ

২৯৩। প্রবেট এবং ব্যবস্থাপনা মঞ্জুরের সময়

২৯৪। প্রবেট বা উইলসহ ব্যবস্থাপনা মঞ্জুরির ক্ষেত্রে মূল দলিল দাখিল

২৯৫। বিবাদপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে পদ্ধতি

২৯৬। প্রত্যাহারকৃত প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র সমর্পণ

২৯৭। প্রবেট বা ব্যবস্থাপনা প্রত্যাহারের পূর্বে নির্বাহক বা প্রশাসককে পরিশোধ

২৯৮। ব্যবস্থাপনাপত্র প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা

২৯৯। জেলা জজের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল

৩০০। হাইকোর্ট বিভাগের সহগামী এখতিয়ার

৩০১। নির্বাহক বা ব্যবস্থাপকের অপসারণ এবং উত্তরাধিকারের বিধান

৩০২। নির্বাহক বা ব্যবস্থাপকের প্রতি নির্দেশনা

পঞ্চম অধ্যায়

নিজের ভুলে নির্বাহক সম্পর্কিত

৩০৩। নিজের ভুলের নির্বাহক

৩০৪। নিজের ভুলে নির্বাহকের দায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

নির্বাহক বা প্রশাসকের ক্ষমতা

৩০৫। মৃত ব্যক্তির বিদ্যমান মামলার কারণ এবং মৃত্যুতে প্রদেয় দেনা বিষয়ে

৩০৬। মৃত ব্যক্তি এবং নির্বাহক বা প্রশাসকের বিরুদ্ধে মামলার অধিকার এবং দাবি

৩০৭। সম্পত্তি বিলি-ব্যবস্থা করিবার জন্য নির্বাহক বা প্রশাসকের ক্ষমতা

৩০৮। ব্যবস্থাপনার সাধারণ ক্ষমতা

৩০৯। কমিশন বা প্রতিনিধিত্ব চার্জ

৩১০। নির্বাহক বা প্রশাসক কর্তৃক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রয়

৩১১। একাধিক নির্বাহক বা প্রশাসকের ক্ষমতা একজন কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য

৩১২। একাধিক নির্বাহক বা প্রশাসকের মধ্যে একজনের মৃত্যুতে ক্ষমতার বিদ্যমানতা

৩১৩। অব্যবস্থাপনাকৃত বিষয়ে প্রশাসকের ক্ষমতা

৩১৪। নাবালকত্ব থাকাকালে প্রশাসকের ক্ষমতা

৩১৫। বিবাহিত মহিলা নির্বাহক বা প্রশাসকের ক্ষমতা

সপ্তম অধ্যায়

নির্বাহক বা প্রশাসকের কর্তব্য সম্পর্কিত

৩১৬। মৃত ব্যক্তির অন্ত্যষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে

৩১৭। তালিকা এবং হিসাব

৩১৮। কতিপয় ক্ষেত্রে তালিকা অর্থে বাংলাদেশের যে কোনো অংশে অবস্থিত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে

৩১৯। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি এবং দেনা সম্পর্কে

৩২০। সকল দেনার পূর্বে প্রদেয় খরচ

৩২১। উক্ত খরচাদির পর পরিশোধতব্য খরচাদি

৩২২। তৎপরবর্তীতে কতিপয় সেবার জন্য মজুরি পরিশোধ করিতে হইবে এবং তাহার পর অন্যান্য দেনা পরিশোধ

৩২৩। পূর্বোক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত সকল দেনা সমভাবে এবং সমহারে পরিশোধ করিতে হইবে

৩২৪। বাংলাদেশে স্থায়ী নিবাস নহে, এইরূপ ক্ষেত্রে দেনা পরিশোধের জন্য স্থাবর সম্পত্তির প্রয়োগ

৩২৫। উত্তরদানের পূর্বে দেনা পরিশোধ করা

৩২৬। অব্যাহতি ব্যতিরেকে নির্বাহক বা প্রশাসক উত্তরদান পরিশোধে বাধ্য নন

৩২৭। সাধারণ উত্তরদানের হ্রাসকরণ

৩২৮। দেনা পরিশোধের জন্য সম্পত্তি পর্যাপ্ত হইলে সুনির্দিষ্ট উত্তরদান হ্রাস করা যাইবে না

৩২৯। দেনা এবং প্রয়োজনীয় খরচ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত সম্পত্তি থাকিলে নির্দেশক উত্তরদানের অধীন অধিকার

৩৩০। সুনির্দিষ্ট উত্তরদানের আনুপাতিক হ্রাস

৩৩১। হ্রাসকরণের জন্য যে উত্তরদানকে সাধারণ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে

অষ্টম অধ্যায়

নির্বাহক বা প্রশাসক কর্তৃক উত্তরদানে সম্মতি সম্পর্কিত

৩৩২। উত্তরদানগ্রহীতার স্বত্ব পূরণ করিতে সম্মতির প্রয়োজনীয়তা

৩৩৩। সুনির্দিষ্ট উত্তরদানে নির্বাহকের সম্মতির ফলাফল

৩৩৪। শর্তযুক্ত সম্মতি

৩৩৫। নিজস্ব উত্তরদানে নির্বাহকের সম্মতি

৩৩৬। নির্বাহকের সম্মতির ফলাফল

৩৩৭। নির্বাহক কর্তৃক উত্তরদান অর্পণ করিবার সময়

নবম অধ্যায়

বার্ষিক ভাতা পরিশোধ এবং বণ্টন সম্পর্কিত

৩৩৮। উইলে কোনো সময় নির্ধারিত না থাকিলে বার্ষিক ভাতা আরম্ভ করিবার সময়

৩৩৯। ত্রৈমাসিক বা মাসিক প্রদেয় ভাতা যখন প্রথম বকেয়া হয়

৩৪০। যখন প্রথম পরিশোধ কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বা নির্দিষ্ট দিনে পরিশোধের নির্দেশনা থাকে তখন অনুক্রমিক পরিশোধের তারিখ: পরিশোধের পূর্বে ভাতা গ্রহণকারীর মৃত্যু

দশম অধ্যায়

উত্তরদানের জন্য প্রদত্ত তহবিল বিনিয়োগ সম্পর্কিত

৩৪১। যেক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট উত্তরদান জীবনস্বত্বে প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে দানকৃত অর্থের বিনিয়োগ

৩৪২। ভবিষ্যতে প্রদেয় সাধারণ উত্তরদানের বিনিয়োগ

৩৪৩। কোনো তহবিল ভাতার সহিত চার্জকৃত বা বণ্টিত না হইলে উহার পদ্ধতি

৩৪৪। অবশিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতাকে ঘটনা নির্ভর দান হস্তান্তর

৩৪৫। কোনো নির্দিষ্ট সিকিউরিজে বিনিয়োগের নির্দেশ না থাকিলে জীবনস্বত্বে দানকৃত অবশিষ্টাংশের বিনিয়োগ

৩৪৬। সুনির্দিষ্ট সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করিবার নির্দেশসহ জীবনস্বত্বে দানকৃত অবশিষ্টাংশের বিনিয়োগ

৩৪৭। রূপান্তর এবং বিনিয়োগের সময় এবং পদ্ধতি

৩৪৮। যেক্ষেত্রে নাবালক তাৎক্ষণিক পরিশোধ বা দানের দখলের অধিকারী হন, এবং তাহার পক্ষে যদি অন্য ব্যক্তিকে পরিশোধের নির্দেশ না থাকে সেইক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি

একাদশ অধ্যায়

উত্তরদানের লাভ এবং সুদ

৩৪৯। সুনির্দিষ্ট উত্তরদানের লাভে উত্তরদানগ্রহীতার স্বত্ব

৩৫০। অবশিষ্ট তহবিলের লাভে অবশিষ্টাংশের উত্তরদান গ্রহীতার স্বত্ব

৩৫১। সাধারণ উত্তরদান পরিশোধের জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট না থাকিলে সুদ

৩৫২। নির্দিষ্ট সময়ের ক্ষেত্রে সুদ

৩৫৩। সুদের হার

৩৫৪। উইলকারীর মৃত্যুর পর প্রথম বৎসর বার্ষিক ভাতার বকেয়ার উপর কোনো সুদ হইবে না

৩৫৫। বার্ষিক ভাতা সৃষ্টির বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের সুদ

দ্বাদশ অধ্যায়

উত্তরদান প্রত্যর্পণ সম্পর্কিত

৩৫৬। আদালতের আদেশে প্রদত্ত উত্তরদানের প্রত্যর্পণ

৩৫৭। স্বেচ্ছামূলক পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ হইবে না

৩৫৮। ধারা ১৩৭ এর অধীন বর্ধিত সময়ের মধ্যে শর্ত পূরণের কারণে প্রদেয় হইলে উত্তরদানের প্রত্যর্পণ

৩৫৯। প্রত্যেক উত্তরদানগ্রহীতা আনুপাতিক হারে প্রত্যর্পণ করিবেন

৩৬০। সম্পত্তি বণ্টন

৩৬১। পাওনাদার উত্তরদানগ্রহীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে আহবান করিতে পারিবেন

৩৬২। যে ক্ষেত্রে উত্তরদানগ্রহীতা সন্তুষ্ট না হন বা ধারা ৩৬১ এর অধীন প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন, সেইক্ষেত্রে একজনকে পূর্ণ প্রত্যর্পণে বাধ্য করা যাইবে না

৩৬৩। কখন অসন্তুষ্ট উত্তরদানগ্রহীতা সচ্ছল নির্বাহকের বিরুদ্ধে প্রথম অগ্রসর হইবেন

৩৬৪। উত্তরদানগ্রহীতাগণের পরস্পরকে প্রত্যর্পণের সীমা

৩৬৫। প্রত্যর্পণ সুদবিহীন হইবে

৩৬৬। সাধারণ পরিশোধের পর অবশিষ্টাংশ অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতা বরাবরে প্রদত্ত হইবে

৩৬৭। বাংলাদেশ হইতে বণ্টনের নিমিত্ত সম্পত্তি নির্বাহক বা প্রশাসকের স্থায়ী নিবাসে প্রেরণ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধ্বংস করিবার ক্ষেত্রে নির্বাহক বা প্রশাসকের দায়িত্ব সম্পর্কিত

৩৬৮। ধ্বংস করিবার ক্ষেত্রে নির্বাহক বা প্রশাসকের দায়িত্ব

৩৬৯। সম্পত্তির কোনো অংশ গ্রহণ করিতে নির্বাহক বা প্রশাসকের অবহেলার দায়-দায়িত্ব

দশম ভাগ

উত্তরদান সনদ

৩৭০। এই ভাগের অধীন সনদ মঞ্জুরে বাধা-নিষেধ

৩৭১। সনদ মঞ্জুরে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত

৩৭২। সনদের জন্য আবেদন

৩৭৩। আবেদনের উপর করণীয়

৩৭৪। সনদের বিষয়বস্তু

৩৭৫। সনদ গ্রহণকারী কর্তৃক জামানত গ্রহণ

৩৭৬। সনদের আওতা বৃদ্ধি

৩৭৭। সনদ এবং বর্ধিত সনদের ফরম

৩৭৮। সিকিউরিটির ক্ষমতার ক্ষেত্রে সনদ সংশোধন

৩৭৯। সনদের উপর কোর্ট ফি সংগ্রহের পদ্ধতি

৩৮০। সনদের স্থানীয় পরিধি

৩৮১। সনদের ফলাফল

৩৮২। বাংলাদেশি প্রতিনিধি দ্বারা বিদেশে সনদ প্রদান বা বর্ধিতকরণের ফলাফল

৩৮৩। সনদ প্রত্যাহার

৩৮৪। আপিল

৩৮৫। পূর্ববর্তী সনদ, প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের ফলাফল

৩৮৬। অবৈধ সনদের ধারক বরাবরে সরল বিশ্বাসে কৃত কতিপয় পরিশোধের বৈধতা প্রদান

৩৮৭। এই আইনের অধীন সিদ্ধান্তের ফলাফল, এবং তদধীন সনদধারীর দায়িত্ব

৩৮৮। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জেলা আদালতের এখতিয়ার নিম্ন আদালতকে অর্পণ

৩৮৯। স্থগিতকৃত বা অবৈধ সনদ সমর্পণ

৩৯০। [বিলুপ্ত]

একাদশ ভাগ

বিবিধ

৩৯১। হেফাজত

৩৯২। [বিলুপ্ত]

তপশিলসমূহ

প্রথম তপশিল- সগোত্রতার তালিকা

দ্বিতীয় তপশিল-

প্রথম ভাগ- ধারা ৫৫(খ) এ বর্ণিত পার্সি উইলকারীর পরবর্তী আত্মীয়-স্বজনের ক্রমধারা

দ্বিতীয় ভাগ- ধারা ৫৬ এ বর্ণিত পার্সি উইলকারীর পরবর্তী আত্মীয়-স্বজনের ক্রমধারা

তৃতীয় তপশিল- ধারা ৫৭ বর্ণিত কতিপয় উইল এবং উইলের ক্রোড়পত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিধানসমূহ

চতুর্থ তপশিল- সনদের ফরম

পঞ্চম তপশিল- সনদের ফরম

ষষ্ঠ তপশিল- প্রবেটের ফরম

সপ্তম তপশিল- ব্যবস্থাপনাপত্রের ফরম

অষ্টম তপশিল- সনদ এবং বর্ধিত সনদের ফরম

নবম তপশিল- [বিলুপ্ত]

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

(১৯২৫ সালের ৩৯ নং আইন)

[৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫]

বাংলাদেশে উইলবিহীন এবং উইলমূলে উত্তরদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন সংহতকরণকল্পে প্রণীত আইন।*

যেহেতু বাংলাদেশে উইলবিহীন এবং উইলমূলে উত্তরদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন সংহত করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম ভাগ

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- এই আইন উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই আইনে,-

(ক) "প্রশাসক" অর্থ কোনো নির্বাহক না থাকিলে মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তি পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;

(খ) "ক্রোড়পত্র (codicil)" অর্থ উইল সংক্রান্ত কোনো দলিল এবং উহার বিলি-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা, পরিবর্তন বা সংযোজন এবং উহা উইলের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে;

[১][(খখ) "জেলা জজ" অর্থ আদি এখতিয়ারসম্পন্ন দেওয়ানি আদালতের মুখ্য বিচারক;]

(গ) "নির্বাহক" অর্থ মৃত ব্যক্তির সর্বশেষ উইল কার্যকর করিবার জন্য উইলকারীর বিশ্বাসবলে নিয়োগকৃত কোনো ব্যক্তি;

(ঘ) "বাংলাদেশি খ্রিস্টান" অর্থ বাংলাদেশের একজন নাগরিক যিনি অবিমিশ্র এশিয়াটিক বংশোদ্ভূত বলিয়া নিজেকে দাবি করেন এবং যিনি খ্রিষ্টান ধর্মের কোনো একটি মত পালন করেন;

(ঙ) "নাবালক" অর্থ সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫ এর অধীন কোনো ব্যক্তি যিনি উক্ত আইনের সংজ্ঞানুসারে সাবালকত্ব অর্জন করেন নাই, এবং অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি আঠারো বৎসর পূর্ণ করেন নাই; এবং "নাবালকত্ব" অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তির যে কোনো অবস্থা;

(চ) "প্রবেট" অর্থ উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতের সীল মোহর দ্বারা প্রত্যয়িত উইলের অনুলিপিসহ উইলকারীর সম্পত্তি পরিচালনার মঞ্জুরি;

[২][* * *]

(জ) "উইল" অর্থ উইলকারীর সম্পত্তি সম্পর্কে এইরূপ আইনগত ঘোষণা, যাহার দ্বারা তাহার মৃত্যুর পর তাহার অভিপ্রায় কার্যকর করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়।

---

* ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনের সর্বত্র, "পাকিস্তান", "কেন্দ্রীয় সরকার" অথবা "প্রাদেশিক সরকার", "হাইকোর্ট" অথবা "একটি হাইকোর্ট", "পাকিস্তান খ্রিষ্টান", "মুহামেডান", "পাকিস্তান দন্ডবিধি" এবং "রুপি" শব্দগুলির পরিবর্তিতে যথাক্রমে, "বাংলাদেশ", "সরকার", "হাইকোর্ট বিভাগ", "বাংলাদেশ খ্রিষ্টান", "মুসলিম", "দন্ড বিধি" এবং "টাকা" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা আইন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

১ দফা (খখ) ভারতীয় উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন, ১৯২৯ (১৯২৯ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২ বলে সন্নিবেশিত।

২ দফা (ছ) বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

৩। আইনের প্রয়োগ হইতে কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা উপজাতিকে অব্যাহতি দানে সরকারের ক্ষমতা।- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ভূতাপেক্ষভাবে ১৮৬৫ সনের ১৬ই মার্চ হইতে কিংবা ভবিষ্যাপেক্ষ, এই আইনের নিম্নবর্ণিত কোনো বিধান, যেমন- ধারা ৫ হইতে ৪৯, ৫৮ হইতে ১৯১, ২১২, ২১৩ এবং ২১৫ হইতে ৩৬৯ পর্যন্ত এর কার্যকরতা হইতে কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা উপজাতিকে [১][* * *] কিংবা অনুরূপ কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা উপজাতির অংশবিশেষকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে, যাহাদের ক্ষেত্রে সরকার উক্ত বিধানাবলি বা প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত উহাদের যে কোনো বিধানের প্রয়োগ করা অসম্ভব বা অসমীচীন বলিয়া বিবেচনা করে।

(২) সরকার, অনুরুপ প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্তরূপ কোনো আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবে, কিন্তু উক্তরূপ প্রত্যাহার এইরূপে করা যাইবে না যাহাতে উহা ভূতাপেক্ষ কার্যকর হইয়া যায়।

[২][(৩) এই ধারার অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ "অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি" হিসাবে অভিহিত হইবে।]

দ্বিতীয় ভাগ

স্থায়ী নিবাস সম্পর্কিত

৪। এই ভাগের প্রয়োগ।- এই ভাগ মৃত হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৫। মৃত ব্যক্তির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার নির্ণায়ক আইন।- (১) কোনো মৃত ব্যক্তির, মৃত্যুকালীন সময়ে তাহার স্থায়ী নিবাস যেখানেই থাকুক না কেন, বাংলাদেশে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার বাংলাদেশের আইন দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(২) কোনো মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার মৃত্যুকালীন সময়ে যে রাষ্ট্রে তাহার স্থায়ী নিবাস ছিল, সেই দেশের আইন দ্বারা পরিচালিত হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক বাংলাদেশে স্থায়ী নিবাস থাকাকালে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে অস্থাবর সম্পত্তি এবং বাংলাদেশে স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি রাখিয়া ফ্রান্সে মারা যায়। এইক্ষেত্রে সমস্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বাংলাদেশের আইন দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(খ) ক একজন ইংরেজ, ফ্রান্সে স্থায়ী নিবাস থাকাকালে বাংলাদেশে তাহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া বাংলাদেশে মারা যায়। অস্থাবর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের বিষয়টি ফ্রান্সে বসবাসরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী একজন ইংরেজ ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বিষয়ে ফ্রান্সে প্রচলিত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হইবে, এবং স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার বাংলাদেশের আইন দ্বারা পরিচালিত হইবে।

৬। একটিমাত্র স্থায়ী নিবাস কেবল অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারকে প্রভাবিত করিবে।- অস্থাবর সম্পত্তিতে উত্তরদানের লক্ষ্যে একজন ব্যক্তির কেবল একটি স্থায়ী নিবাস থাকিতে পারিবে।

৭। বৈধভাবে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির আদি স্থায়ী নিবাস।- বৈধভাবে জন্ম গ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার জন্মের সময় তাহার পিতা যে রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন; কিংবা উক্ত ব্যক্তি মরণোত্তর জাত সন্তান হইলে, মৃত্যুকালে তাহার পিতা যে রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন, সেই রাষ্ট্র হইবে তাহার আদি স্থায়ী নিবাস।

---

১ "প্রদেশে" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা আইন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

২ উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে উপ-ধারা (৩) বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

উদাহরণ

ক এর জন্মের সময় তাহার পিতার স্থায়ী নিবাস ছিল ইংল্যান্ডে। ক যে রাষ্ট্রেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন তাহার আদি স্থায়ী নিবাস হইবে ইংল্যান্ড।

৮। **অবৈধ সন্তানের আদি স্থায়ী নিবাস।**- অবৈধ সন্তানের জন্মের সময় তাহার মাতা যে রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে নিবাসিত ছিলেন, সেই রাষ্ট্রই হইবে তাহার আদি স্থায়ী নিবাস।

৯। **আদি স্থায়ী নিবাসের স্থায়িত্ব।**- নতুন কোনো স্থায়ী নিবাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আদি স্থায়ী নিবাস বলবৎ থাকিবে।

১০। **নতুন স্থায়ী নিবাস অর্জন।**- আদি স্থায়ী নিবাস নয় এমন কোনো রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করিবার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তাহার নতুন স্থায়ী নিবাস অর্জন করিবেন।

ব্যাখ্যা।- কেবল বাংলাদেশের কোনো বেসামরিক, সামরিক, নৌ কিংবা বিমান বাহিনীতে চাকরি অথবা কোনো পেশা বা জীবিকা নির্বাহ করিবার সুবাদে বাংলাদেশে বসবাস করিবার কারণে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের স্থায়ী নিবাস অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে না।

উদাহরণ

(ক) ক, যাহার স্থায়ী নিবাস ইংল্যান্ডে, সে বাংলাদেশে আগমন করে এবং বাকি জীবন এখানেই বসবাস করিবার ইচ্ছা লইয়া ব্যারিস্টার বা ব্যবসায়ী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহার বর্তমান স্থায়ী নিবাস বাংলাদেশ।

(খ) ক, যাহার স্থায়ী নিবাস ইংল্যান্ডে, সে অস্ট্রিয়া যায় এবং অস্ট্রিয়ার একটি চাকরিতে যোগদান করে এবং সেই চাকরিতে বহাল থাকিবার ইচ্ছা পোষণ করে। ক অস্ট্রিয়ায় স্থায়ী নিবাস অর্জন করিয়াছে।

(গ) ক ফ্রান্সের স্থায়ী অধিবাসী বাংলাদেশ সরকারের সহিত একটি চুক্তির অধীন কয়েক বৎসরের জন্য এই দেশে বসবাস করিতে আসে। সে উক্ত সময় অতিক্রান্ত হইলে ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা পোষণ করে। সে বাংলাদেশে কোনো স্থায়ী নিবাস অর্জন করে নাই।

(ঘ) ইংল্যান্ডের স্থায়ী অধিবাসী ক একটি বিলুপ্ত অংশীদারিত্বের বিষয়াবলি অবসায়নকল্পে বাংলাদেশে বসবাস করিতে আসে, এবং উক্ত উদ্দেশ্য পূরণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা পোষণ করে। বসবাসের মেয়াদ যত দীর্ঘই হউক না কেন, এইরূপ বসবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশে তাহার কোনো স্থায়ী নিবাস অর্জিত হইবে না।

(ঙ) উপরি-বর্ণিত সর্বশেষ উদাহরণে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে ক বাংলাদেশে বসবাস করিতে গিয়া পরবর্তীতে তাহার মনোভাব বদলাইয়া ফেলে এবং বাংলাদেশে স্থায়ী আবাস গড়িয়া তোলে। ক বাংলাদেশে স্থায়ী নিবাস অর্জন করিবে।

(চ) ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরের স্থায়ী অধিবাসী ক রাজনৈতিক কারণে ঢাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হইলে সে নিরাপদে চন্দননগরে ফিরিয়া যাইতে পারিবে এইরূপ আশায় অনেক বৎসর ঢাকায় বসবাস করে। এইরূপ বসবাস করিবার কারণে বাংলাদেশে তাহার কোনো স্থায়ী নিবাস অর্জিত হইবে না।

(ছ) উপরি-বর্ণিত সর্বশেষ উদাহরণে বর্ণিত পরিস্থিতিতে ঢাকায় আসিয়া বসবাস করিবার এক পর্যায়ে চন্দননগরে নিরাপদে ফিরিয়া যাইবার মত রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হইবার পরেও ক অব্যাহতভাবে ঢাকায় বসবাস করিতে থাকে এবং ঢাকাতে তাহার স্থায়ী আবাস হইবে এইরূপ ইচ্ছা পোষণ করে। ক বাংলাদেশে স্থায়ী নিবাস অর্জন করিয়াছে।

১১। বাংলাদেশে স্থায়ী নিবাস গ্রহণের বিশেষ পদ্ধতি।- যে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের স্থায়ী অধিবাসী হইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া স্বহস্তে লিখিত ঘোষণাপত্র, সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কোনো অফিসে দাখিল করিয়া বাংলাদেশে স্থায়ী নিবাস গ্রহণ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ঘোষণাদানের অব্যবহিত এক বৎসর পূর্ব হইতে তাহাকে বাংলাদেশে বসবাস করিতে হইবে।

১২। বিদেশি সরকারের প্রতিনিধি বা তাহার পরিবারের অংশ হিসাবে বসবাসের মাধ্যমে স্থায়ী নিবাস অর্জিত হয় না।- কোনো রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক উহার রাষ্ট্রদূত, কনসাল বা অন্য কোনো প্রতিনিধি হিসাবে অন্য কোনো রাষ্ট্রে নিয়োগকৃত কোনো ব্যক্তি শুধু তাহার নিয়োগের সুবাদে পরবর্তী রাষ্ট্রে বসবাস করিবার কারণে সেইখানে স্থায়ী নিবাস অর্জন করিবেন না কিংবা এইরূপে শুধু প্রথমে-উল্লিখিত ব্যক্তির পরিবারের অংশ বা ভৃত্য হিসাবে তাহার সহিত বসবাসের কারণে অন্য কোনো ব্যক্তি এইরূপ কোনো স্থায়ী নিবাস অর্জন করিবেন না।

১৩। নতুন স্থায়ী নিবাসের ধারাবাহিকতা।- পূর্বের স্থায়ী নিবাস পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা অন্য একটি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত নতুন স্থায়ী নিবাস অব্যাহত থাকিবে।

১৪। নাবালকের স্থায়ী নিবাস।- নাবালকের স্থায়ী নিবাস পিতা-মাতার স্থায়ী নিবাস অনুসারে হইবে, যাহার নিকট হইতে সে আদি স্থায়ী নিবাস পাইয়াছে।

ব্যতিক্রম।- নাবালক বিবাহিত হইলে, কিংবা [১][প্রজাতন্ত্র] এর কোনো পদে আসীন থাকিলে বা চাকরিতে নিয়োজিত থাকিলে কিংবা পিতা-মাতার সম্মতিতে পৃথক কোনো ব্যবসা শুরু করিলে পিতা-মাতার স্থায়ী নিবাসের পরিবর্তনের সহিত তাহার স্থায়ী নিবাস পরবর্তিত হইবে না।

১৫। বিবাহের মাধ্যমে নারীর স্থায়ী নিবাস অর্জন।- বিবাহের মাধ্যমে একজন মহিলা তাহার স্বামীর স্থায়ী নিবাস অর্জন করিবেন, যদি পূর্ব হইতেই তাহার উক্ত একই স্থায়ী নিবাস না হইয়া থাকে।

১৬। বিবাহকালীন সময়ে স্ত্রীর স্থায়ী নিবাস।- বিবাহকালীন সময়ে স্ত্রীর স্থায়ী নিবাস তাহার স্বামীর স্থায়ী নিবাস অনুসারে হইবে।

ব্যতিক্রম।- যদি কোনো উপযুক্ত আদালতের আদেশে তাহারা পৃথক হইয়া যান অথবা স্বামী দীপান্তর দন্ড ভোগ করেন, তাহা হইলে স্ত্রীর স্থায়ী নিবাস স্বামীর স্থায়ী নিবাস অনুসারে হইবে না।

১৭। নাবালকের নতুন স্থায়ী নিবাস অর্জন।- এই ভাগে অতঃপর ভিন্নরূপ কিছু থাকিলে উহা সাপেক্ষে, একজন ব্যক্তি তাহার নাবালকত্ব চলাকালে নতুন কোনো স্থায়ী নিবাস অর্জন করিতে পারিবেন না।

১৮। পাগলের নতুন স্থায়ী নিবাস অর্জন।- একজন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির বাসস্থানে তাহার স্থায়ী নিবাস ব্যতীত অন্য কোনোভাবে নতুন কোনো স্থায়ী নিবাস অর্জন করিতে পারিবেন না।

১৯। অন্য কোথাও স্থায়ী নিবাসের প্রমাণ না থাকিলে বাংলাদেশে অবস্থিত অস্থাবর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার।- যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশে অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া মারা যান, অন্য কোথাও কোনো স্থায়ী নিবাসের প্রমাণ না থাকিলে উক্ত সম্পত্তির উত্তরদান বাংলাদেশের আইন দ্বারা পরিচালিত হইবে।

---

[১] "রাষ্ট্র" শব্দের পরিবর্তে "প্রজাতন্ত্র" শব্দ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

তৃতীয় ভাগ

বিবাহ

২০। বিবাহের মাধ্যমে স্বার্থ ও ক্ষমতা অর্জিত হয় না কিংবা নষ্ট হয় না।- (১) কোনো ব্যক্তি, তিনি যাহাকে বিবাহ করিয়াছেন, উক্তরূপ বিবাহের মাধ্যমে তাহার সম্পত্তিতে কোনো স্বার্থ অর্জন করিবেন না, কিংবা তিনি অবিবাহিত হইলে করিতে পারিতেন এইরূপ কোনো কার্য তাহার নিজস্ব সম্পত্তি সম্পর্কে করিতে অক্ষম হইবেন না।

(২) এই ধারা-

(ক) ১ জানুয়ারী, ১৮৬৬ তারিখের পূর্বে সম্পাদিত কোনো বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না;

(খ) বিবাহের সময়ে কোনো এক পক্ষ বা উভয়পক্ষ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ অথবা জৈন ধর্মের অনুসারি হইলে প্রযোজ্য হইবে না, এবং কখনো প্রযোজ্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

২১। বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে নিবাসিত এবং স্থায়ীভাবে নিবাসিত নয় এমন ব্যক্তিবর্গের বিবাহের ফলাফল।- বাংলাদেশে স্থায়ী নিবাস নয় এমন কোনো ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের কোনো স্থায়ী অধিবাসীকে বাংলাদেশে বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোনো পক্ষই বিবাহের মাধ্যমে বিবাহ-পূর্ব বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে অন্য পক্ষের সম্পত্তিতে এইরূপ কোনো অধিকার অর্জন করিবেন না, যাহা তিনি বিবাহের সময় উভয়পক্ষ স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে নিবাসিত হইলে অর্জন করিতেন না।

২২। বিবাহ প্রত্যাশী নাবালকের সম্পত্তি বন্দোবস্ত।- বিবাহ প্রত্যাশী নাবালকের সম্পত্তি বন্দোবস্ত করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত বন্দোবস্ত নাবালক কর্তৃক নাবালকের পিতার অনুমোদনক্রমে কিংবা পিতা মারা গেলে বা বাংলাদেশে অনুপস্থিত থাকিলে হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হইতে হইবে।

(২) ১ জানুয়ারি ১৮৬৬ তারিখের পূর্বে সম্পাদিত কোনো উইল অথবা ঘটমান কোনো উইলবিহীন অবস্থার ক্ষেত্রে কিংবা কোনো হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈনের সম্পত্তিতে কোনো অকৃত উইল বা উইল সংক্রান্ত উত্তরদানের ক্ষেত্রে এই ধারা অথবা ধারা ২১ এর কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

চতুর্থ ভাগ

সগোত্রতা সম্পর্কিত

২৩। এই ভাগের প্রয়োগ।- ১ জানুয়ারি ১৮৬৬ তারিখের পূর্বে সম্পাদিত কোনো উইল অথবা ঘটমান কোনো উইলবিহীন অবস্থার ক্ষেত্রে কিংবা কোনো হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ জৈন বা পার্সির সম্পত্তিতে কোনো অকৃত উইল বা উইল সংক্রান্ত উত্তরদানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

২৪। জ্ঞাতি বা সগোত্রতা।- একই বংশ বা একই পূর্বপুরুষ হইতে জাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সংযোগ বা সম্পর্ককে জ্ঞাতি বা সগোত্রতা বলা হয়।

২৫। বংশীয় সগোত্রতা।- (১) বংশীয় সগোত্রতা হইতেছে তাহাই যাহা দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে, যাহাদের একজন অন্যজনের প্রত্যক্ষ আরোহী, যেমন একজন ব্যক্তি এবং তাহার পিতা, পিতামহ, এবং প্রপিতামহ এবং প্রত্যক্ষ অবরোহী বংশপরম্পরা যতই উর্ধ্বমুখী হউক, কিংবা একজন ব্যক্তি এবং তাহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং প্রত্যক্ষ আরোহী বংশপরম্পরা যতই নিম্নমুখী হউক।

(২) প্রতিটি প্রজন্ম অবরোহী বংশপরম্পরা বা আরোহী বংশপরম্পরা ধাপ গঠন করিবে।

(৩) কোনো ব্যক্তির পিতা এবং একইভাবে তাহার পুত্র তাহার সহিত প্রথম ধাপে; তাহার পিতামহ এবং পৌত্র দ্বিতীয় ধাপে; তাহার প্রপিতামহ এবং প্রপৌত্র তৃতীয় ধাপে সম্পর্কিত এবং এইভাবে চলিতে থাকিবে।

২৬। সমবংশোদ্ভূত সগোত্রতা।- (১) সমবংশোদ্ভূত সগোত্রতা হইতেছে তাহাই যাহা দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে, যাহারা একই বংশ বা পূর্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত, কিন্তু যাহাদের কেউই একজন অপরজন হইতে প্রত্যক্ষ উদ্ভূত নন।

(২) মৃত ব্যক্তির সহিত কোন্ সমবংশোদ্ভূত সগোত্রতা কোন্ ধাপে অবস্থান করিবে উহা নির্ণয়কল্পে মৃত ব্যক্তি হইতে সাধারণ বংশ উর্ধ্বমুখী গণনা করা প্রয়োজন, এবং অতঃপর সগোত্রতা আত্মীয়ের প্রতি নিম্নমুখী, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অবরোহী এবং আরোহী উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৭। উত্তরদানের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মৃত ব্যক্তির সহিত একইভাবে সংশ্লিষ্ট হইবে।- উত্তরদানের জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য থাকিবে না-

(ক) মৃত ব্যক্তির সহিত পিতার মাধ্যমে এবং মাতার মাধ্যমে সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ; বা

(খ) মৃত ব্যক্তির সহিত আপন এবং সৎ হিসাবে সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ; বা

(গ) মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশাতে তাহার ঔরসে জন্মগ্রহণকারী এবং মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় মাতৃগর্ভে ছিল কিন্তু পরবর্তীতে জীবন্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণকারী।

২৮। সম্পর্কের ধাপ গণনার পদ্ধতি।- প্রথম তপশিলের টেবিলে উল্লিখিত পদ্ধতিতে সম্পর্কের ধাপ গণনা করিতে হইবে।

উদাহরণ

(ক) যে ব্যক্তির আত্মীয় গণনা করিতে হইবে এবং তাহার চাচাতভাই-জার্মান বা প্রথম চাচাতভাই হইল, টেবিলে যেভাবে প্রদর্শিত, চতুর্থ ধাপে সম্পর্কিত; পিতার অবরোহী এক ধাপ এবং সাধারণ অবরোহীর অন্যজন, দাদা; এবং তাহার নিকট হইতে চাচার সহিত সংশ্লিষ্ট আরোহীর অন্যজন সকল চার ধাপে চাচাতভাই-জার্মানের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যজন।

(খ) ভাইয়ের একজন পৌত্র এবং চাচার এক পুত্র, অর্থাৎ প্রত্যেকবার চার ধাপ অপসারিত হওয়ার কারণে একজন ভাইপো এবং একজন চাচাতভাই-জার্মানের একই ধাপে অবস্থান করিবে।

(গ) একজন চাচাতভাই-জার্মানের পৌত্র একজন চাচাত-দাদার পৌত্রের ন্যায় একই ধাপে অবস্থান করিবে, কারণ তাহারা উভয়ে জ্ঞাতির ষষ্ঠ ধাপে অবস্থান করে।

পঞ্চম ভাগ

উইলের অবর্তমানে উত্তরাধিকার

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

২৯। এই ভাগের প্রয়োগ।- (১) এই ভাগ ১ জানুয়ারি ১৮৬৬ সালের পূর্বে কৃত কোনো উইলবিহীন অবস্থা অথবা কোনো হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধান ব্যতীত, এই ভাগের বিধানাবলি বাংলাদেশের সকল উইলবিহীন অবস্থার ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য হইবে।

৩০। কোন্ কোন্ সম্পত্তির বিষয়ে মৃত ব্যক্তি উইলবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবে।- কোনো ব্যক্তি, কার্যকর যোগ্য উইলের মাধ্যমে হস্তান্তর করিয়া যান নাই এইরূপ সকল সম্পত্তি বিষয়ে, তিনি উইলবিহীন অবস্থায় মৃতুবরণ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

উদাহরণ

(ক) ক কোনো উইল রাখিয়া যান নাই। ক তাহার সকল সম্পত্তি উইলবিহীন অবস্থায় মৃতুবরণ করিয়াছে।

(খ) ক একটি উইল রাখিয়া যায় যেখানে সে খ-কে তাহার নির্বাহক নিয়োগ করিয়াছে, কিন্তু উইলে আর কোনো বিধান নাই। ক তাহার সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ে উইলবিহীন অবস্থায় মৃতুবরণ করিয়াছে।

(গ) ক তাহার সকল সম্পত্তি কোনো বেআইনী উদ্দেশ্যে উইলের মাধ্যমে দান করিয়াছে। ক তাহার সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ে উইলবিহীন অবস্থায় মৃতুবরণ করিয়াছে।

(ঘ) ক ১০০০ টাকা খ-কে এবং ১০০০ টাকা গ এর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উইল করিয়াছে এবং অন্য কোনো উইল করে নাই: এবং ২০০০ টাকা ব্যতীত অন্য আর কোনো সম্পত্তি না রাখিয়া মারা যায়। গ পুত্রহীন অবস্থায় ক এর মৃত্যুর পূর্বেই মারা যায়। ক ১০০০ টাকা বণ্টন বিষয়ে উইলবিহীন অবস্থায় মৃতুবরণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পার্সি ব্যতীত অকৃত উইলের ক্ষেত্রে বিধানাবলি

৩১। পার্সিদের ক্ষেত্রে এই অধ্যায় প্রযোজ্য নহে।- পার্সিদের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৩২। উক্তরূপ সম্পত্তি বর্তানো।- যিনি কোনো উইল করিয়া যান নাই, তাহার সম্পত্তি এই অধ্যায়ে অতঃপর বর্ণিত বিধান অনুসারে তাহার স্ত্রী বা স্বামী কিংবা মৃত ব্যক্তির সগোত্রতার উপর বর্তাইবে।

ব্যাখ্যা।- যদি কোনো বিধবাকে তাহার বিবাহের পূর্বে সম্পাদিত কোনো বৈধ চুক্তি দ্বারা তাহার স্বামীর সম্পত্তিতে তাহার বণ্টনমূলক অংশ হইতে বাদ দেয়া হয়, তাহা হইলে তিনি এতদ্দ্বারা তাহার জন্য প্রণীত বিধানের সুবিধাভোগী হইবেন না।

৩৩। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী বিধবা স্ত্রী এবং প্রত্যক্ষ আরোহী, বা শুধু বিধবা স্ত্রী ও জ্ঞাতি অথবা কোনো জ্ঞাতি ছাড়া শুধু বিধবা স্ত্রীকে রাখিয়া গিয়াছেন।- যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী একজন বিধবা স্ত্রী রাখিয়া যান-

(ক) যদি তিনি কোনো প্রত্যক্ষ আরোহীও রাখিয়া যান, তাহা হইলে অতঃপর উল্লিখিত বিধান অনুসারে, তাহার এক তৃতীয়াংশ পাইবেন তাহার বিধবা স্ত্রী এবং অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি তাহার প্রত্যক্ষ আরোহীগণ পাইবেন;

(খ) ধারা ৩৩ক এর বিধান ব্যতীত, যদি তিনি কোনো প্রত্যক্ষ আরোহী না রাখিয়া যান, কিন্তু তাহার জ্ঞাতি সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে রাখিয়া যান, তাহা হইলে অতঃপর বর্ণিত বিধান অনুযায়ী তাহার সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবেন তাহার বিধবা স্ত্রী এবং অপর অর্ধাংশ তাহার উক্ত জ্ঞাতিগণ পাইবেন।

(গ) যদি তিনি তাহার জ্ঞাতি সম্পর্কীয় কাউকেই না রাখিয়া যান, তাহার সমুদয় সম্পত্তি তাহার বিধবা স্ত্রীর হইবে।

[১][৩৩ক। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী বিধবা স্ত্রী ব্যতীত প্রত্যক্ষ কোনো আরোহী রাখিয়া যান নাই সেইক্ষেত্রে বিশেষ বিধান।- (১) যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী শুধু একজন বিধবা স্ত্রী রাখিয়া যান, কিন্তু অন্য কোনো প্রত্যক্ষ আরোহী

[১] ধারা ৩৩ক ভারতীয় উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন, ১৯২৬ (১৯২৬ সনের ৪০ নং আইন) এর ধারা ৩ বলে সন্নিবেশিত।

রাখিয়া যান নাই এবং তাহার সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য পাঁচ হাজার টাকার অধিক না হয়, সেইক্ষেত্রে তাহার সমুদয় সম্পত্তি তাহার বিধবা স্ত্রী প্রাপ্য হইবেন।

(২) যেক্ষেত্রে সমুদয় সম্পত্তির মূল্য পাঁচ হাজার টাকার অধিক হয়, সেইক্ষেত্রে বিধবা স্ত্রী উহা হইতে পাঁচ হাজার টাকা পাইবেন এবং অকৃত-উইলকারীর মৃত্যুর তারিখ হইতে বাৎসরিক ৪ শতাংশ হারে সুদ সহ উক্ত পাঁচ হাজার টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সমুদয় সম্পত্তির উপর তাহার কর্তৃত্ব থাকিবে।

(৩) এই ধারায় বিধবার জন্য প্রণীত বিধান হইবে অতিরিক্ত এবং সুদসহ পূর্বোক্ত পাঁচ হাজার টাকা পরিশোধের পরে উক্ত অকৃত-উইলকারীর বিদ্যমান সম্পত্তির অবশিষ্টাংশে তাহার স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করিয়া, এবং উক্তরূপ অবশিষ্টাংশ ধারা ৩৩ এর বিধান অনুযায়ী এমনভাবে বণ্টন করিতে হইবে যেন উহাই উক্ত অকৃত-উইলকারীর সম্পত্তির সমুদয় অংশ।

(৪) সম্পত্তির মোট মূল্য হইতে অকৃত-উইলকারীর সকল দেনা এবং তাহার অন্ত্যষ্টিক্রিয়ায় ব্যয়িত সকল অর্থ, এবং সম্পত্তির বিপরীতে অন্যান্য সকল বৈধ দায় এবং চার্জ বাদ দিয়া সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৫) এই ধারা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না-

(ক) সম্পত্তির ক্ষেত্রে-

(অ) বাংলাদেশী কোনো খ্রীষ্টান,

(আ) মৃত্যুকালে বাংলাদেশী খ্রীষ্টান আছেন কিংবা ছিলেন এইরূপ কোনো পুরুষ ব্যক্তির কোনো সন্তান বা নাতি-নাতনী; বা

(ই) হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মের অনুসারী কোনো ব্যক্তি যাহার উত্তরাধিকার, বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২ এর ধারা ২৪ মোতাবেক, এই আইনের বিধানাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(খ) যদিনা মৃত ব্যক্তি তাহার সমুদয় সম্পত্তির বিষয়ে উইলবিহীন অবস্থায় মারা যান।]

৩৪। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী কোনো বিধবা স্ত্রী রাখিয়া যান নাই এবং যেক্ষেত্রে তাহার কোনো জ্ঞাতি নাই।- যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী কোনো বিধবা স্ত্রী রাখিয়া যান নাই, সেইক্ষেত্রে অতঃপর বর্ণিত বিধান অনুসারে, তাহার সম্পত্তি তাহার প্রত্যক্ষ আরোহী অথবা প্রত্যক্ষ আরোহী নয় তাহার এমন জ্ঞাতি সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ; এবং যদি তিনি তাহার জ্ঞাতি সম্পর্কীয় কাউকেই না রাখিয়া যান, তাহা হইলে উহা সরকার পাইবে।

৩৫। বিপত্নীকের অধিকার।- যদি স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী জীবিত থাকেন, সেইক্ষেত্রে স্বামী উইলবিহীন অবস্থায় মারা গেলে তাহার সম্পত্তিতে একজন বিধবা স্ত্রীর যেমন অধিকার থাকে, স্ত্রী উইলহীন অবস্থায় মারা গেলে তাহার সম্পত্তিতেও স্বামীর একইরূপ অধিকার থাকিবে।

প্রত্যক্ষ আরোহী থাকিলে বণ্টন

৩৬। বণ্টন বিধি।— অকৃত উইলকারীর সম্পত্তি (বিধবা স্ত্রী রাখিয়া গেলে বিধবার অংশ বাদ দেওয়ার পর) ধারা ৩৭ হইতে ৪০ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যক্ষ আরোহীদের মধ্যে বণ্টিত হইবে।

৩৭। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী শুধু একজন সন্তান বা একাধিক সন্তান রাখিয়া যান।- যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী তাহার এক বা একাধিক সন্তান রাখিয়া যান, কিন্তু মৃত ব্যক্তি কোনো সন্তানের মাধ্যমে কোনো দূরবর্তী আরোহী রাখিয়া যান নাই, সেইক্ষেত্রে তাহার সম্পত্তি কেবল একটি সন্তান থাকিলে, উক্ত জীবিত সন্তান পাইবেন, অথবা তাহার সকল জীবিত সন্তানের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হইবে।

৩৮। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী কোনো সন্তান রাখিয়া যান নাই, কিন্তু এক বা একাধিক নাতি-নাতনী রাখিয়া যান।- যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী জীবিত কোনো সন্তান রাখিয়া যান নাই, কিন্তু এক বা একাধিক নাতি-নাতনী রাখিয়া যান এবং মৃত ব্যক্তি নাতি-নাতনীর মাধ্যমে দূরবর্তী কোনো আরোহীও রাখিয়া যান নাই, সেইক্ষেত্রে সমুদয় সম্পত্তি

তাহার একমাত্র জীবিত নাতি-নাতনী পাইবেন, অথবা একাধিক নাতি-নাতনী থাকিলে তাহাদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক এর জন, মেরি এবং হেনরি নামে তিন সন্তান ছাড়া অন্য কেহ নাই। তাহারা সকলেই পিতার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, জন দুইজন, মেরি তিনজন এবং হেনরি চারজন সন্তান রাখিয়া যায়। পরবর্তীতে ক কোনো মৃত নাতি-নাতনীর কোনো আরোহী না রাখিয়া কেবল উক্ত নয়জন নাতি-নাতনী রাখিয়া উইলবিহীন অবস্থায় মারা যান। তাহার প্রত্যেক নাতি-নাতনী এক-নবমাংশ করিয়া পাইবেন।

(খ) কিন্তু হেনরি যদি কোনো সন্তান না রাখিয়া মারা যাইতেন, তাহা হইলে সমুদয় সম্পত্তি অকৃত-উইলকারীর পাঁচ নাতি-নাতনী, জন ও মেরির সন্তানদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হইত।

৩৯। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী শুধুমাত্র প্রপৌত্র-পৌত্রী বা দূরবর্তী আরোহী রাখিয়া যান।- একইভাবে সম্পত্তি অকৃত-উইলকারীর নিকটতম সম্পর্কের জীবিত আরোহীগণ পাইবেন, যেক্ষেত্রে তাহারা সকলেই সম্পর্কে তাহার প্রপৌত্র-প্রপৌত্রী অথবা আরো দূরবর্তী ধাপের হয়।

৪০। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী প্রত্যক্ষ আরোহী রাখিয়া যান যাহারা সকলে তাহার সহিত জ্ঞাতিত্বের একই ধাপে অবস্থান করেন না, এবং যাহাদের মাধ্যমে অধিকতর দূরবর্তী আরোহীগণ মৃত।- (১) যদি অকৃত-উইলকারী প্রত্যক্ষ আরোহী রাখিয়া যান যাহারা সকলে তাহার সহিত জ্ঞাতিত্বের একই ধাপে অবস্থান করেন না এবং যাহাদের মাধ্যমে তাহার নিকট হইতে অধিকতর দূরবর্তী আরোহীগণ মৃত, সেইক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারীর সম্পত্তি প্রত্যক্ষ আরোহীগণের সংখ্যার অনুপাতে সমভাগে ভাগ হইবে, যাহারা তাহার মৃত্যুতে তাহার নিকটতম জ্ঞাতিত্বের ধাপে অবস্থান করিতেন অথবা তাহার উত্তরজীবী হিসাবে তাহার অনুরূপ ধাপের আরোহীগণ প্রত্যক্ষ আরোহী রাখিয়া তাহার পূর্বেই মারা গিয়াছেন।

(২) অকৃত-উইলকারীর মৃত্যুতে তাহার জ্ঞাতিত্বের নিকটতম ধাপে অবস্থানকারী প্রত্যক্ষ আরোহীগণের প্রত্যেকের মধ্যে ঐরূপ একটি ভাগ বণ্টিত হইবে; এবং প্রত্যেক মৃত আরোহীর জন্য উক্তরূপ একটি অংশ বণ্টিত হইবে; এবং উক্ত মৃত আরোহীগণের প্রত্যেকের জন্য বণ্টিত ভাগ তাহার উত্তরজীবী সন্তান বা সন্তানগণ বা অধিকতর দূরবর্তী আরোহীগণের প্রাপ্য হইবে; উক্ত সকল উত্তরজীবী সন্তান বা সন্তানগণ অথবা অধিকতর দূরবর্তী আরোহীগণ তাহাদের পিতা-মাতা বা পিতামাতাগণ অকৃত-উইলকারীর উত্তরজীবী হিসাবে যে অংশ পাইতেন, তাহা গ্রহণ করিবেন।

উদাহরণ

(ক) ক এর জন, মেরি এবং হেনরি নামে তিন সন্তান ছিল। জন চার সন্তান, এবং মেরি এক সন্তান রাখিয়া মারা যায়, এবং শুধু হেনরি পিতার মৃত্যুর সময় জীবিত ছিল। উইলবিহীন অবস্থায় ক এর মৃত্যুতে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হেনরি, এক-তৃতীয়াংশ জনের ৪ সন্তান এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ মেরির এক সন্তান পাইবে।

(খ) ক এর কোনো সন্তান নাই, কিন্তু আটজন নাতি-নাতনী এবং মৃত এক নাতি-নাতনীর দুই সন্তান রাখিয়া মারা যায়। সম্পত্তি নয় ভাগে ভাগ করা হয়, প্রত্যেক নাতি-নাতনীকে একটি করিয়া অংশ এবং অবশিষ্ট এক নবমাংশ দুই প্রপৌত্র-প্রপৌত্রীর মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হইবে।

(গ) ক এর তিন সন্তান আছে, জন, মেরি এবং হেনরি; জন চার সন্তান রাখিয়া মারা যায় এবং জনের এক সন্তান তাহার দুই সন্তান রাখিয়া মারা যায়। মেরি এক সন্তান রাখিয়া মারা যায়। ক পরবর্তীতে উইলবিহীন অবস্থায় মারা যায়। তাহার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হেনরি, এক-তৃতীয়াংশ মেরির সন্তান এবং এক-তৃতীয়াংশ চার ভাগে ভাগ করা হয়, যাহার একটি করিয়া অংশ জনের তিন উত্তরজীবী সন্তানের প্রত্যেকের মধ্যে ভাগ করা হয় এবং অবশিষ্টাংশ জনের দুই নাতি-নাতনীর মধ্যে সমান অংশে ভাগ করা হয়।

(ঘ) ক এর জন এবং মেরি নামে দুইটি সন্তান আছে। জন তাহার গর্ভবতী স্ত্রীকে রাখিয়া তাহার পিতার পূর্বেই মারা যায়। অবঃপর ক মেরিকে রাখিয়া মারা যায় এবং যথাসময়ে জনের সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। ক এর সম্পত্তি মেরি এবং জন এর মরণোত্তর সন্তানের মধ্যে সমভাগে ভাগ হইবে।

প্রত্যক্ষ আরোহী না থাকিলে বণ্টন

৪১। অকৃত-উইলকারী প্রত্যক্ষ আরোহী না রাখিয়া যান সেইক্ষেত্রে বণ্টনের বিধান।- যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী কোনো প্রত্যক্ষ আরোহী রাখিয়া না যান, সেইক্ষেত্রে তাহার সম্পত্তি (বিধবা স্ত্রী রাখিয়া গেলে তাহার অংশ বাদ দেয়ার পর) বণ্টনের বিধান ধারা ৪২ হইতে ৪৮ অনুযায়ী হইবে।

৪২। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারীর পিতা জীবিত থাকেন।- যদি অকৃত-উইলকারীর পিতা জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইবেন।

৪৩। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারীর পিতা মৃত, কিন্তু তাহার মাতা, ভাই এবং বোনেরা জীবিত থাকেন।- অকৃত-উইলকারীর পিতা যদি মৃত হন, কিন্তু তাহার মাতা জীবিত এবং ভাইয়েরা বা বোনেরাও জীবিত এবং কোনো মৃত ভাই বা বোনের কোনো সন্তান জীবিত নাই, সেইক্ষেত্রে মাতা এবং জীবিত প্রত্যেক ভাই বা বোন সম্পত্তিতে সমান অংশে উত্তরাধিকারী হইবেন।

উদাহরণ

ক তাহার মাতা, সহোদর দুই ভাই জন ও হেনরি এবং এক বোন মেরি, যে তাহার মায়ের কন্যা কিন্তু পিতার নয়, রাখিয়া উইলবিহীন অবস্থায় মারা যান। মাতা এক-চতুর্থাংশ, ভাই এবং বোন প্রত্যেকে এক-চতুর্থাংশ এবং সৎ বোন মেরি এক-চতুর্থাংশ পাইবেন।

৪৪। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারীর পিতা মারা গিয়াছেন এবং তাহার মাতা, কোনো ভাই বা বোন এবং কোনো মৃত ভাইয়ের বা বোনের সন্তান জীবিত থাকেন।- যদি অকৃত-উইলকারীর পিতা মারা যান, কিন্তু তাহার মাতা জীবিত আছেন, এবং কোনো ভাই বা বোন এবং কোনো ভাইয়ের বা বোনের সন্তান বা সন্তানগণ, যিনি উক্ত অকৃত-উইলকারীর জীবদ্দশায় মারা গিয়াছেন, তাহারা জীবিত আছেন, তাহা হইলে মাতা এবং প্রত্যেক জীবিত ভাই বা বোন, এবং প্রত্যেক মৃত ভাই বা বোনের জীবিত সন্তান বা সন্তানগণ এমনভাবে সম্পত্তিতে সমান অংশ পাইবেন যেন উক্ত অকৃত-উইলকারীর মৃত্যুর সময় এইরূপ সন্তানগণের (একাধিক হইলে) নিজ নিজ পিতা-মাতা জীবিত থাকিলে যে অংশ পাইতেন তাহারা কেবল সেই অংশ সমানভাবে গ্রহণ করিতেছেন।

উদাহরণ

ক উইল না করিয়া তাহার মাতা, তাহার ভ্রাতাগণ জন ও হেনরি, এবং মৃত বোন মেরির এক সন্তান এবং মৃত সৎ ভাই জর্জের দুই সন্তান রাখিয়া মারা যায়, যে তাহার পিতার পুত্র কিন্তু মাতার নহে। মাতা এক পঞ্চমাংশ, জন ও হেনরি প্রত্যেকে এক পঞ্চমাংশ, মেরির সন্তান এক পঞ্চমাংশ, এবং জর্জের দুই সন্তান অবশিষ্ট এক পঞ্চমাংশ তাহাদের মধ্যে সমভাবে পাইবেন।

৪৫। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারীর পিতা মৃত এবং তাহার মাতা এবং কোনো মৃত ভাই বা বোনের সন্তানগণ জীবিত আছেন।- অকৃত-উইলকারীর পিতা যদি মৃত হন, কিন্তু মাতা জীবিত থাকেন এবং ভাই ও বোন সকলে মৃত হন, কিন্তু তাহাদের সকলের বা একজনের সন্তান অকৃত-উইলকারীর উত্তরজীবী হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাতা এবং প্রত্যেক মৃত ভাই বা বোনের সন্তান বা সন্তানগণ সম্পত্তিতে এমনভাবে সমান অংশ পাইবেন যেন উক্ত অকৃত- উইলকারীর মৃত্যুর সময়ে এইরূপ সন্তানগণের (একাধিক হইলে) নিজ নিজ পিতা-মাতা জীবিত থাকিলে যে অংশ পাইতেন তাহারা কেবল সেই অংশ সমানভাবে গ্রহণ করিতেছেন।

উদাহরণ

একজন অকৃত-উইলকারী ক তাহার মাতা, ও মৃত বোন মেরির এক সন্তান এবং মৃত ভাই জর্জের দুই সন্তান ছাড়া আর কোনো ভাই কিংবা বোন রাখিয়া যান নাই। মাতা এক-তৃতীয়াংশ, মেরির সন্তান এক তৃতীয়াংশ এবং জর্জের সন্তানগণ অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ নিজেদের মধ্যে সমভাবে পাইবেন।

৪৬। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারীর পিতা মৃত কিন্তু মাতা জীবিত এবং কোনো বোন, ভাই, ভাইপো বা ভাইঝি নাই।- অকৃত-উইলকারীর পিতা যদি মৃত হন, কিন্তু মাতা জীবিত থাকেন এবং কোনো ভাই কিংবা বোন কিংবা অকৃত-উইলকারীর কোনো ভাই বা বোনের কোনো সন্তান না থাকে, সেইক্ষেত্রে মাতা সমুদয় সম্পত্তি পাইবেন।

৪৭। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী আরোহী কিংবা পিতা বা মাতা কাউকেই রাখিয়া যান নাই।- যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী কোনো প্রত্যক্ষ আরোহী কিংবা পিতা কিংবা মাতা রাখিয়া যান নাই, সেইক্ষেত্রে সম্পত্তি তাহার ভাই এবং বোন এবং তাহার পূর্বে মৃত উক্ত ভাই বা বোনের সন্তান বা সন্তানদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হইবে, যেন অকৃত-উইলকারীর মৃত্যুর সময় উক্তরূপ সন্তানদের (একাধিক হইলে) নিজ নিজ পিতা-মাতা জীবিত থাকিলে যে অংশ পাইতেন তাহারা কেবল সেই অংশ সমান ভাবে গ্রহণ করিতেছেন।

৪৮। যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী কোনো প্রত্যক্ষ আরোহী কিংবা পিতা-মাতা ভাই কিংবা বোন রাখিয়া যান নাই।- যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী পিতা-মাতা, কিংবা কোনো ভাই বা বোন রাখিয়া যান নাই, সেইক্ষেত্রে তাহার সম্পত্তি তাহার জ্ঞাতিত্বের নিকটতম ধাপে অবস্থান গ্রহণকারী সগোত্রতাদের মধ্যে সমভাগে ভাগ হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক একজন অকৃত-উইলকারী। তিনি একজন পিতামহ এবং একজন পিতামহী রাখিয়া যান এবং তাহার জ্ঞাতিত্বের একই ধাপে কিংবা কাছাকাছি ধাপে অবস্থানকারী কোনো সগোত্রতা নাই। তাহারা দ্বিতীয় ধাপে অবস্থান করায় সম্পত্তিতে সমান অংশ পাইবেন। অকৃত-উইলকারীর চাচা এবং ফুফু কেবল তৃতীয় ধাপে অবস্থান করার কারণে বাদ পড়িবেন।

(খ) ক একজন অকৃত-উইলকারী। তিনি একজন প্রপিতামহ বা একজন প্রপিতামহী এবং চাচা ও চাচীদের রাখিয়া যান এবং তাহার জ্ঞাতিত্বের একই ধাপে কিংবা কাছাকাছি ধাপে অবস্থানকারী কোনো সগোত্রতা নাই। তাহারা সকলেই তৃতীয় ধাপে অবস্থান করায় সমান অংশ পাইবেন।

(গ) ক একজন অকৃত-উইলকারী। তিনি একজন প্রপিতামহ, একজন চাচা এবং একজন ভাইপো রাখিয়া যান কিন্তু তাহার জ্ঞাতিত্বের কাছাকাছি ধাপে অবস্থানকারী কোনো সগোত্রতা নাই। তাহারা সকলেই তৃতীয় ধাপে অবস্থান করায় সমান অংশ পাইবেন।

(ঘ) অকৃত-উইলকারীর এক ভাই বা বোনের দশ সন্তান এবং তাহার অন্য ভাই বা বোনের এক সন্তান লইয়া তাহার জ্ঞাতিত্বের নিকটতম ধাপের সগোত্রতা-গোষ্ঠী তৈরি হয়। তাহারা প্রত্যেকে সম্পত্তির এক-একাদশমাংশ পাইবেন।

৪৯। সন্তানের কল্যাণ ব্যয় বণ্টনে বিবেচিত হইবে না।- যেক্ষেত্রে উইলবিহীন অবস্থায় মারা যাওয়া ব্যক্তির সম্পত্তির কোনো বণ্টনমূলক অংশ ঐ ব্যক্তির কোনো সন্তান বা সন্তানের কোনো আরোহী দাবি করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত সন্তানের কোনো আরোহীর কল্যাণে অকৃত-উইলকারীর জীবদ্দশায় পরিশোধিত, প্রদত্ত বা বন্দোবস্তকৃত কোনো অর্থ বা সম্পত্তি উক্তরূপ বণ্টনমূলক ভাগ বা প্রাক্কলন বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

পার্সি সম্প্রদায়ের অকৃত-উইলকারীর জন্য বিশেষ বিধানাবলি

৫০। উইলবিহীন উত্তরদান সম্পর্কিত সাধারণ নীতি।- পার্সি সম্প্রদায়ের মধ্যে উইলবিহীন উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে-

(ক) মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণকারী এবং তাহার মৃত্যুর সময় গর্ভে আসা কিন্তু পরবর্তীতে জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাইবে না;

(খ) অকৃত-উইলকারীর প্রত্যক্ষ কোনো আরোহী যিনি কোনো বিধবা স্ত্রী বা বিপত্নীক না রাখিয়া অকৃত-উইলকারীর জীবদ্দশায় মারা যান কিংবা কোনো প্রত্যক্ষ আরোহী কিংবা কোনো প্রত্যক্ষ আরোহীর বিধবা স্ত্রী অকৃত-উইলকারীর উইলবিহীন সম্পত্তির বিভাজন পদ্ধতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিবেচিত হইবেন না; এবং

(গ) যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারীর জীবদ্দশায় তাহার কোনো আত্মীয়ের বিধবা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন, তিনি অকৃত-উইলকারীর উইলবিহীন সম্পত্তিতে কোনো অংশ পাইবার অধিকারী হইবেন না এবং অকৃত-উইলকারীর মৃত্যুকালে তাহার অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

৫১। পুরুষ অকৃত-উইলকারীর সম্পত্তি তাহার বিধবা স্ত্রী, সন্তান এবং পিতা-মাতার মধ্যে বণ্টন।- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, একজন পুরুষ পার্সির উইলবিহীন অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তি-

(ক) যেক্ষেত্রে তিনি একজন বিধবা স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা রাখিয়া মারা যান, সেইক্ষেত্রে বিধবা স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের মধ্যে এমনভাবে বিভাজিত হইবে যেন প্রত্যেক পুত্র এবং বিধবার অংশ প্রত্যেক কন্যার অংশের দ্বিগুণ হয়; অথবা

(খ) যেক্ষেত্রে তিনি পুত্র-কন্যা রাখিয়া মারা যান কিন্তু কোনো বিধবা স্ত্রী থাকে না, সেইক্ষেত্রে পুত্র-কন্যাদের মধ্যে এমনভাবে বিভাজিত হইবে যেন প্রত্যেক পুত্রের অংশ প্রত্যেক কন্যার অংশের দ্বিগুণ হয়।

(২) যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারী সন্তান, অথবা বিধবা স্ত্রী এবং সন্তানসহ পিতা ও মাতা উভয় অথবা যে কোনো একজনকে রাখিয়া মারা যান, সেইক্ষেত্রে উইলবিহীন অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তি এমনভাবে বিভাজিত হইবে যেন পিতা এক পুত্রের অর্ধেকের সমান অংশ এবং মাতা এক কন্যার অর্ধেকের সমান অংশ পান।

৫২। মহিলা অকৃত-উইলকারীর সম্পত্তি বিপত্নীক স্বামী এবং সন্তানের মধ্যে বণ্টন।- একজন মহিলা পার্সির উইলবিহীন অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তি-

(ক) যেক্ষেত্রে তিনি বিপত্নীক স্বামী এবং সন্তান রাখিয়া মারা যান, সেইক্ষেত্রে বিপত্নীক স্বামী এবং সন্তানদের মধ্যে এমনভাবে বিভাজিত হইবে যেন বিপত্নীক স্বামী এবং প্রত্যেক সন্তান সমান অংশ পায়; বা

(খ) যেক্ষেত্রে তিনি স্বামী ব্যতীত সন্তান রাখিয়া মারা যান, সেইক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে সমান অংশে বিভাজিত হইবে।

৫৩। প্রত্যক্ষ আরোহী রাখিয়া যাওয়া অকৃত-উইলকারীর পূর্বমৃত সন্তানের অংশের ভাগ।- যে সকল ক্ষেত্রে একজন পার্সি ব্যক্তি প্রত্যক্ষ আরোহী রাখিয়া মারা যান এবং তাহার জীবদ্দশায় তাহার কোনো সন্তান মারা যায়, সেইক্ষেত্রে উইলবিহীন অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া তাহার সম্পত্তির অংশ যাহা তাহার ঐ পুত্র তাহার মৃত্যুর সময় জীবিত থাকিলে পাইত, তাহা নিম্নবর্ণিতভাবে বণ্টিত হইবে, যথা:-

(ক) যদি উক্ত মৃত সন্তান পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহার বিধবা স্ত্রী এবং সন্তান এই অধ্যায়ের বিধানাবলি মোতাবেক এমনভাবে অংশ পাইবেন যেন অকৃত-উইলকারীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি মারা গিয়াছেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে উক্ত মৃত সন্তান একজন বিধবা স্ত্রী কিংবা প্রত্যক্ষ আরোহীর বিধবা স্ত্রী রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু কোনো প্রত্যক্ষ আরোহী রাখিয়া যায় নাই, সেইক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারীর উইলবিহীন অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তিতে উক্তরূপ বণ্টনের পর তাহার ভাগের

অবশিষ্টাংশ এই অধ্যায়ের বিধানাবলি অনুযায়ী ভাগ হইবে, এবং উক্তরূপ অবশিষ্টাংশ বণ্টনের ক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারীর উক্ত মৃত সন্তান বিবেচিত হইবে না।

(খ) যদি উক্ত মৃত সন্তান কন্যা হয়, তাহা হইলে তাহার অংশ তাহার সন্তানদের মধ্যে সমভাবে ভাগ হইবে।

(গ) উক্ত পূর্বমৃত সন্তানের কোনো সন্তানও যদি অকৃত-উইলকারীর জীবদ্দশায় মারা যায়, তাহা হইলে অকৃত-উইলকারীর মৃত্যুর সময় জীবিত থাকিলে তাহার প্রাপ্য অংশ দফা (ক) বা, ক্ষেত্রমত, দফা (খ) অনুযায়ী একইভাবে বণ্টিত হইবে।

(ঘ) যেক্ষেত্রে অকৃত-উইলকারীর জীবদ্দশায় তাহার কোনো দূরবর্তী প্রত্যক্ষ আরোহী মারা যান, সেইক্ষেত্রে তিনি এবং অকৃত-উইলকারীর মধ্যে অকৃত-উইলকারীর সকল প্রত্যক্ষ আরোহীর পূর্ব-মৃত্যুজনিত কারণে দফা (গ) এর বিধানাবলি প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে অকৃত-উইলকারীর মৃত্যুর সময় জীবিত থাকিলে তিনি যে অংশ পাইতেন, সেই অংশের বিভাজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৫৪। অকৃত-উইলকারী প্রত্যক্ষ কোনো আরোহী রাখিয়া না গেলেও বিধবা স্ত্রী, বিপত্নীক স্বামী বা কোনো প্রত্যক্ষ আরোহীর বিধবা স্ত্রী রাখিয়া গেলে সম্পত্তি বণ্টন।- যেক্ষেত্রে একজন পার্সি কোনো প্রত্যক্ষ আরোহী না রাখিয়া মারা যান কিন্তু একজন বিধবা স্ত্রী, বিপত্নীক স্বামী অথবা প্রত্যক্ষ আরোহীর একজন বিধবা স্ত্রী রাখিয়া মারা যান, সেইক্ষেত্রে তাহার উইলবিহীন অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তি নিম্নবর্ণিতভাবে বণ্টিত হইবে, যথা:-

(ক) যদি অকৃত-উইলকারী একজন বিধবা বা বিপত্নীক রাখিয়া যান, কিন্তু প্রত্যক্ষ আরোহীর কোনো বিধবা রাখিয়া যান নাই, তাহা হইলে বিধবা বা বিপত্নীক উক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাইবেন।

(খ) যদি অকৃত-উইলকারী একজন বিধবা অথবা বিপত্নীক এবং কোনো একজন প্রত্যক্ষ আরোহীর একজন বিধবা স্ত্রীও রাখিয়া যান, তাহা হইলে বিধবা স্ত্রী বা বিপত্নীক স্বামী উক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ এবং প্রত্যক্ষ আরোহীর বিধবা স্ত্রী অন্য এক-তৃতীয়াংশ পাইবেন, কিংবা যদি উক্তরূপ একাধিক বিধবা স্ত্রী থাকেন, তাহা হইলে সর্বশেষ উল্লেখিত এক-তৃতীয়াংশ তাহাদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হইবে।

(গ) যদি অকৃত-উইলকারী কোনো বিধবা কিংবা বিপত্নীক না রাখিয়া যান কিন্তু প্রত্যক্ষ আরোহীর একজন বিধবা স্ত্রী রাখিয়া যান, তিনি উক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাইবেন কিংবা যদি অকৃত-উইলকারী কোনো বিধবা স্ত্রী বা বিপত্নীক স্বামী না রাখিয়া যান কিন্তু প্রত্যক্ষ আরোহীর একাধিক স্ত্রী রাখিয়া যান, সেইক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ উক্তরূপ বিধবাদের মধ্যে সমান অংশে ভাগ হইবে।

(ঘ) (ক), (খ) বা (গ) দফায় উল্লিখিত অংশ বণ্টনের পর অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় তপশিলের প্রথম ভাগ এ বর্ণিত ক্রমানুসারে অকৃত-উইলকারীর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বণ্টিত হইবে। উক্ত তপশিলের প্রথম ভাগে প্রথমে অবস্থানকারী নিকটাত্মীয়গণ দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকারী আত্মীয়গণের উপর প্রাধান্য পাইবেন। দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকারীগণ তৃতীয় স্থানে অবস্থানকারীগণের উপর এবং এইভাবে ক্রমানুযায়ী উত্তরাধিকারে প্রাধান্য পাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সম্পত্তি এমনভাবে বণ্টিত হইবে যাহাতে নিকটাত্মীয়তার দিক হইতে একই ধাপে অবস্থানকারী প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক মহিলার দ্বিগুণ পায়।

(ঙ) দফা (ঘ) অনুসারে অবশিষ্টাংশের অধিকারীর যদি কোনো আত্মীয় স্বজন না থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ অবশিষ্টাংশ এই ধারায় অংশ লাভে অধিকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে উল্লিখিত অংশের আনুপাতিক হারে বণ্টিত হইবে।

৫৫। অকৃত-উইলকারী প্রত্যক্ষ আরোহী কিংবা বিধবা বা বিপত্নীক কিংবা কোনো প্রত্যক্ষ আরোহীর বিধবা স্ত্রী না রাখিয়া গেলে সম্পত্তি বণ্টন।- যেক্ষেত্রে একজন পার্সি প্রত্যক্ষ কোনো আরোহী কিংবা বিধবা স্ত্রী বা বিপত্নীক স্বামী কিংবা কোনো প্রত্যক্ষ আরোহীর বিধবা স্ত্রী না রাখিয়া মারা যান, তাহা হইলে দ্বিতীয় তপশিলের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত ক্রমানুসারে তাহার পরবর্তী নিকটাত্মীয়গণ তাহার উইলবিহীন অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া সম্পূর্ণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন। উক্ত তপশিলের দ্বিতীয় ভাগে প্রথমে অবস্থানকারী নিকটাত্মীয়গণ দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকারীগণের উপর, দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকারীগণ তৃতীয় স্থানে অবস্থানকারীগণের উপর এবং এইভাবে ক্রমানুযায়ী উত্তরাধিকারে প্রাধান্য পাইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সম্পত্তি এমনভাবে বণ্টিত হইবে যাহাতে নিকটাত্মীয়তার দিক হইতে একই ধাপে অবস্থানকারী প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক মহিলার দ্বিগুণ পায়।

৫৬। এই অধ্যায়ের অন্যান্য বিধানাবলির অধীন উত্তরাধিকার লাভে কোনো আত্মীয়-স্বজন না থাকিলে সম্পত্তি বণ্টন।- যেক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের বিধানাবলির অধীন উইলবিহীন অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া একজন পার্সির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারি হইবার মতো কোনো আত্মীয়-স্বজন না থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতিত্বের দিক তাহার নিকটতম ধাপে অবস্থানকারী আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হইবে।

ষষ্ঠ ভাগ

উইলমূলে উত্তরাধিকার

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

৫৭। হিন্দু, প্রভৃতি কর্তৃক কৃত উইলের ক্ষেত্রে এই ভাগের কতিপয় বিধানাবলির প্রয়োগ।- তৃতীয় তপশিলে বর্ণিত এই ভাগের কতিপয় বিধানাবলি, উক্ত তপশিলে উল্লিখিত বিধি-নিষেধ এবং সংশোধন সাপেক্ষে, প্রযোজ্য হইবে-

(ক) [১][বাংলাদেশের] ভূ-খণ্ডের মধ্যে ১৮৭০ সনের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে বা তৎপরবর্তীতে কোনো হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন কর্তৃক সম্পাদিত সকল উইল এবং ক্রোড়পত্রের (codicil) ক্ষেত্রে; এবং

(খ) উক্ত ভূ-খণ্ড বা সীমানার মধ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত উক্ত ভূ-খণ্ড এবং সীমানার বাইরে সম্পাদিত সকল উইল এবং ক্রোড়পত্রের (codicil) ক্ষেত্রে; এবং

(গ) ১৯২৭ সনের ১লা জানুয়ারি বা তৎপরবর্তীতে কোনো হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন কর্তৃক সম্পাদিত এইরূপ সকল উইল এবং ক্রোড়পত্রের (codicil) ক্ষেত্রে যেইগুলির ক্ষেত্রে দফা (ক) এবং (খ) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হয় না:

তবে শর্ত থাকে যে, বিবাহের মাধ্যমে উক্তরূপ কোনো উইল বা ক্রোড়পত্র (codicil) প্রত্যাহার করা যাইবে না।

৫৮। এই ভাগের সাধারণ প্রয়োগ।- (১) এই ভাগের বিধানাবলি কোনো মুসলমানের সম্পত্তিতে উইলমূলে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কিংবা ধারা ৫৭ এ যাহা বলা হইয়াছে উহা ব্যতীত, কোনো হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈনের সম্পত্তিতে উইলমূলে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, কিংবা উহা ১৮৬৬ সনের ১লা জানুয়ারির পূর্বে সম্পাদিত কোনো উইলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছু বলা হইয়াছে উহা ব্যতীত, এই ভাগের বিধানাবলি বাংলাদেশের সকল উইল সংক্রান্ত উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন বলিয়া গণ্য হইবে।

---

১ "যাহা বর্ণিত তারিখে বাংলার লেফটেনেন্ট গভর্নরের শাসনাধীনে ছিল অথবা মাদ্রাজ ও বোম্বের উচ্চ বিচারিক আদালতের সাধারণ আদি দেওয়ানি এখতিয়ারভুক্ত ছিল" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশের" শব্দ বাংলাদেশের আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উইল এবং ক্রোড়পত্র (codicil) সম্পর্কিত

৫৯। উইল সম্পাদনে যোগ্য ব্যক্তি।- নাবালক নয় এমন প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি উইলের মাধ্যমে তাহার সম্পত্তি বিলি-ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা-১।- একজন বিবাহিত মহিলা তাহার জীবদ্দশায় তাহার নিজ উদ্যোগে যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিতেন তাহা উইলের মাধ্যমে বিলি-ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা-২।- বধির, বোবা বা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ উইল সম্পাদনে অযোগ্য হইবেন না যদি তাহারা বুঝিবার যোগ্য হন যে তদ্দ্বারা তাহারা কী করিতেছেন।

ব্যাখ্যা-৩।- সাধারণত বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন একজন ব্যক্তি তাহার সুস্থ মস্তিষ্কের বিরামকালে উইল সম্পাদন করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা ৪।- কোনো ব্যক্তি উইল সম্পাদন করিতে পারিবেন না যদি তিনি মাদকাসক্ত কিংবা অসুস্থতা কিংবা অন্য কোনো কারণে এমন মানসিক অবস্থায় আছেন যে, তিনি কী করিতেছেন তাহা তিনি জানেন না।

উদাহরণ

(ক) ‘ক’ তাহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় কী হইতেছে উহা বুঝিতে পারে এবং জানা সকল প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম, কিন্তু তাহার সম্পত্তির অবস্থা বা তাহার জ্ঞাতিগণের সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত নয় কিংবা কাহার বরাবরে উইল সম্পাদন করা সমুচিত হইবে উহা সম্পর্কেও ধারণা নাই। ‘ক’ কোনো বৈধ উইল সম্পাদন করিতে পারিবে না।

(খ) ‘ক’ তাহার উইল হিসাবে একটি দলিল সম্পাদন করে, কিন্তু সে উক্ত দলিলের প্রকৃতি কিংবা ইহার বিধানবিলির ফলাফল সম্পর্কে কিছুই জানে না। দলিলটি কোনো বৈধ উইল নয়।

(গ) একজন অসুস্থ ও দুর্বল ব্যক্তি ‘ক’ একটি উইল সম্পাদন করে, কিন্তু তিনি তাহার সম্পত্তি বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কে যথার্থ সিদ্ধান্ত প্রদানে সক্ষম। ইহা একটি বৈধ উইল।

৬০। উইলমূলে অভিভাবক।- একজন পিতার বয়স যাহাই হউক না কেন, উইলের মাধ্যমে তিনি তাহার নাবালক সন্তানের জন্য এক বা একাধিক অভিভাবক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৬১। প্রতারণা, বল প্রয়োগ বা জবরদস্তির মাধ্যমে অর্জিত উইল।- কোনো উইল বা উইলের কোনো অংশ প্রতারণা, বল প্রয়োগ কিংবা উইলকারীর স্বাধীন ইচ্ছার বিপরীতে জোর জবরদস্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হইলে উহা বাতিল।

উদাহরণ

(ক) ক মিথ্যাভাবে এবং জানিয়া-বুঝিয়া উইলকারীর নিকট উপস্থাপন করে যে, উইলকারীর একমাত্র সন্তান মৃত কিংবা তিনি কিছু অবাধ্য কার্য করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা তাহাকে ক এর বরাবরে উইল করিবার জন্য প্ররোচিত করে। এইরূপ উইল প্রতারণার মাধ্যমে লাভ করা হইয়াছে, এবং ইহা অবৈধ।

(খ) ক প্রতারণা এবং শঠতার মাধ্যমে তাহার বরাবরে উইল করিবার জন্য উইলকারীর উপর প্রভাব খাটায়। উইলটি অবৈধ।

(গ) ক আইনগত কর্তৃপক্ষের কয়েদি থাকা অবস্থায় উইল সম্পাদন করে। কয়েদবাসের কারণে উইলটি অবৈধ নয়।

(ঘ) গ-কে উইল করিয়া না দিলে, ক খ-কে গুলি করিবার বা তাহার বাড়ি পুড়াইয়া দিবার অথবা ফৌজদারি অভিযোগে গ্রেপ্তার করাইবার হুমকি দেয়। ফলশ্রুতিতে খ গ-কে উইল করিয়া দেয়। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদিত বলিয়া উইলটি অবৈধ।

(ঙ) ক অন্যের প্রভাব হইতে নির্বিঘ্ন থাকিলে উইল করার মত যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি থাকিলেও খ এর এতটা নিয়ন্ত্রণাধীন যে স্বাধীন সত্ত্বা হারাইয়া খ এর নির্দেশমত একটি উইল সম্পাদন করে। ইহা প্রতীয়মান হয় যে, খ এর ভয় না থাকিলে ক উইল সম্পাদন করিতেন না। উইলটি অবৈধ।

(চ) ক এর এমন ভগ্ন স্বাস্থ্য যে কোনো প্রকার জবরদস্তি প্রতিরোধ করিতে অক্ষম। খ তাহাকে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে উইল করিতে চাপ প্রয়োগ করে এবং শুধু শান্তি রক্ষার্থে এবং খ এর প্রতি আত্মসমর্পণের কারণে সে উহা করে। উইলটি অবৈধ।

(ছ) ক এর শারীরিক অবস্থা এমন যে, সে তাহার নিজস্ব বিবেচনা এবং ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে সক্ষম। খ তাহাকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি উইল করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুনয়-বিনয় এবং প্ররোচনা চালাইতে থাকে। ক এই অনুনয়-বিনয় এবং প্ররোচনার ফলশ্রুতিতে কিন্তু তাহার নিজস্ব স্বাধীন বিবেচনা ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া খ এর সুপারিশ মোতাবেক উইলটি সম্পাদন করে। খ এর অনুনয়-বিনয় এবং প্ররোচনার কারণে উইলটি অবৈধ হইবে না।

(জ) ক খ-এর নিকট হইতে উইলমূলে সম্পত্তি লাভের আশায় তাহাকে খাতির-যত্ন করিয়া এবং তোষামোদ করিয়া তাহার মধ্যে ক-এর প্রতি একটি পক্ষপাতিত্বের ভাব সৃষ্টি করিয়া ফেলে। এইরূপ খাতির-যত্ন ও তোষামোদের ফলে খ একটি উইল করে, যাহা দ্বারা সে ক-কে উইলমূলে সম্পত্তি দিয়া যায়। ক-এর উক্ত খাতির-যত্ন ও তোষামোদের কারণে উইলটি বে-আইনী হইবে না।

৬২। উইল প্রত্যাহার কিংবা পরিবর্তন করা যাইবে।- উইলের মাধ্যমে সম্পত্তি বিলি-ব্যবস্থাকরণের যোগ্যতা থাকিলে যে কোনো সময় উইল সম্পাদনকারী উইলটি প্রত্যাহার কিংবা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাধিকারবিহীন উইল সম্পাদন বিষয়ে

৬৩। প্রাধিকারবিহীন উইল সম্পাদন।- প্রত্যেক উইলকারী, যিনি কোনো অভিযানে নিয়োগপ্রাপ্ত বা প্রকৃত যুদ্ধে নিয়োজিত সৈনিক নন অথবা অনুরূপভাবে নিয়োজিত বা সংশ্লিষ্ট বৈমানিক অথবা সমুদ্রের নাবিক নন, তিনি নিম্নবর্ণিত বিধান মোতাবেক উইল সম্পাদন করিতে পারিবেন-

(ক) উইলকারী উইলে স্বাক্ষর করিবেন কিংবা তাহার টিপসই সংযুক্ত করিবেন কিংবা ইহাতে তাহার উপস্থিতি এবং নির্দেশে অন্য কোনো ব্যক্তি স্বাক্ষর করিবেন।

(খ) উইলকারীর স্বাক্ষর বা টিপসই বা তাহার পক্ষে স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর এমনভাবে দিতে হইবে যেন উহা উইল হিসাবে কার্যকর করিবার ইচ্ছা পোষণ করা হইয়াছিল এইরূপ প্রতীয়মান হয়।

(গ) উইলটি দুই বা ততোধিক সাক্ষী কর্তৃক প্রত্যায়িত হইতে হইবে যাহারা প্রত্যেকে উইলকারীকে উইলে স্বাক্ষর প্রদান করিতে কিংবা টিপসই প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছেন অথবা উইলকারীর উপস্থিতিতে এবং তাহার নির্দেশ মোতাবেক অন্য কোনো ব্যক্তিকে উইলে স্বাক্ষর করিতে দেখিয়াছেন, অথবা উইলকারীর নিকট হইতে তাহার স্বাক্ষর বা টিপসই সম্পর্কে কিংবা উক্তরূপ ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন; এবং উইলকারীর উপস্থিতিতে প্রত্যেক সাক্ষী উইলে স্বাক্ষর করিবেন কিন্তু একই সময়ে একাধিক সাক্ষীর উপস্থিতি এবং কোনো বিশেষ ধরনের সত্যায়ন আবশ্যক হইবে না।

৬৪। বরাতমূলে কাগজপত্রের অন্তর্ভুক্তি।- যদি কোনো উইলকারী তাহার অভিপ্রায়ের প্রকাশ স্বরূপ যথাযথভাবে প্রত্যায়িত একটি উইল বা কডিসিলে অন্য কোনো লিখিত দলিলের বরাত দিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত দলিল যে উইল বা কডিসিলে বরাত দেওয়া হইয়াছিল, উহার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাধিকার উইল সম্পর্কিত

৬৫। প্রাধিকার উইল।- কোনো অভিযানে নিযুক্ত বা প্রকৃত যুদ্ধে নিয়োজিত সৈনিক অথবা অনুরূপভাবে নিযুক্ত বা নিয়োজিত বৈমানিক অথবা সমুদ্রের নাবিক, যদি তিনি আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়া থাকেন, ধারা ৬৬ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে উইলের মাধ্যমে তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিবেন। এইরূপ উইলকে প্রাধিকার উইল বলা হয়।

উদাহরণমালা

(ক) ক, একটি রেজিমেন্টের সহিত সংযুক্ত একজন মেডিকেল অফিসার, প্রকৃতপক্ষে একটি অভিযানে নিযুক্ত। যেহেতু তিনি প্রকৃতপক্ষে অভিযানে নিযুক্ত সৈনিক, তিনি প্রাধিকার উইল করিতে পারিবেন ।

(খ) ক, সমুদ্রে অবস্থানরত একটি বাণিজ্যিক জাহাজের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা। তিনি একজন নাবিক, এবং সমুদ্রে অবস্থান করায় প্রাধিকার উইল করিতে পারিবেন।

(গ) ক বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ময়দানে যুদ্ধরত একজন সৈনিক। তিনি প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত বলিয়া প্রাধিকার উইল করিতে পারিবেন ।

(ঘ) ক, একটি জাহাজের নাবিক, দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় যেটি পোতাশ্রয়ে থাকাকালে সাময়িকভাবে তিনি তীরে ওঠেন। এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তিনি সমুদ্রের একজন নাবিক এবং প্রাধিকার উইল করিতে পারিবেন।

(ঙ) ক নৌবাহিনীর নেতৃত্বদানকারী একজন এডমিরাল, কিন্তু তিনি তীরে বাস করেন এবং কদাচিৎ জাহাজে গমন করেন। তিনি সমুদ্রে অবস্থানকারী হিসেবে গণ্য হইবেন না এবং প্রাধিকার উইল করিতে পারিবেন না।

(চ) ক একজন নাবিক, সামরিক অভিযানে কর্মরত কিন্তু সমুদ্রে অবস্থানরত নন। তিনি একজন সৈনিক হিসাবে গণ্য হইবেন এবং প্রাধিকার উইল করিতে পারিবেন।

৬৬। প্রাধিকার উইল করিবার পদ্ধতি এবং সম্পাদনের নিয়মাবলি।- (১) প্রাধিকার উইল লিখিতভাবে অথবা মৌখিকভাবে করা যাইবে।

(২) প্রাধিকার উইল সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধান অনুসরণ করিতে হইবে:-

(ক) উইলটি সম্পূর্ণভাবে উইলকারীর নিজ হাতে লিখিত হইতে পারিবে। এইক্ষেত্রে উহা স্বাক্ষরিত কিংবা প্রত্যয়ন করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(খ) ইহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য ব্যক্তির দ্বারা লিখিত, এবং উইলকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে পারিবে। এইক্ষেত্রে উহা প্রত্যয়ন করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(গ) যদি উইল মর্মে বিবেচিত দলিলটি অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে লিখিত হয় এবং উইলকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হয়, তাহা হইলে, যদি এই মর্মে প্রমাণ করা যায় যে, উহা উইলকারীর নির্দেশে লিখিত হইয়াছে কিংবা তিনি উহা উইল হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন, দলিলটি তাহার উইল হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(ঘ) যদি দলিল হইতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, ইহার সম্পাদন উইলকারীর ঈপ্সিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয় নাই, তাহা হইলে উক্ত অবস্থার কারণে দলিলটি অবৈধ হইবে না, তবে শর্তে থাকে যে, দলিলে প্রকাশিত উইলের ইচ্ছা পরিত্যাগ ব্যতিরেকে অন্য কোনো যৌক্তিক কারণ ইহার অসম্পাদনের জন্য দায়ী।

(ঙ) যদি সৈনিক, বৈমানিক এবং নাবিকদের তাহার উইল প্রস্তুতের জন্য লিখিত নির্দেশনা থাকে, কিন্তু ইহা প্রস্তুত এবং সম্পাদনের পূর্বেই তিনি মারা যান, তাহা হইলে এইরূপ নির্দেশনাসমূহ তাহার উইল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(চ) যদি উইল প্রস্তুত করিবার জন্য কোনো সৈনিক, বৈমানিক কিংবা নাবিক, দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করিয়া থাকেন, এবং তাহার জীবদ্দশায় ইহাকে লিখিত রুপ দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু দলিলটি প্রস্তুত এবং সম্পাদিত হইবার পূর্বেই তিনি মারা যান, উক্ত নির্দেশনাসমূহ তাহার উপস্থিতিতে লিখিত না হইলেও কিংবা তাহাকে পাঠ করিয়া শুনানো না হইলেও ইহা তাহার উইল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(ছ) সৈনিক, বৈমানিক কিংবা নাবিক একই সময়ে উপস্থিত দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে তাহার অভিপ্রায় ঘোষণার মাধ্যমে মৌখিকভাবে উইল তৈরী করিতে পারিবেন।

(জ) উইলকারীর জীবিতাবস্থায় প্রাধিকার উইল তৈরির অধিকার নিঃশেষিত হইলে মৌখিকভাবে তৈরী উইল তাহার এক মাস পর বাতিল হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

উইল প্রত্যয়ন, প্রত্যাহার, পরিবর্তন এবং পুনর্বহাল সম্পর্কিত

৬৭। প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে প্রদত্ত দানের ফলাফল।- উইল প্রত্যয়নকারী কোনো ব্যক্তি, কিংবা তাহার স্বামী বা স্ত্রীকে উইলের মাধ্যমে দান বা নিয়োগের সুবিধা প্রদানের কারণে উইলটি অপর্যাপ্তভাবে প্রত্যয়িত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না, কিন্তু উক্ত দান বা নিয়োগ বাতিল হইবে যদি প্রত্যয়নকারী ব্যক্তি, তাহার স্বামী বা স্ত্রী, কিংবা তাহাদের মাধ্যমে দাবীদার কোনো ব্যক্তি সম্পর্কিত হইলে।

ব্যাখ্যা।- উইলকে নিশ্চিত করে এইরূপ কোনো ক্রোড়পত্র (codicil) প্রত্যয়নের কারণে কোনো উত্তরাধিকারী তাহার উইলগত অধিকার হারাইবেন না।

৬৮। স্বার্থ থাকিবার কারণে বা নির্বাহক হইবার কারণে সাক্ষী অযোগ্য হইবেন না। - উইলে স্বার্থ থাকা কিংবা নির্বাহক হইবার কারণে কোনো ব্যক্তি সাক্ষী হিসাবে উইলটির সম্পাদন প্রমাণ কিংবা উহার বৈধতা বা অবৈধতা প্রমাণ করিতে অযোগ্য হইবেন না।

৬৯। উইলকারীর বিবাহের মাধ্যমে উইল প্রত্যাহার।- নির্দিষ্টকরণের ক্ষমতাবলে প্রস্তুতকৃত কোনো উইল, যখন, উক্তরূপ নির্দিষ্টকরণের অনুপস্থিতিতে, উক্ত নির্দিষ্টকরণের ক্ষমতা যে সম্পত্তির উপর প্রযুক্ত হইয়াছে উহা তাহার নির্বাহক বা প্রশাসক কিংবা উইলবিহীন অবস্থার ক্ষেত্রে অধিকারী ব্যক্তির বরাবরে হস্তান্তরিত হইত না এইরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত প্রত্যেকটি উইল উইলকারীকে বিবাহের মাধ্যমে প্রত্যাহার হইবে।

ব্যাখ্যা।- নিজে মালিক নন এমন কোনো ব্যক্তি যখন কোনো সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা নির্ধারণ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, তখন উক্তরূপ সম্পত্তি নির্দিষ্ট করিবার ক্ষমতা তাহার থাকিবে।

৭০। প্রাধিকারবিহীন উইল বা ক্রোড়পত্র (codicil) প্রত্যাহার।- বিবাহ, বা অন্য কোনো উইল বা ক্রোড়পত্র (codicil) কিংবা উহা প্রত্যাহার করিবার অভিপ্রায় সমন্বিত কোনো লিখিত ঘোষণা যাহা অতঃপর বর্ণিত সম্পাদিত প্রাধিকারবিহীন উইল কার্যকরের প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতেই কার্যকর করা হইয়াছে, অথবা উহা প্রত্যাহারের অভিপ্রায়ে উইলকারী নিজে বা তাহার উপস্থিতি এবং নির্দেশনায় অন্য কোনো ব্যক্তি পুড়াইয়া, ছিড়িয়া ফেলিয়া বা অন্য কোনো

উপায়ে ধ্বংস করা ব্যতীত কোনো প্রাধিকারবিহীন উইল বা ক্রোড়পত্র (codicil) কিংবা উহার অংশবিশেষ প্রত্যাহার করা যাইবে না।

উদাহরণমালা

(ক) ক একটি প্রাধিকারবিহীন উইল করে। পরবর্তীতে সে প্রথমটি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে অন্য আরেকটি প্রাধিকারবিহীন উইল করে। ইহা একটি প্রত্যাহার।

(খ) ক একটি প্রাধিকারবিহীন উইল করে। পরবর্তীতে সে প্রাধিকার উইল করিতে অধিকারী হওয়ায় তাহার প্রাধিকারবিহীন উইলটি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে একটি প্রাধিকার উইল করে। এটা একটি প্রত্যাহার।

৭১। প্রাধিকারবিহীন উইলে বিলোপ, আন্তঃপাংক্তেয় সংযুক্তি বা পরিবর্তনের ফলাফল।- প্রাধিকারবিহীন উইল কার্যকর হইবার পর উহাতে কোনো বিলোপ, আন্তঃপাংক্তেয় সংযুক্তি বা পরিবর্তনের প্রভাব পড়িবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না উইলটির শব্দাবলি বা অর্থ দুস্পাঠ্য বা বোধগম্যহীন হয়, এবং উক্তরুপ পরিবর্তন উইলটি কার্যকরের প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে একইভাবে কার্যকর করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে পরিবর্তিত উইল যথোপযুক্তভাবে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যদি উইলের শেষ প্রান্তে বা অন্য কোনো অংশে উক্ত পরিবর্তনের বিপরীতে বা নিকটে অথবা উক্ত পরিবর্তনের নির্দেশক স্মারকের নিচে বা শেষে অথবা স্মারকের বিপরীতে উইলকারীর স্বাক্ষর এবং সাক্ষীগণের নামসহি দেওয়া হয় এবং উইলের শেষে বা অন্য কোনো অংশে লিখিত হয়।

৭২। প্রাধিকার উইল বা ক্রোড়পত্র (codicil) প্রত্যাহার।- একটি প্রাধিকার উইল বা ক্রোড়পত্র (codicil) কোনো প্রাধিকারবিহীন উইল বা ক্রোড়পত্রের (codicil) মাধ্যমে অথবা উহা প্রত্যাহারের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া কোনো কার্যের মাধ্যমে প্রত্যাহার করা যাইবে এবং প্রাধিকার উইলের বৈধতা দেওয়ার পর্যাপ্ত আনুষ্ঠানিকতাও উহার সহিত থাকিতে হইবে আবার উহা প্রত্যাহারের অভিপ্রায়ে উইলকারী অথবা তাহার উপস্থিতি এবং নির্দেশনায় অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উহা পুড়াইয়া দিয়া, ছিড়িয়া ফেলিয়া কিংবা অন্য কোনোভাবে ধ্বংস করিয়াও প্রত্যাহার করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।- প্রাধিকার উইলকে বৈধতা দান করিবার পর্যাপ্ত আনুষ্ঠানিকতা সংযোগে কার্য দ্বারা প্রাধিকার উইল বা ক্রোড়পত্র (codicil) প্রত্যাহারার্থে উক্ত কার্য করিবার সময় উইলকারীকে প্রাধিকার উইল করিবার অবস্থানে থাকিবার প্রয়োজন নাই।

৭৩। প্রাধিকারবিহীন উইলের পুনর্বহাল।- (১) যে কোনো পন্থায় প্রত্যাহৃত হইয়াছে এইরূপ কোনো প্রাধিকারবিহীন উইল বা ক্রোড়পত্র (codicil) বা উহার কোনো অংশবিশেষ উহার পুনঃসম্পাদন, কিংবা পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে সম্পাদিত ক্রোড়পত্র (codicil) এবং উহা পুনর্বহালের ইচ্ছা প্রকাশ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে পুনর্বহাল করা যাইবে না।

(২) আংশিকভাবে প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং পরবর্তীতে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হইয়াছে এইরূপ কোনো উইল বা ক্রোড়পত্র (codicil) যখন পুনর্বহাল করা হয়, উক্ত উইল বা ক্রোড়পত্রের (codicil) মাধ্যমে ভিন্নরূপ কোনো ইচ্ছা ব্যক্ত করা না হইলে এইরূপ পুনর্বহাল সম্পূর্ণ অংশের প্রত্যাহারের পূর্বে যতখানি প্রত্যাহার করা হইয়াছিল ততখানি প্রযোজ্য হইবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উইলের গঠন সম্পর্কে

৭৪। উইলের শব্দচয়ন।- উইলে কোনো কারিগরি বা কলাবাচক শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, তবে শব্দচয়ন এমন হইতে হইবে যেন উহা হইতে উইলকারীর অভিপ্রায় বুঝা যায়।

৭৫। উইলের উদ্দেশ্য বা বিষয়বস্তু নির্ণয়কল্পে অনুসন্ধান।- উইলে ব্যবহৃত কোনো শব্দের মাধ্যমে কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ সম্পত্তিকে বুঝানো হইয়াছে, এতদ্বিষয়ক প্রশ্নের নিষ্পত্তিকল্পে আদালত উক্ত উইলের অধীন স্বার্থ রহিয়াছে বলিয়া দাবীদার ব্যক্তি, বণ্টনের জন্য দাবীকৃত সম্পত্তি, উইলকারী এবং তাহার পরিবারের অবস্থা সম্পর্কিত প্রত্যেকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, এবং উইলকারীর ব্যবহৃত শব্দের সঠিক প্রয়োগে সহায়তা করিতে পারে এইরূপ প্রত্যেকটি ঘটনা অনুসন্ধানপূর্বক বিবেচনা করিবে।

উদাহরণমালা

(ক) ক তাহার জ্যেষ্ঠ সন্তান বা তাহার কনিষ্ঠ নাতি অথবা তাহার চাচাতো বোন মেরিকে উইলের মাধ্যমে ১০০০ টাকা দান করে। উইলের বর্ণনা কোন্ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উহা নিষ্পত্তিকল্পে আদালত অনুসন্ধান করিতে পারিবে।

(খ) ক উইলের মাধ্যমে খ-কে "আমার ব্ল্যাক একর নামক সম্পত্তি" দান করে। উইলের বিষয়বস্তু কী, অর্থাৎ উইলকারীর কোন্ সম্পত্তিকে ব্ল্যাক একর বলা হইয়াছে উহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য গ্রহণ করা আবশ্যক হইতে পারে।

(গ) ক উইলের মাধ্যমে খ-কে "গ-এর নিকট হইতে আমার ক্রয়কৃত সম্পত্তি" দান করে। ক, গ-এর কোন্ সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন উহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য গ্রহণ করা আবশ্যক হইতে পারে।

৭৬। উদ্দেশ্যের অপপ্রয়োগ বা ভ্রান্ত বর্ণনা।- (১) যেক্ষেত্রে উইলের উত্তরদানগ্রহীতা বা উত্তরদানগ্রহীতা শ্রেণিকে চিহ্নিত বা বর্ণনা করিতে ব্যবহৃত শব্দাবলি কী বুঝানো হইয়াছে এই বিষয়ে যথেষ্ট স্পষ্ট, সেইক্ষেত্রে শুধু নামের বর্ণনায় কোনো ভুল উত্তরদান কার্যকর হইতে বাধা হইবে না।

(২) উত্তরদানগ্রহীতার নামের কোনো ভুল তাহার বর্ণনার দ্বারা এবং উত্তরদানগ্রহীতার বর্ণনায় ভুল তাহার নাম দ্বারা সংশোধন করা যাইবে।

উদাহরণমালা

(ক) ক "আমার ভাই জনের দ্বিতীয় পুত্র থমাসকে" কোনো উইলমূলে উত্তরদান করে। জন নামে উইলকারীর একমাত্র ভাই ছিল যাহার থমাস নামে কোনো পুত্র সন্তান নাই, কিন্তু উইলিয়াম নামে একটি দ্বিতীয় পুত্র আছে। উইলিয়াম উক্ত উত্তরদান পাইবে।

(খ) ক "আমার ভাই জনের দ্বিতীয় পুত্র থমাসকে" কোনো উইলমূলে উত্তরদান করে। জন নামে উইলকারীর একটিমাত্র ভাই আছে, যাহার প্রথম সন্তানের নাম থমাস এবং তাহার দ্বিতীয় উইলিয়াম। থমাস উত্তরদান পাইবে।

(গ) উইলকারী তাহার সম্পত্তি "গ-এর বৈধ সন্তান ক, এবং খ-কে" উইল করে। গ-এর কোনো বৈধ সন্তান নাই, তবে ক ও খ নামে দুইটি অবৈধ সন্তান আছে। দানটি ক ও খ এর প্রতি প্রযোজ্য হইবে, যদিও তাহারা অবৈধ।

(ঘ) উইলকারী তাহার অবশিষ্ট সম্পত্তি "আমার সাত সন্তান" এর মধ্যে ভাগ হইবে এই মর্মে উইল করে এবং নাম উল্লেখ করিবার সময় কেবল ছয়টি নাম উল্লেখ করে। এই অনুল্লেখ সপ্তম সন্তানকে অন্যান্যদের সহিত তাহার অংশ গ্রহণ করিতে বারিত করিবে না।

(ঙ) উইলকারীর ছয় জন নাতি-নাতনী বর্তমান থাকাকালে "আমার ছয় নাতি-নাতনী" কে উইল করে এবং তাহাদিগকে খ্রীষ্টান নামে উল্লেখ করিবার সময় একজনকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া আরেকজনের নাম দুইবার উল্লেখ করে। যাহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই তিনি অন্যান্যদের সহিত অংশ পাইবে।

(চ) উইলকারী "ক-এর তিন সন্তানের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা" উইল করে। উইলের তারিখে ক-এর চারটি সন্তান আছে। উইলকারীর মৃত্যুকালে জীবিত থাকিলে চার সন্তানের প্রত্যেকে উত্তরদানের ১০০০ টাকা পাইবে।

৭৭। কখন শব্দাবলি যোগ করা যাইবে।- যেক্ষেত্রে অর্থের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য প্রাসঙ্গিক কোনো শব্দ বাদ পড়িয়া যায়, প্রসঙ্গক্রমে উহা যোগ করা যাইবে।

উদাহরণ

উইলকারী তাহার কন্যা ক-কে "পাঁচশত"এবং খ-কে "পাঁচশত টাকা" উইল করিয়া যায়। ক পাঁচশত টাকার উত্তরদান প্রাপ্য হইবে।

৭৮। বিষয়বস্তুর বর্ণনায় ভ্রান্ত বিবরণ প্রত্যাখ্যান।- উইলকারী যে বিষয়ে উইল করিতে চাহেন প্রদত্ত বিবরণ হইতে উহা সুস্পষ্টরুপে চিহ্নিত করা যায় কিন্তু বর্ণনার কিছু অংশ খাটে না, তাহা হইলে বর্ণনার উক্ত অংশ ভ্রান্ত হিসাবে প্রত্যাখ্যাত হইবে এবং দানটি কার্যকর হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক খ-কে উইলমূলে দান করে , "এল এলাকায় অবস্থিত এবং গ এর দখলে থাকা আমার জলাভূমি "। উইলকারীর এল এলাকায় জলাভূমি আছে কিন্তু গ এর দখলে কোনো জলাভূমি নেই। সেইক্ষেত্রে "গ এর দখলে" শব্দগুলো ভ্রান্ত হিসাবে বাদ যাইবে এবং এল এলাকায় অবস্থিত জলাভূমি উইলমূলে হস্তান্তরিত হইবে।

(খ) উইলকারী ক-কে এই বলিয়া উইলমূলে দান করে যে, "রামপুরে অবস্থিত আমার জমিদারী"। রামপুরে উইলকারীর একটি সম্পত্তি ছিল, কিন্তু সেটি একটি তালুক, কোনো জমিদারী নয়। উইলমূলে উক্ত তালুকটি হস্তান্তরিত হইবে।

৭৯। উইলের বর্ণনার কোনো অংশ যেক্ষেত্রে ভুল হইলেও বাতিল হইবে না।- উইলকারী যে সম্পত্তি উইলমূলে দান করিতে চাহেন সেই সম্পত্তির বর্ণনামূলক হিসাবে কোনো উইলে যদি অন্য কোনো অবস্থার উল্লেখ থাকে, এবং উক্ত অবস্থা বিদ্যমান তাহার এইরূপ সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে দানটি উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং দলিলের বর্ণনার কোনো অংশ ভুল হিসাবে বাতিল করা আইনসঙ্গত হইবে না, কারণ উইলকারীর অন্যান্য সম্পত্তি ছিল যাহাতে বর্ণনার উক্তরূপ অংশ প্রযোজ্য হয় না।

ব্যাখ্যা।- কোনো বিষয় এই ধারার বিধানে প্রযোজ্য কিনা উহা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে সকল শব্দাবলি ধারা ৭৮ এর অধীন বাতিল, এইরূপ শব্দাবলি উইল হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক খ-কে এই বলিয়া উইলমূলে দান করে যে "এল এলাকায় অবস্থিত এবং গ এর দখলে থাকা আমার জলাভূমি"। উইলকারীর এল এলাকায় জলাভূমি আছে যাহার কিছু অংশ গ এর দখলে আছে, কিছু অংশ গ দখলে নাই, সেইক্ষেত্রে দানটি গ এর দখলে থাকা এবং এল এলাকায় অবস্থিত জলাভূমির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(খ) ক খ-কে "এল এলাকায় অবস্থিত এবং গ এর দখলে থাকা আমার ১০০০ বিঘার জলাভূমি" উইলমূলে হস্তান্তর করে। উইলকারীর এল এলাকায় এইরূপ জলাভূমি আছে, যাহার কিছু অংশ গ দখলে আছে এর এবং কিছু অংশ গ এর দখলে নাই। উক্ত পরিমাপটি দুইটি জলাভূমির যে কোনো একটির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে অপ্রযোজ্য হইবে। পরিমাপটি উইল হইতে বাদ যাইবে এবং গ এর দখলে থাকা এল এলাকায় অবস্থিত জলাভূমিই শুধু উইলমূলে হস্তান্তরিত হইবে।

৮০। অস্পষ্ট অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রে বাহ্যিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।- যেক্ষেত্রে উইলের শব্দাবলি দ্ব্যর্থহীন, কিন্তু বাহ্যিক সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, বিধানগুলো একাধিক অর্থ গ্রহণ করে, সেইক্ষেত্রে বাহ্যিক সাক্ষ্য বিবেচনায় করিয়া উক্ত শব্দগুলোর কোন্‌টি সম্পর্কে উইলকারী ইচ্ছা করিয়াছিলেন উহা নির্ধারণ করা যাইবে।

উদাহরণ

(ক) একজন লোকের মেরি নামে দুইজন চাচাতো বোন আছে। তিনি "আমার চাচাতো বোন মেরি" উল্লেখপূর্বক কিছু অর্থ উইলমূলে দান করে। দেখা যায় যে, উইলের বর্ণনা মোতাবেক দুইজন ব্যক্তি আছেন। অতএব, উক্ত বর্ণনা দ্বারা দুইটি প্রয়োগ ক্ষেত্রকে বোঝায় যাহাদের মধ্যে উইলকারী একটির ইচ্ছা করিয়াছিলেন। প্রয়োগ ক্ষেত্র দুইটির মধ্যে কোন্‌টি সম্পর্কে উইলকারী ইচ্ছা করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে।

(খ) ক উইলের মাধ্যমে "সুলতানপুর খুরদ নামে আমার যে সম্পত্তি" উহা খ-কে দান করে। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, সুলতানপুর খুরদ নামে তাহার দুইটি সম্পত্তি রহিয়াছে। অতএব, ক কোন্ সম্পত্তি উইলমূলে দান করিতে চাহিয়াছিল সে সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে।

৮১। অস্পষ্ট বা ত্রুটিযুক্ত অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রে বাহ্যিক সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য।- যেক্ষেত্রে উইলে বাহ্যিকভাবেই অস্পষ্টতা বা ত্রুটি রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উইলকারীর ইচ্ছা সম্পর্কে কোনো বাহ্যিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে না।

উদাহরণ

(ক) এক ব্যক্তির ক্যারোলিন নামে একজন চাচী এবং মেরি নামে একজন চাচাতো বোন আছে; কিন্তু মেরি নামে কোনো চাচী নেই। তিনি উইলমূলে এইভাবে দান করেন যে, "আমার চাচী ক্যারোলীনকে ১০০০ টাকা এবং "আমার চাচাতো বোন মেরিকে ১০০০ টাকা" দান এবং পূর্বোল্লিখিত চাচী মেরিকে ২০০০ টাকা দান করিলাম"। উইলে প্রদত্ত বর্ণনা প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো ব্যক্তি নাই; এবং "আমার পূর্বোল্লিখিত চাচী বলিতে কাহাকে বুঝানো হইয়াছে সে সম্পর্কে কোনো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে না। ধারা ৮৯ এর অধীন অনিশ্চয়তার কারণে উইলমূলে দানটি বাতিল।

(খ) ক উত্তরদান নামের স্থান শূন্য রাখিয়া ১০০০ টাকা উইলমূলে দান করে। উইলকারী শূন্য স্থান কাহার নাম বসাইতে চাহিয়াছিল সে বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(গ) ক, খ-কে "..... টাকা" বা ".....সম্পত্তি" উইলমূলে দান করে। ক কী পরিমাণ অর্থ বা কোন্ সম্পত্তি উইলকারী উল্লেখ করিতে চাহিয়াছিল সে সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৮২। উইলের কোনো দফার অর্থ সম্পূর্ণ দলিল মোতাবেক ব্যাখ্যা হইবে।- উইলের কোনো দফার অর্থ সম্পূর্ণ দলিল পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে এবং ইহাকে অন্যের বরাতে উহার সকল অংশ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

উদাহরণ

(ক) একজন উইলকারী খ-কে ক-এর মৃত্যুতে একটি সুনির্দিষ্ট তহবিল বা সম্পত্তি প্রদান করেন এবং পরবর্তী শর্তের মাধ্যমে তাহার সমুদয় সম্পত্তি ক-কে প্রদান করে। সকল বিধান একত্র করিলে উহার ফলাফল এইরূপ হয় যে, সুনির্দিষ্ট তহবিল বা সম্পত্তি ক-এর জীবদ্দশায় ক-এর উপর এবং ক এর মৃত্যুর পর খ-এর উপর ন্যস্ত হইবে। খ-এর বরাবরে উইলমূলে দান হইতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, উইলকারী শব্দগুলো সংকুচিত অর্থে ব্যবহার করিয়াছিল যাহাতে সে কোন্ সম্পত্তি বা তহবিল ক-কে প্রদান করিবে উহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

(খ) উইলকারী তাহার সমুদয় সম্পত্তি ক-কে উইলমূলে দান করে যাহার একটি অংশকে বলা হয় "ব্ল্যাক একর" এবং তাহার উইলের অন্য অংশের মাধ্যমে খ-কে ব্ল্যাক একর নামক

সম্পত্তিটি প্রদান করে। পরবর্তী দানটি প্রথম দানের ব্যতিক্রম হিসাবে এমনভাবে পড়িতে হইবে যাহাতে "আমি ব্ল্যাক একর খ-কে এবং আমার অবশিষ্ট সকল সম্পত্তি ক-কে দিলাম" এইরূপ বুঝা যায়।

৮৩। শব্দাবলি কখন সংকুচিত অর্থে এবং কখন ব্যাপক অর্থে বুঝিতে হইবে।- যেক্ষেত্রে সমগ্র উইল পড়িয়া এমন বোঝা যায় যে, উইলকারী উক্ত শব্দাবলি সংকুচিত অর্থেই ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন, সেইক্ষেত্রে উইলের সাধারণ শব্দাবলি সংকুচিত অর্থেই বুঝিতে হইবে; এবং যেক্ষেত্রে সমগ্র উইল পড়িয়া এমন বোঝা যায় যে, উইলকারী উক্ত শব্দাবলি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন, সেইক্ষেত্রে উইলের সাধারণ শব্দাবলি ব্যাপক অর্থেই বুঝিতে হইবে।

উদাহরণ

(ক) একজন উইলকারী ক-কে "খ-এর দখলে আমার ফার্ম" এবং গ কে "এল-এ অবস্থিত আমার সকল জলাভূমি" প্রদান করেন। খ-এর দখলে থাকা ফার্মের একটি অংশ এল-এ অবস্থিত জলাভূমি এবং এল-এ উইলকারীর অন্যান্য জলাভূমিও রহিয়াছে। "এল-এ অবস্থিত আমার সকল জলাভূমি" এই সাধারণ শব্দগুলো ক-এর বরাবরে দান দ্বারা সংকুচিত করা হইয়াছে। ক এল-এ অবস্থিত ফার্মের অংশসহ খ-এর দখলে থাকা সমুদয় ফার্ম গ্রহণ করেন।

(খ) উইলকারী (জাহাজে অবস্থানরত একজন নাবিক) তাহার মাকে তাহার সোনার আংটি, এবং পোষাকের বোতাম এবং বক্ষদেশ এবং তাহার বন্ধু ক-কে (তাহার জাহাজ সঙ্গী) একটি লাল বাক্স, একটা ক্লাস্প-ছুরি এবং পূর্বে উইলমূলে দান করা হয়নি এমন সকল জিনিস। এই উইলমূলে দান দ্বারা বাড়িতে উইলকারীর অংশ ক-এর বরাবরে হস্তান্তরিত হইবে না।

(গ) ক উইলমূলে খ-কে তাহার গৃহের সকল আসবাবপত্র, প্লেট, লিনেন, চায়না, বই, ছবি এবং অন্যান্য সকল পণ্য দান করে এবং পরে খ-কে তাহার সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করে। প্রথম উইলমূলে দান করা খ উইলকারীর একই প্রকৃতির দ্রব্যসামগ্রী পাইবার অধিকারী হইবে।

৮৪। কোনো দফার দুইটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যার কোনটি অগ্রাধিকার পাইবে।- যেক্ষেত্রে উইলের একটি দফার দুইটি ব্যাখ্যা হইতে পারে, যাহার একটির প্রভাব রহিয়াছে এবং অন্যটির নাই, সেইক্ষেত্রে প্রথমটি অগ্রাধিকার পাইবে।

৮৫। যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা হইলে কোনো অংশ বাতিল হইবে না।- উইলের কোনো দফার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইলে উহা অর্থহীন হিসাবে বাতিল হইবে না।

৮৬। উইলে বহুল ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা।- একই উইলের বিভিন্ন অংশে একই শব্দের ব্যবহার থাকিলে, ভিন্নরূপ কোনো কিছু প্রতীয়মান না হইলে, উহা সর্বত্রই একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

৮৭। যতদূর সম্ভব উইলকারীর ইচ্ছা কার্যকর করিতে হইবে।- কোনো উইলকারীর ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা না গেলে উহা বাতিল করা যাইবে না বরং উহা যতদূর সম্ভব কার্যকর করিতে হইবে।

উদাহরণ

উইলকারী মৃত্যুশয্যায় উইলমূলে তাহার সকল সম্পত্তি গ ও ঘ-কে জীবন স্বত্বে দান করেন এবং তাহার মৃত্যুর পরে নির্দিষ্ট একটি হাসপাতালকে উহা দান করেন। যেহেতু ধারা ১১৮ এর অধীন হাসপাতাল বরাবরে দানটি অবৈধ কাজেই উইলকারীর ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা যাইবে না, কিন্তু উক্ত উইল গ ও ঘ-এর বরাবরে কার্যকর হইবে।

৮৮। দুইটি অসামঞ্জস্য দফার সর্বশেষটি প্রাধান্য পাইবে।- যেক্ষেত্রে কোনো উইলের দুইটি দফা বা দান পরস্পর অসামঞ্জস্য হইবার কারণে উহারা একত্রে অবস্থান করিতে পারে না, সেইক্ষেত্রে সর্বশেষ দফাটি প্রাধান্য পাইবে।

উদাহরণমালা

(ক) উইলকারী উইলের প্রথম দফার মাধ্যমে ক-কে রংপুরের সম্পত্তি দান করেন এবং আবার সর্বশেষ দফার মাধ্যমে উহা ক এর পরিবর্তে খ-কে দান করেন। সম্পত্তিটি খ পাইবে।

(খ) যদি কোনো ব্যক্তি উইলের শুরুতেই তাহার বাড়ি ক-কে দান করেন এবং উইলের শেষে নির্দেশ দেন যে, বাড়িটি বিক্রয় করিয়া লভ্যাংশ খ-এর কল্যাণার্থে বিনিয়োগ করিতে হইবে। সেইক্ষেত্রে সর্বশেষটি প্রাধান্য পাইবে।

৮৯। অনিশ্চয়তার কারণে উইল বা উইলমূলে দান বাতিল।- যদি কোনো উইল বা উইলমূলে দান নির্দিষ্ট কোনো ইচ্ছা প্রকাশ না করে, এমন অনিশ্চয়তার কারণে উহা বাতিল হইবে।

উদাহরণ

যদি কোনো উইলকারী বলেন "আমি ক-কে কিছু পণ্য উইল করিয়া দিলাম" কিংবা "আমি ক-কে উইল করিয়া দিলাম" বা, "আমি ক-কে তপশিলে বর্ণিত পণ্য দিলাম", কিন্তু কোনো তপশিল পাওয়া যায় নাই; কিংবা পরিমাণ উল্লেখ না করিয়া 'আমি অর্থ, গম, তেল, বা সমজাতীয় কিছু উইলমূলে দান করিলাম", ইহা বাতিল।

৯০। উইলের বিষয়বস্তু বর্ণনাকারী শব্দাবলি উইলকারীর মৃত্যুতে উইলের সম্পত্তির ব্যাখ্যা প্রদান করিবে।- উইলকারীর মৃত্যুতে সম্পত্তির উইলে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর বর্ণনা, দানের বিষয়বস্তু, ভিন্নরূপ কোনো কিছু প্রতীয়মান না হইলে, উক্ত বর্ণনার উইলের সম্পত্তির ব্যাখ্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৯১। সাধারণ উইলমূলে নির্দিষ্টকরণের ক্ষমতা।- উইল দ্বারা ভিন্নরূপ কোনো কিছু প্রতীয়মান না হইলে, উইলমূলে উইলকারীর সম্পত্তির দান তিনি উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন, এমন কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে উইল দ্বারা তাহার যে সম্পত্তি নির্দিষ্টকরণের ক্ষমতা রহিয়াছে সেই সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করিবে বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে, এবং তিনি উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন এমন কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে উইলমূলে হস্তান্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং উক্ত ক্ষমতার ন্যায় কার্যকর হইবে।

৯২। নির্দিষ্ট না করিয়া ক্ষমতার বিষয়বস্তুর উহ্য দান।- যেক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তি উইলমূলে দান করা হয়, অথবা একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি যেমন নির্দিষ্ট করিতে পারেন তেমন কিছু বিষয়ের কল্যাণের জন্য; বা একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি যতটুকু নির্দিষ্ট করিতে পারেন ততটুকু নির্দিষ্ট বিষয়ে কল্যাণার্থে উইল করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু উক্ত উইলটিতে কোনো নির্দিষ্টকরণ করা হয় নাই এমন কোনো ঘটনার উল্লেখ করিয়া যদি উইল দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা না হয়, সেইক্ষেত্রে সম্পত্তিটি সমান অংশে ক্ষমতার সকল বস্তুর অধিকারী হইবে।

উদাহরণ

ক উইলমূলে তাহার স্ত্রীকে তাহার জীবদ্দশায় ভোগ করিবার জন্য একটি তহবিল দান করিয়া যায় এবং নির্দেশ দেয় যে, স্ত্রী মারা গেলে উক্ত তহবিল তাহার স্ত্রী যেভাবে নির্দিষ্ট করিবে সেইভাবে তাহার সন্তানদের মধ্যে বণ্টিত হইবে। স্ত্রী উক্ত তহবিল সম্পর্কে কোনো ক্ষমতা প্রদান না করিয়াই মারা যায়। উক্ত তহবিলটি সন্তানদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হইবে।

৯৩। বিশেষণসূচক বিশেষ শব্দ ব্যবহার না করিয়া "উত্তরাধিকারী" প্রভৃতির বরাবরে উইলমূলে দান।- কোনো বিশেষণসূচক বিশেষ শব্দ ব্যবহার না করিয়া "উত্তরাধিকারী" বা "সঠিক উত্তরাধিকারী" বা "আত্মীয়" কিংবা "নিকটাত্মীয়" বা "পরিবার" বা "সগোত্রতা" "নিকটতম বংশ" বা "দূরবর্তী বংশ" কিংবা বিশেষণসূচক বিশেষ শব্দ ব্যবহার না করিয়া বিশেষ কোনো ব্যক্তি বরাবর উইলমূলে দান করা হইলে, এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত শ্রেণি দানের প্রত্যক্ষ ও স্বাধীন বিষয়বস্তু হয়, সেইক্ষেত্রে উইলমূলে দানকৃত সম্পত্তিটি এমনভাবে বণ্টিত হইবে যেন উক্ত সম্পত্তি উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন এবং তিনি উক্ত সম্পত্তি, তাহার সম্পত্তি হইতে স্বাধীনভাবে দেনা পরিশোধের জন্য রাখিয়া উইলবিহীন অবস্থায় মারা গিয়াছেন।

উদাহরণ

(ক) ক "আমার নিজস্ব নিকটাত্মীয়" বরাবর তাহার সম্পত্তি রাখিয়া যায়। ক উইলবিহীন অবস্থায় তাহার দেনা পরিশোধের জন্য সম্পত্তি রাখিয়া মারা গেলে যাদের উপর বর্তাইত, উক্ত সম্পত্তিটি সেই সকল অধিকারী ব্যক্তিগণের বরাবর বর্তাইবে।

(খ) ক খ-কে ১০,০০০ টাকা উইলমূলে জীবনস্বত্বে দান করিয়া যায় এবং খ এর মৃত্যুর পর "আমার নিজস্ব উত্তরাধিকারীগণকে" দান করে। যদি উক্ত টাকা ক এর উইলমূলে দানকৃত সম্পত্তি না হইত তাহা হইলে খ এর মৃত্যুর পর উহাতে অধিকারী ব্যক্তিগণের উপর বর্তাইবে।

(গ) ক তাহার সম্পত্তি খ-কে দান করে; কিন্তু খ ক এর পূর্বে মারা গেলে খ এর পরবর্তী আত্মীয়কে দিয়া যায়। খ ক এর পূর্বে মারা যায়। সম্পত্তিটি এমনভাবে বর্তাইবে যেন উহা খ এর দখলভুক্ত এবং দেনা পরিশোধের জন্য তিনি উহা উইলবিহীন অবস্থায় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছে।

(ঘ) ক খ-কে ১০,০০০ টাকা তাহার জীবনস্বত্বে দান করে এবং খ এর মৃত্যুর পর উহা 'গ' এর উত্তরাধিকারীগণকে দিয়া যায়। উত্তরদান এমনভাবে বর্তাইবে যেন উহা গ এর দখলভুক্ত এবং দেনা পরিশোধের জন্য সে উহা উইলবিহীন অবস্থায় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছে।

৯৪। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির 'প্রতিনিধি' ইত্যাদি বরাবর উইলমূলে দান।- যেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির 'প্রতিনিধি' বা 'আইনগত প্রতিনিধি' বা 'ব্যক্তিগত প্রতিনিধি' বা 'নির্বাহক বা প্রশাসক' এর বরাবর উইলমূলে দান করা হয় এবং উক্তভাবে নির্ধারিত শ্রেণি দানের প্রত্যক্ষ ও স্বাধীন বিষয়বস্তু হয়, সেইক্ষেত্রে দানকৃত সম্পত্তিটি এমনভাবে বণ্টিত হইবে যেন উহা উক্তরূপ ব্যক্তির মালিকানাধীন এবং উহা হইতে স্বাধীনভাবে তাহার দেনা পরিশোধের জন্য সম্পত্তি রাখিয়া উইলবিহীন অবস্থায় মারা গিয়াছেন।

উদাহরণ

ক এর 'আইনগত প্রতিনিধি' বরাবর উইলমূলে দান করা হয়। ক দেউলিয়া হইয়া উইলবিহীন অবস্থায় মারা যায়। খ তাহার প্রশাসক। খ উক্ত উত্তরদান গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রথমে উইলের অপরিশোধিত দেনা পরিশোধ করিবার জন্য ব্যবহার করিবে, তারপর যদি কোনো অতিরিক্ত থাকে তাহা হইলে খ ক এর মৃত্যুতে যে সকল ব্যক্তি ক এর সম্পত্তি পাইবার অধিকারী হইত তাহাদেরকে প্রদান করিবে।

৯৫। সীমাবদ্ধ শব্দবিহীন উইলমূলে দান।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে সম্পত্তি উইলমূলে দান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তিতে উইলকারীর সমুদয় স্বার্থ পাইবার অধিকারী হইবেন, যদি না উইল হইতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, কেবল সীমাবদ্ধ স্বার্থেই তাহার প্রতি দানের ইচ্ছা করা হইয়াছিল।

৯৬। বিকল্প হিসাবে উইলমূলে দান।- যেক্ষেত্রে সম্পত্তি কোনো ব্যক্তিকে কিংবা ব্যক্তি শ্রেণিকে অন্য কাহারও বিকল্প হিসাবে দান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উইল হইতে ভিন্নরূপ কোনো কিছু প্রতীয়মান না হইলে, প্রথম গ্রহীতা উত্তরদানের অধিকারী হইবেন, যদি তিনি উহা কার্যকর করিবার সময় জীবিত থাকেন; কিন্তু তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় স্তর হিসাবে উল্লিখিত ব্যক্তির শ্রেণি অধিকারী হইবেন।

উদাহরণমালা

(ক) একটি উইলমূলে ক বা খ কে দান করা হয়। উইলকারীর মৃত্যুর পর ক জীবিত আছে। খ সেইক্ষেত্রে কিছুই পাইবে না।

(খ) একটি উইলমূলে ক ও খ কে দান করা হয়। উইল করিবার পর কিন্তু উইলকারীর মৃত্যুর পূর্বে ক মারা যায়। খ উত্তরদান পাইবে।

(গ) একটি উইলমূলে ক বা খ কে দান করা হয়। উইলের তারিখে ক মারা যায়। খ উত্তরদান পাইবে।

(ঘ) ক বা তাহার উত্তরাধিকারী বরাবর সম্পত্তি উইলমূলে দান করা হয়। উইলকারীর মৃত্যুর পর ক জীবিত। ক সম্পূর্ণভাবে সম্পত্তি পাইবে।

(ঙ) ক বা তাহার নিকট আত্মীয় বরাবর কোনো সম্পত্তি উইলমূলে দান করা হয়। উইলকারীর জীবদ্দশাতেই ক মারা যায়। উইলকারীর মৃত্যুর পর দানটি ক এর নিকটাত্মীয়গণের বরাবর কার্যকর হইবে।

(চ) উইলমূলে ক এর বরাবর জীবনস্বত্বে সম্পত্তি দান করা হয় এবং তাহার মৃত্যুর পর খ-কে কিংবা খ এর উত্তরাধিকারীগণকে দান করা হয়। উইলকারীর মৃত্যুর পর ক এবং খ জীবিত। ক এর জীবদ্দশাতেই খ মারা যায়। ক এর মৃত্যুর পর দানটি খ এর উত্তরাধিকারীগণের বরাবর কার্যকর হইবে।

(ছ) উইলমূলে ক-কে জীবনস্বত্বে সম্পত্তি দান করা হয় এবং তাহার মৃত্যুর পর খ-কে বা খ এর উত্তরাধিকারীগণকে। উইলকারীর জীবদ্দশায় খ মারা যায়। উইলকারীর মৃত্যুর পর ক জীবিত। ক এর মৃত্যুর পর দানটি খ এর উত্তরাধিকারীগণের বরাবর কার্যকর হইবে।

৯৭। উইলমূলে দানের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণি বর্ণনাকারী শব্দের ফলাফল।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে উইলমূলে সম্পত্তি দান করা হয় এবং কোনো শ্রেণির বর্ণনার জন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয় কিন্তু পৃথক ও স্বাধীন কোনো দানের মূল বিষয়বস্তু বলে গণ্য করা হয় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি উইলকারীর সমুদয় স্বার্থের অধিকারী হইবেন, যদিনা ভিন্নরূপ কোনো ইচ্ছা প্রতীয়মান হয়।

উদাহরণমালা

(ক) উইলমূলে একটি দান করা হয়-

ক এবং তাহার সন্তানদেরকে,
ক এবং তাহার বর্তমান স্ত্রীর সন্তানদেরকে,
ক এবং তাহার উত্তরাধিকারীদেরকে,
ক এবং তাহার ঔরসজাত উত্তরাধিকারীদেরকে,
ক এবং তাহার ঔরসজাত পুরুষ উত্তরাধিকারীদেরকে,
ক এবং তাহার ঔরসজাত মহিলা উত্তরাধিকারীদেরকে,
ক এবং তাহার সন্তান-সন্ততিকে,
ক এবং তাহার পরিবারকে,
ক এবং তাহার আরোহীদেরকে,
ক এবং তাহার প্রতিনিধিদেরকে,
ক এবং তাহার ব্যক্তিগত প্রতিনিধিদেরকে,
ক এবং তাহার নির্বাহক এবং প্রশাসকদেরকে।

উক্তরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে ক উইলকারীর সমুদয় সম্পত্তিতে স্বার্থ লাভ করিবে।

(খ) ক এবং তাহার ভাইদেরকে উইলমূলে দান করা হয়। ক এবং তাহার ভাইগণ যৌথভাবে উক্ত উইলের অধিকারী।

(গ) ক-কে জীবনস্বত্বে এবং ক এর মৃত্যুর পর তাহার সন্তানকে উইল করা হয়। ক এর মৃত্যুর পর ক এর সন্তানদের বর্ণনা মোতাবেক প্রযোজ্য সকল ব্যক্তিগণের প্রত্যেকে সমান অংশ সম্পত্তি পাইবে।

৯৮। শুধু সাধারণ বর্ণনাধীন ব্যক্তি শ্রেণিকে উইলমূলে দান।- যেক্ষেত্রে শুধু সাধারণ বর্ণনাধীনে কোনো ব্যক্তি শ্রেণিকে উইলমূলে দান করা হয়, সেইক্ষেত্রে বর্ণনার শব্দাবলি যাহাদের উপর সাধারণ অর্থে প্রযোজ্য হয় না, তাহারা উত্তরদান গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৯৯। শব্দের ব্যাখ্যা।- একটি উইলে-

(ক) "সন্তান" শব্দটি যে ব্যক্তির "সন্তান" সম্পর্কে বলা হয় সেই ব্যক্তির প্রথম ধাপের কেবল প্রত্যক্ষ আরোহীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(খ) "নাতি-নাতনী" শব্দটি যে ব্যক্তির "নাতি-নাতনী" সম্পর্কে বলা হয় সেই ব্যক্তির দ্বিতীয় ধাপে কেবল প্রত্যক্ষ আরোহীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(গ) "ভাইপো" এবং "ভাইঝি" শব্দ দুইটি কেবল ভাই বা বোনের ছেলে-মেয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(ঘ) "চাচাতো/খালাতো ভাই-বোন" বা "প্রথম চাচাতো/খালাতো বোন" বা "জার্মান চাচাতো/খালাতো ভাই-বোন" যে ব্যক্তির "চাচাতো/খালাতো ভাই-বোন" বা "প্রথম চাচাতো/খালাতো বোন" বা "জার্মান চাচাতো/খালাতো ভাই-বোন" সম্পর্কে বলা হয় সেই ব্যক্তির পিতা বা মাতার ভাই বোনের সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(ঙ) "প্রথম খালাতো/চাচাতো ভাই-বোন বাদ দিয়া" শব্দাবলি যে ব্যক্তির প্রথম চাচাতো/খালাতো ভাই-বোন সম্পর্কে বলা হয়, সেই ব্যক্তির পিতা-মাতার জার্মান চাচাতো/খালাতো ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে বা জার্মান চাচাতো/খালাতো ভাই-বোন সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(চ) "দ্বিতীয় চাচাতো/খালাতো ভাই-বোন" শব্দাবলি যে ব্যক্তির সন্তান সম্পর্কে বলা হয় সেই ব্যক্তির দাদা বা দাদীর ভাই বা বোনের নাতি-নাতনীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(ছ) "সন্তান" এবং "আরোহী" শব্দাবলী যে ব্যক্তির সন্তান বা আরোহী সম্পর্কে বলা হয় সেই ব্যক্তির কেবল প্রত্যক্ষ সকল আরোহীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(জ) রক্ত সম্পর্কীয় বর্ণনাকৃত শব্দাবলি আপন এবং সৎ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য হইবে; এবং

(ঝ) সম্পর্ক প্রকাশকারী সকল শব্দাবলি মাতৃগর্ভে সন্তানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যে পরবর্তীতে জন্মগ্রহণ করে।

১০০। সম্পর্ক প্রকাশকারী শব্দাবলি কেবল বৈধ আত্মীয়তার সম্পর্ককে নির্দেশ করিবে বা উক্ত সম্পর্ক না থাকিলে সুপরিচিত সম্পর্ককে নির্দেশ করিবে।- উইলে বিপরীতধর্মী কোনো ইঙ্গিতের অবর্তমানে "সন্তান" শব্দ বা "ছেলে" শব্দ বা "কন্যা" শব্দ অথবা সম্পর্ক প্রকাশকারী অন্য কোনো শব্দে কেবল বৈধ আত্মীয়তার সম্পর্ককে নির্দেশ করিবে, কিংবা যেক্ষেত্রে উক্ত বৈধ সম্পর্ক নাই, সেইক্ষেত্রে উইলের তারিখে সুপরিচিত সম্পর্ককে নির্দেশ করিবে।

উদাহরণ

(ক) ক এর খ, গ এবং ঘ নামে তিন সন্তান রহিয়াছে। খ ও গ বৈধ, কিন্তু ঘ অবৈধ সন্তান। ক তাহার সম্পত্তি 'আমার সন্তানদের' মধ্যে ভাগ করিবার জন্য রাখিয়া যায়। ঘ-কে বাদ দিয়া খ ও গ এর মধ্যে সম্পত্তি সমভাবে বণ্টিত হইবে।

(খ) ক এর একটি অবৈধ ভাইঝি আছে যে তাহার ভাইজি হিসাবেই সুপরিচিত এবং ক এর অন্য কোনো বৈধ ভাইঝি নাই। ক ভাইঝিকে অর্থ দান করে। অবৈধ ভাইঝি উত্তরদানের অধিকারী হইবে।

(গ) ক তাহার সন্তানদের কথা এবং অবৈধ সন্তান খ এর নাম উল্লেখ করিয়া "আমার উক্ত সন্তানদের বরাবরে" বলিয়া উত্তরদান করে। বৈধ সন্তানের সহিত খ উত্তরাধীকারের অংশ পাইবে।

(ঘ) ক "খ এর সন্তানদেরকে" উত্তরদান রাখিয়া যায়। খ মারা যায় কিন্তু অবৈধ সন্তান ব্যতীত আর কাউকে রাখিয়া যায় নাই। উইলের তারিখে যাহারা খ এর সন্তান হইবার সামাজিক সুপরিচিতি অর্জন করিয়াছেন তাহারাই দানের বিষয়বস্তু হইবেন।

(ঙ) ক, 'খ এর সন্তানদের বরাবরে' উত্তরদান করেন। খ এর কখনো কোনো বৈধ সন্তান ছিল না। গ এবং ঘ উইলের তারিখে খ এর সন্তানের মর্যাদা অর্জন করে। উইলের তারিখের পর এবং উইলকারীর মৃত্যুর পূর্বে খ এর ঙ এবং চ নামে সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া খ এর সন্তানের মর্যাদা অর্জন করে। কেবল গ এবং ঘ দানের বিষয়বস্তু হইবেন।

(চ) ক, তাহার স্ত্রী নয় এমন একজন মহিলার গর্ভজাত সন্তানকে দান করে। উইলের তারিখে খ উক্ত মহিলার দ্বারা ক এর সন্তানের মর্যাদা অর্জন করে। খ উত্তরদানটি পাইবে।

(ছ) ক, কখনো তাহার স্ত্রী হইবে না এমন একজন মহিলার গর্ভজাত তাহার সন্তানকে দান করে। উত্তরদানটি অবৈধ।

(জ) ক তাহার সহিত বিবাহিত নয় কিন্তু গর্ভবতী এমন একজন মহিলার সন্তানকে উত্তরদান করে। উত্তরদানটি বৈধ।

১০১। যেক্ষেত্রে একই ব্যক্তি বরাবর দুইটি দান করা হয় সেইক্ষেত্রে উইলের ব্যাখ্যার বিধান।- যেক্ষেত্রে একটি উইল দ্বারা একই ব্যক্তি বরাবরে দুইটি দান করা হয় এবং যদি এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, উইলকারী প্রথম দানটির পরিবর্তে, বা প্রথমটির অতিরিক্ত হিসেবে দ্বিতীয় দানটি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন কিনা; এবং তিনি কী ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে যদি উইলে প্রমাণ করিবার কিছু না থাকে, সেইক্ষেত্রে উইলের ব্যাখ্যায় নিম্নবর্ণিত বিধানসমূহ কার্যকর হইবে:-

(ক) যদি একটি নির্দিষ্ট বস্তু একই উইলে; কিংবা উইলে ও কডিসিলে পুনরায় একই উত্তরদান গ্রহীতা বরাবরে দুইবার উইলমূলে দান করা হয়, তাহা হইলে তিনি কেবল উক্ত নির্দিষ্ট বস্তুটি গ্রহণের অধিকারী হইবেন।

(খ) যেক্ষেত্রে এক এবং একই উইল বা এক এবং একই কডিসিলে কোনো নির্দিষ্ট কিছু একই পরিমাণ একই ব্যক্তির বরাবরে উইলের দুই স্থানে উইলমূলে দান করা হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি শুধু উক্ত একটি উত্তরদানের অধিকারী হইবেন।

(গ) যেক্ষেত্রে ভিন্ন পরিমাণের দুইটি উত্তরদান একই উইলে বা একই কডিসিলে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানগ্রহীতা উভয়টিতে অধিকারী হইবেন।

(ঘ) যেক্ষেত্রে সমান বা ভিন্ন পরিমাণের দুইটি উত্তরদান একটি উইল দ্বারা এবং অন্যটি ক্রোড়পত্র (codicil) দ্বারা একই উত্তরদানগ্রহীতাকে দেওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানগ্রহীতা উভয় উত্তরদানের অধিকারী হইবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার দফা (ক) হইতে (ঘ) পর্যন্ত "উইল" শব্দার্থে ক্রোড়পত্রকে (codicil) অন্তর্ভুক্ত করিবে না।

উদাহরণ

(ক) ক এর ভারতের ইম্পেরিয়াল ব্যাংকে দশটি শেয়ার আছে, এর বেশি নয়। সে এই বলিয়া উইল করে "আমি খ-কে ভারতের ইম্পেরিয়াল ব্যাংকে আমার দশটি শেয়ার উইলমূলে দান করিলাম"। অন্যান্য দানের পরে "এবং আমি ভারতের ইম্পেরিয়াল ব্যাংকে আমার দশটি

শেয়ার খ-কে দান করিলাম”- এই শব্দাবলি দ্বারা উইলটি শেষ করে। খ শুধু ভারতের ইম্পেরিয়াল ব্যাংকে ক এর দশটি শেয়ার পাইবেন।

(খ) ক এর খ কর্তৃক প্রদত্ত একটি ডায়মন্ডের আংটি আছে, যাহা তিনি গ-কে উইলমূলে দান করে। পরবর্তীতে ক তাহার উইলের ক্রোড়পত্র (codicil) করে এবং তাহার অন্যান্য উত্তরদানকে দেওয়ার পর তিনি গ-কে আংটি দান করে। গ আংটি ছাড়া অন্য কিছু দাবি করিতে পারিবে না।

(গ) ক উইলমূলে খ-কে ৫০০০ টাকা দান করে এবং পরবর্তীতে একই উইলে একই শব্দাবলি পুনরায় ব্যাক্ত করে। খ শুধুমাত্র ৫০০০ টাকার উত্তরদানটি পাইবে।

(ঘ) ক উইলমূলে খ-কে ৫০০০ টাকা দান করে এবং পরবর্তীতে একই উইলে খ-কে ৬০০০ টাকা দান করে। খ মোট ১১০০০ টাকা পাইবে।

(ঙ) ক উইলমূলে খ-কে ৫০০০ টাকা এবং সেই একই উইলের কডিসিলে ৫০০০ টাকা দান করে। খ মোট ১০,০০০ টাকা পাইবে।

(চ) ক তাহার উইলের একটি ক্রোড়পত্রমূলে (codicil) খ-কে ৫০০০ টাকা এবং অপর একটি ক্রোড়পত্রমূলে (codicil) খ-কে ৬০০০ টাকা দান করে। খ মোট ১১,০০০ টাকা পাইবে।

(ছ) ক উইলমূলে খ-কে ৫০০ টাকা দান করে ইহা উল্লেখ করিয়া যে, “কারণ খ আমার নার্স” এবং উইলের অন্য অংশে তাকে “৫০০ টাকা দান করে এই উল্লেখ করিয়া যে, “কারণ তিনি আমার সন্তানের সহিত ইংল্যান্ড গিয়াছিলেন” । খ মোট ১০০০ টাকা পাইবে।

(জ) ক একটি উইলমূলে খ-কে ৫০০০ টাকা এবং উইলের অন্য অংশে ভাতা হিসাবে খ-কে ৪০০ টাকা দান করে। খ উভয় উত্তরদান পাইবে।

(ঝ) ক উইলমূলে খ-কে ৫০০০ টাকা দান করে এবং যদি সে আঠরো বৎসর বয়স পূর্ণ করে তাহা হইলে ৫০০০ টাকা দান করে। খ উক্ত ৫০০০ টাকা পুরোটাই পাইবে এবং শর্ত সাপেক্ষে অপর ৫০০০ টাকা পাইবে।

১০২। অবশিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতা বিবেচিত।- উইলকারীর ইচ্ছা প্রকাশক যে কোনো শব্দ দ্বারা অবশিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতা বিবেচনা করা যাইবে, যাহার মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যক্তি তাহার সম্পত্তির অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট পাইবেন।

উদাহরণ

(ক) ক উইল সংক্রান্ত অনেকগুলো কাগজপত্রের মাধ্যমে একটি উইল করিয়া যায়। উক্ত কাগজপত্রের একটিতে নিম্নবর্ণিত কথাগুলো লেখা ছিল: - “আমি মনে করি, আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় ব্যয়, ইত্যাদি নির্বাহ করিবার পর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে যাহার সম্পূর্ণ, বর্তমানে স্কুলে অধ্যয়নরত খ পাইবে, পরবর্তীতে খ যে পেশায় নিয়োজিত হইবে সেই পেশার উপযোগী হইবার জন্য ব্যয়িত হইবে।” এইক্ষেত্রে খ অবশিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(খ) ক তাহার উইলের শেষে নিম্নবর্ণিত কথাটি উল্লেখ করিয়া উইল করেন “আমি বিশ্বাস করি যে, আমার দেনা পরিশোধ করিবার মতো পর্যাপ্ত টাকা আমার ব্যাংকারের হাতে থাকিবে এবং খ, উক্ত টাকা হইতে আমার দেনা পরিশোধ করিয়া বাকি টাকা তাহার কাছে রাখিবেন। এইক্ষেত্রে খ অবশিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(গ) ক, কিছু নির্দিষ্ট স্টক ও ফান্ড ব্যতীত তাহার সমূদয় সম্পত্তি খ-কে উইল করে; এবং উক্ত স্টক ও ফান্ড সে গ-কে উইল করে। এইক্ষেত্রে খ অবশিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতা।

১০৩। অবশিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতা যে সম্পত্তিতে অধিকারী হইবেন।- অবশিষ্ট দানের ক্ষেত্রে, উত্তরদানগ্রহীতা উইলকারীর মৃত্যুর সময় বিদ্যমান তাহার সকল সম্পত্তি পাইবেন, যদিনা উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে অন্য কোনো বলবৎযোগ্য উইল থাকে।

উদাহরণ

ক উইলমূলে কয়েকটি উত্তরদান করে, যাহার মধ্যে একটি ধারা ১১৮ এর অধীন বাতিল এবং অন্যটি তাহার জীবদ্দশায় উত্তরদানগ্রহীতার মৃত্যুর কারণে তামাদি হইয়া যায়। সে তাহার অবশিষ্ট সম্পত্তি খ কে উইলমূলে দান করে। উক্ত উইল সম্পাদনের পর, ক একটি জমিদারী ক্রয় করেন, যাহা মৃত্যুর সময়ে তাহার দখলে থাকে। খ উপরিউক্ত দুইটি উত্তরদান এবং অবশিষ্টাংশ হিসাবে জমিদারীটির অধিকারী হইবেন।

১০৪। সাধারণ শর্তে উত্তরদান ন্যস্ত হইবার সময়সীমা।- পরিশোধের সময়সীমা উল্লেখ না করিয়া যদি সাধারণ শর্তে একটি উত্তরদান করা হয়, তাহা হইলে উইলকারীর মৃত্যুর দিন হইতে উত্তরদানটিতে উত্তরদানগ্রহীতার স্বার্থ থাকিবে, এবং যদি তিনি উহা গ্রহণ না করিয়া মৃত্যুবরণ করেন, তাহা হইলে উহা তাহার প্রতিনিধির নিকট ন্যস্ত হইবে।

১০৫। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উত্তরদান তামাদি হইয়া যাইবে।- (১) উত্তরদানগ্রহীতা যদি উইলকারীর পূর্বেই মারা যান, তাহা হইলে উত্তরদানটি কার্যকর করা যাইবে না এবং তামাদি হইয়া যাইবে; এবং যদি না উইলমূলে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, উইলকারী উত্তরদানটি অন্য কাহারো বরাবরে ন্যাস্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি উইলকারীর সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ হইবে।

(২) উত্তরদান গ্রহণে উত্তরদানগ্রহীতার প্রতিনিধিকে অধিকার দেওয়ার জন্য প্রমাণ করিতে হইবে যে, উইলকারীর মৃত্যুর সময় তিনি জীবিত ছিলেন।

উদাহরণ

(ক) উইলকারী খ-কে উইলমূলে দান করে এই বলিয়া যে "আমার নিকট খ ৫০০ টাকা দেনা" । খ, উইলকারীর পূর্বেই মারা যায়। উত্তরদানটি তামাদি হইয়া যাইবে।

(খ) ক এবং তাহার সন্তান বরাবর একটি উইলমূলে দান করা হয়। ক উইলকারীর পূর্বেই মারা যান কিংবা উইল সম্পাদনের সময় মৃত্যুবরণ করেন, ক এবং তাহার সন্তানের বরাবরে উত্তরদানটি তামাদি হইয়া যাইবে।

(গ) ক কে একটি উত্তরদান করা হয় এবং উইলকারীর পূর্বে ক মৃত্যুবরণ করিবার ক্ষেত্রে খ-কে উত্তরদান করা হয়। উইলকারীর পূর্বেই ক মারা যায়। উত্তরদানটি খ পাইবেন।

(ঘ) ক-কে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জীবনস্বত্বে উইলমূলে দান করা হয় এবং তাহার মৃত্যুর পর, খ-কে। উইলকারীর জীবদ্দশায় ক মারা যায়; খ জীবিত। খ এর বরাবর দানটি কার্যকর হয়।

(ঙ) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আঠারো বৎসর পূর্ণ হইলে ক-কে এবং আঠারো বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে ক মারা গেলে খ-কে দান করা হয়। ক আঠারো বৎসর পূর্ণ করিবার পর কিন্তু উইলকারীর জীবদ্দশায় মারা যায়। ক-এর বরাবরে উত্তরদানটি তামাদি হয়, কিন্তু খ-এরটিও কার্যকর হইবে না।

(চ) একই জাহাজ দুর্ঘটনায় উইলকারী এবং উত্তরদানগ্রহীতা উভয়েই মারা যায়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কে প্রথমে মারা যায় সে সম্পর্কে কোনো সাক্ষ্য নাই। উত্তরদানটি তামাদি হইবে।

১০৬। উইলকারীর পূর্বেই দুইজন যৌথ উত্তরদানগ্রহীতার যে কোনো একজন মারা গেলে উত্তরদান তামাদি হইবে না।- যদি যৌথভাবে দুইজন ব্যক্তিকে উত্তরদান করা হয় এবং তাহাদের কোনো একজন উইলকারীর পূর্বে মারা যান, তাহা হইলে অন্য উত্তরদানগ্রহীতা সমুদয় উত্তরদানটি পাইবেন।

উদাহরণ

ক এবং খ কে সাধারণভাবে একটি উত্তরদান করা হয়। উইলকারীর পূর্বেই ক মারা যায়। খ উত্তরদানটি পাইবে।

১০৭। সুনির্দিষ্ট অংশ প্রদানের জন্য উইলকারীর অভিপ্রায়মূলক শব্দের ফলাফল।- যদি কোনো ব্যক্তি কোনো সুনির্দিষ্ট অংশ উল্লেখ করিয়া উত্তরদানগ্রহীতাগণকে একটি উত্তরদান প্রদান করেন, তাহা হইলে উইলকারীর পূর্বে উত্তরদানগ্রহীতাগণের কোনো একজন মারা গেলে উত্তরদানটির যতখানি অংশ তাহার জন্য প্রদানের অভিপ্রায় করা হইয়াছিল, ততখানি অংশ উইলকারীর সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের মধ্যে পড়িবে।

উদাহরণ

ক, খ এবং গ-এর মধ্যে সমভাবে ভাগ করিবার কথা বলিয়া কিছু অর্থ দান করা হয়। উইলকারীর পূর্বেই ক মারা যায়। ক উইলকারীর মৃত্যুর পূর্বে মারা না গেলে খ বা গ যে অংশ পাইত সেই অংশই শুধু পাইবে।

১০৮। যখন তামাদি অংশ অবণ্টিত থাকে।- যেক্ষেত্রে কোনো তামাদি অংশ কোনো উইলমূলের সাধারণ অবশিষ্টাংশের অংশ হয়, সেইক্ষেত্রে উহা অবণ্টিত থাকিবে।

উদাহরণ

ক, খ এবং গ এর মধ্যে সমভাবে ভাগ করার কথা বলিয়া কিছু অর্থ দান করা হয়। উইলকারীর পূর্বেই ক মারা যায়। ক এর অংশ অবণ্টিত থাকিবে।

১০৯। উইলকারীর জীবদ্দশায় উইলগ্রহীতার সন্তান বা প্রত্যক্ষ আরোহীর মৃত্যুতে উইল তামাদি হইবে না।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি তাহার কোনো সন্তান বা অন্য কোনো প্রত্যক্ষ আরোহীকে উইল করেন কিন্তু উইলকারীর জীবদ্দশাতেই উক্ত উইলগ্রহীতার সন্তান বা প্রত্যক্ষ আরোহী মৃত্যুবরণ করেন, এবং উইলগ্রহীতার অন্য কোনো প্রত্যক্ষ আরোহী জীবিত থাকেন, সেইক্ষেত্রে উইলে অন্য কোনো অভিপ্রায় উল্লেখ না থাকিলে, উক্ত উইল তামাদি হইবে না, এবং এমনভাবে কার্যকর হইবে যেন উক্ত আরোহীর মৃত্যু উইলকারীর মৃত্যুর পর হইয়াছে।

উদাহরণ

ক একান্তই তাহার সন্তান খ এর সুবিধা ও ব্যবহারের জন্য কিছু অর্থ উইল করে। ক এর জীবদ্দশাতেই খ, গ নামক এক পুত্র রাখিয়া মারা যায়। ক এর মৃত্যুর পর গ তাহার বিধবা স্ত্রী ঘ-কে রাখিয়া মারা যায়। ঘ উক্ত অর্থ পাইবে।

১১০। খ এর সুবিধার জন্য ক এর বরাবরে করা উইল, ক এর মৃত্যুতে তামাদি হইবে না।- যেক্ষেত্রে, কোনো একটি উইল কোনো ব্যক্তির বরাবরে অন্য ব্যক্তির সুবিধার জন্য করা হয়, সেইক্ষেত্রে উইলকারীর জীবিত অবস্থায় উইলগ্রহীতার মৃত্যুতে উক্ত উত্তরদান তামাদি হইবে না।

১১১। কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিকে উইলের ক্ষেত্রে উত্তরজীবীতা।- যেক্ষেত্রে কোনো একটি উইল কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকে করা হয়, সেইক্ষেত্রে উইলকৃত বস্তু শুধু উইলকারীর মৃত্যুর সময় যাহারা জীবিত থাকিবেন তাহাদের উপর বর্তাইবে।

ব্যতিক্রম।- যদি কোনো একটি উইল কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নির্দিষ্ট নিকটাত্মীয়ের শ্রেণিকে করা হয় কিন্তু তাহাদের দখল, পূর্বের কৃত কোনো উইল বা অন্য কোনো কারণে, উইলকারীর মৃত্যুর পরবর্তী কোনো সময় পর্যন্ত বিলম্বিত

করা হয়, সেইক্ষেত্রে যাহারা জীবিত থাকিবেন তাহাদের উপর উহা বর্তাইবে এবং যাহারা উইলকারীর মৃত্যুর পর মারা গিয়াছেন তাহাদের প্রতিনিধিগণের উপর বর্তাইবে।

উদাহরণ

(ক) ক ১০০০ টাকা এই বলিয়া উইল করে যে 'খ এর সন্তানদের উপর' করা হইল। কিন্তু কখন তাহা বণ্টন করা হইবে উহা উল্লেখ করা হয় নাই। খ তিনজন সন্তান গ, ঘ ও ঙ কে রাখিয়া, উইলের তারিখের পূর্বেই মারা যায়। উইলের তারিখের কিন্তু ক এর মৃত্যুর পূর্বেই, ঙ মারা যায়। ক এর মৃত্যুতে গ এবং ঘ উক্ত সম্পত্তি পাইবে এবং ঙ এর প্রতিনিধিগণ বাদ যাইবে।

(খ) কোনো বসতবাড়ীর বাৎসরিক লিজ ক এর বরাবর তাহার জীবনস্বত্বের জন্য, এবং তাহার মৃত্যুর পর খ এর সন্তানদের বরাবর উইল করা হয়। উইলকারীর মৃত্যুর সময় খ এর গ এবং ঘ নামক দুইজন সন্তান রহিয়াছে এবং খ এর আর কোনো সন্তান নাই। ক এর জীবদ্দশায় গ, ঙ নামক তাহার নির্বাহক রাখিয়া মারা যায়। ক এর মৃত্যুর সময় ঘ জীবিত থাকিলে ঘ এবং ঙ উভয়েই উক্ত লিজের মেয়াদ পর্যন্ত উহাতে দাবিদার হইবে।

(গ) একটি নির্দিষ্ট টাকার পরিমাণ, ক এর জীবনস্বত্ব পর্যন্ত এবং ক এর মৃত্যুর পর খ এর সন্তানদের উপর উইল করা হয়। উইলকারীর মৃত্যুর সময় খ এর গ এবং ঘ নামে দুইজন সন্তান জীবিত রহিয়াছে, এবং উক্ত ঘটনার পর খ এর ঙ এবং চ নামে দুইটি সন্তান হয়। ক এর জীবদ্দশায় গ ও ঙ মারা যায়। গ এর একটি উইল করা ছিল কিন্তু ঙ এর কোনো উইল করা ছিল না। ক, ঘ এবং চ কে রাখিয়া মারা যায়। উইলটি সমান চার ভাগে ভাগ হইবে, গ এর নির্বাহক, ঘ নিজে, ঙ এর প্রশাসক এবং চ নিজে প্রত্যেকে এক ভাগ করিয়া পাইবেন।

(ঘ) ক তাহার মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ খ এর জীবনস্বত্ব পর্যন্ত এবং খ এর মৃত্যুর পর খ এর বোনদের বরাবরে উইল করে। ক এর মৃত্যুতে খ এর গ এবং ঘ নামে দুই বোন জীবিত এবং উক্ত ঘটনার পর ঙ নামে আর এক বোনের জন্ম হয়। খ এর জীবদ্দশায় গ মৃত্যু বরণ করে এবং ঘ ও ঙ জীবিত। ক এর মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ সমান ভাগে ঘ, ঙ এবং গ এর প্রতিনিধির মধ্যে ভাগ হইবে।

(ঙ) ক ১০০০ টাকা খ এর জীবনস্বত্ব পর্যন্ত এবং খ এর মৃত্যুর পর গ এর সন্তানদের বরাবরে সমান ভাগে উইল করে। খ এর মৃত্যু পর্যন্ত গ এর কোনো সন্তান হয় নাই। খ এর মৃত্যুতে উক্ত উইল বাতিল হইবে।

(চ) ক, ১০০০ টাকা, গ এর মৃত্যুর ঘটনায়, খ এর 'বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল সন্তান' এর উপর ভাগ করিবার উইল করে। উইলকারীর মৃত্যুর সময় খ এর ঘ ও ঙ নামে দুইজন সন্তান জীবিত। উইলকারীর মৃত্যুর পর, কিন্তু গ এর জীবদ্দশায় খ এর চ ও ছ নামে আরও দুই সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। গ এর মৃত্যুর পর খ এর আরও এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। ঘ, ঙ, চ ও ছ এর উপর উক্ত উইল বর্তাইবে এবং খ এর পরে জন্ম নেয়া সন্তান বাদ যাইবে।

(ছ) ক, একটি তহবিল, খ এর বড় সন্তান যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হইবে তখন খ এর সকল সন্তানের মধ্যে ভাগ করিবার জন্য উইল করেন। ক এর মৃত্যুর সময় খ এর গ নামক একমাত্র জীবিত সন্তান আছে। পরে তাহার ঘ ও ঙ নামে আরও দুই সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। ঙ মারা যায়। কিন্তু গ প্রাপ্তবয়স্ক হইবার সময় গ ও ঘ উভয়েই জীবিত। গ, ঘ এবং ঙ এর প্রতিনিধির মধ্যে উক্ত তহবিল বণ্টিত হইবে, কিন্তু গ এর প্রাপ্তবয়স্ক হইবার সময় যদি খ এর অন্য কোনো সন্তান জন্মা গ্রহণ করে তাহা হইলে সে বাদ পড়িবে।

সপ্তম অধ্যায়

বাতিল দান সম্পর্কিত

১১২। সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দ্বারা এমন ব্যক্তিকে দান করা উইলকারীর মৃত্যুর সময় যাহার অস্তিত্ব নাই।- যেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দ্বারা কোনো ব্যক্তি বরাবরে দান করা হয়, উইলকারীর মৃত্যুর সময় উক্তরূপ বর্ণনা অনুযায়ী যাহার কোনো অস্তিত্বই থাকে না, সেইক্ষেত্রে দানটি বাতিল।

ব্যতিক্রম।- যদি নির্দিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞাতির নির্দিষ্ট ধাপে অবস্থিত শ্রেণি বরাবর সম্পত্তি দান করা হয়, কিন্তু উহার দখল, পূর্বে করা কোনো দান বা অন্য কোনো কারণে, উইলকারীর মৃত্যু পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়, এবং উক্ত বর্ণনা অনুযায়ী ব্যক্তি উইলকারীর মৃত্যুর সময় জীবিত থাকেন; বা উক্ত ঘটনা এবং পরবর্তী সময়ের মধ্যে জন্ম লাভ করেন, তাহা হইলে সম্পত্তি উক্ত ব্যক্তি পাইবেন অথবা তিনি মৃত্যু বরণ করিলে তাহার প্রতিনিধি পাইবেন।

উদাহরণ

(ক) ক, খ এর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ১০০০ টাকা দান করেন। উইলকারীর মৃত্যুর সময় খ এর কোনো সন্তান ছিল না। দানটি বাতিল হইবে।

(খ) ক, খ কে তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত এবং খ এর মৃত্যুর পর গ এর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ১০০০ টাকা দান করেন। উইলকারীর মৃত্যুর সময় গ এর কোনো পুত্র ছিল না। পরবর্তীতে খ এর জীবদ্দশায় গ এর একটি পুত্র সন্তান হয়। খ এর মৃত্যুর পর উক্ত উত্তরদানটি গ এর পুত্র পাইবে।

(গ) ক খ-কে তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত এবং খ এর মৃত্যুর পর গ এর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ১০০০ টাকা দান করেন। ক এর মৃত্যুর সময় গ এর কোনো পুত্র ছিল না। খ এর জীবদ্দশায় গ এর ঘ নামে একটি পুত্র সন্তান হয়। প্রথমে ঘ মারা যায়, পরে খ মারা যায়। উত্তরদানটি ঘ এর প্রতিনিধিগণ পাইবে।

(ঘ) ক খ-কে তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত এবং খ এর মৃত্যুর পর গ এর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, গ্রীন একর নামক সম্পত্তি দান করেন। খ এর মৃত্যু পর্যন্ত গ এর কোনো পুত্র হয় নাই। গ এর জ্যেষ্ঠ পুত্র বরাবর দানটি বাতিল হইবে।

(ঙ) ক গ এর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ১০০০ টাকা দান করেন, যাহা খ এর মৃত্যুর পর তাহাকে পরিশোধ করা হইবে। ক এর মৃত্যুর সময় গ এর কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে খ এর জীবদ্দশায় গ এর পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে যে খ এর মৃত্যুর সময় জীবিত। গ এর উক্ত পুত্র ১০০০ টাকা পাইবে।

১১৩। পূর্বদানের শর্তে উইলকারীর মৃত্যুর সময় অস্তিত্বহীন ব্যক্তিকে দান।- যেক্ষেত্রে উইলকারীর মৃত্যুর সময়ে অস্তিত্ব নাই এমন কোনো ব্যক্তিকে দান করা হয়, সেইক্ষেত্রে পরবর্তী দানটি বাতিল হইবে, যদিনা উহা উইলকৃত বস্তুতে উইলকারীর বিদ্যমান অবশিষ্ট সমুদয় স্বার্থ থাকে।

উদাহরণ

(ক) কোনো সম্পত্তি ক কে তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত, ক এর মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জীবনস্বত্ব পর্যন্ত দান করা হয়। উইলকারীর মৃত্যুর সময় ক এর কোনো পুত্র নাই। ক এর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বরাবরে দানটি অস্তিত্বহীন ব্যক্তির বরাবরে দান হওয়ায় বাতিল হইবে।

(খ) কোনো একটি তহবিল ক কে তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত এবং তাহার মৃত্যুর পরে তাহার কন্যাদেরকে উইলমূলে দান করা হয়। উইলকারীর মৃত্যুর সময় ক জীবিত। ক-এর কন্যা সন্তান থাকিলেও তাহাদের কেউ কেউ উইলকারীর মৃত্যুর সময়ে জন্ম গ্রহণ করে নাই। ক এর

কন্যাদের বরাবরে প্রদত্ত দানপত্রটিতে উইলকৃত তহবিলে উইলকারীর অন্তর্ভুক্ত সকল স্বার্থ থাকিবে। ক-এর কন্যাদের বরাবরে প্রদত্ত দানপত্রটি বৈধ।

(গ) কোনো একটি তহবিল ক কে তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার কন্যাদেরকে উইলমূলে দান করা হয় এই শর্তে যে, কিছু তহবিল ক কে এবং ক এর মৃত্যুর পর তাহার কন্যাগণকে এই মর্মে দান করা হয় যে, যদি কন্যাদের কাহারও আঠারো বৎসরের কম বয়সে বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহার অংশ তাহার জীবনস্বত্বে এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ হইয়া যাইবে। উইলকারীর মৃত্যুর সময় ক এর কোনো কন্যা সন্তান ছিল না, কিন্তু উইলকারীর মৃত্যুর পরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এইক্ষেত্রে, উইলকারীর নির্দেশ এমনভাবে প্রযুক্ত হইবে যেন, কোনো ব্যক্তির বরাবরে কৃত দান উইলকারীর মৃত্যুর সময় যাহার অস্তিত্বই ছিল না এবং দানকৃত বস্তু উইলকারীর বিদ্যমান অবশিষ্ট সমুদয় স্বার্থ হইতে কম, কাজেই তহবিলটির নিষ্পত্তির নির্দেশ বাতিল হইবে।

(ঘ) ক কোনো একটি তহবিল খ কে তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত দান করে এবং এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, খ-এর মৃত্যু হইলে উক্ত অর্থ তাহার কন্যা সন্তানগণের উপর এমনভাবে নিষ্পত্তি হইবে যাহাতে প্রত্যেক কন্যার অংশ সারা জীবনের জন্য তাহার নিজের হয় এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার সন্তানদের মধ্যে বণ্টিত হয়। উইলকারীর মৃত্যুকালে খ-এর জীবিত কোনো কন্যা ছিল না। এইক্ষেত্রে খ-এর কন্যাদের বরাবরে প্রদত্ত একমাত্র দানপত্রটি উক্ত অর্থ নিষ্পত্তি করিবার নির্দেশের মধ্যে নিহিত, এবং উক্ত নির্দেশ এখনো জন্মগ্রহণ করে নাই এইরূপ ব্যক্তিগণের উক্ত তহবিলে নিহিত জীবনস্বত্বের বরাবরে দানপত্রের ন্যায় হইবে। খ-এর কন্যাদের উপর তহবিলটি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ বাতিল হইবে।

১১৪। চিরস্থায়ীত্বের বিরুদ্ধে বিধান।- কোনো সম্পত্তি এমন বিলম্বিতভাবে দান করা যাইবে না যাহা বর্তানোর তারিখে জীবিত এক বা একাধিক ব্যক্তির জীবনকাল এবং এইরূপ জীবনকালের অব্যবহিত পর হইতে অপর কোনো ব্যক্তির নাবালক অবস্থা অতিবাহিত হওবার পর বলবৎ হয়, জীবিত ব্যক্তির বা ব্যক্তিগণের জীবনকাল সমাপ্ত হওয়ার সময় উক্ত নাবালকের অস্তিত্ব থাকিতে হইবে এবং নাবালক সাবালক হইবার সহিত সৃষ্ট স্বার্থ তাহার উপর বর্তাইবে।

উদাহরণ

(ক) কোনো একটি তহবিল ক-কে তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত এবং তাহার মৃত্যুর পর খ এর বরাবর তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত দান করা হয়; এবং খ এর মৃত্যুর পর খ এর যে ছেলে প্রথমে পঁচিশ বৎসর পূর্ণ করিবে তাহার বরাবরে উইলমূলে দান করা হইল। উইলকারীর মৃত্যুর পর ক ও খ জীবিত। খ এর যে পুত্র আগে পঁচিশ বৎসর পূর্ণ করিবে সে হয়ত উইলকারীর মৃত্যুর পরে জন্মগ্রহণকারী পুত্র; ক ও খ এর মৃত্যুর পর আঠারো বৎসরের অধিক অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত এইরূপ পুত্র পঁচিশ বৎসর পূর্ণ নাও করিতে পারে; এবং ক ও খ-এর জীবনকাল এবং খ-এর পুত্রদের নাবালকত্ব শেষ হইবার পর উক্ত তহবিল ন্যস্ত হওয়া বিলম্বিত হইতে পারে। খ এর মৃত্যুর পরে উইলমূলে উক্ত দানটি অবৈধ।

(খ) কোনো একটি তহবিল ক-কে তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত এবং তাহার মৃত্যুর পর খ এর বরাবর তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত দান করা হয় এবং এবং খ এর মৃত্যুর পর খ এর যে ছেলে প্রথমে পঁচিশ বৎসর পূর্ণ করিবে তাহার বরাবরে উইলমূলে দান করা হয়। খ এক বা একাধিক ছেলে সন্তান রাখিয়া উইলকারীর জীবদ্দশায় মারা যান। এইক্ষেত্রে খ এর সন্তানগণ উইলকারীর মৃত্যুর সময় জীবিত থাকা ব্যক্তিগণ এবং যখন তাহাদের মধ্যে যেকোনো একজন, পঁচিশ বৎসর পূর্ণ করিবে তখন তাহার নিজের জীবদ্দশার মধ্যে পড়ে। উইলমূলে দানটি বৈধ।

(গ) কোনো একটি তহবিল ক-কে তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত, এবং তাহার মৃত্যুর পর খ এর বরাবর তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত দান করা হয়। উইলে এই মর্মে নির্দেশনা দেওয়া হয় যে, খ-এর মৃত্যুর পরে তহবিলটি খ-এর যে সকল সন্তান আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ করিবে, তাহাদের মধ্যে

বিভাজিত হইবে, তবে খ-এর কোনো সন্তানের বয়স আঠারো বৎসর পূর্ণ না হইলে তহবিলটি গ-এর বরাবরে হস্তান্তরিত হইবে। এইক্ষেত্রে খ এর মৃত্যুর পর হইতে আঠারো বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তহবিলটি বিভাজিত হইবার সময় হইবে তাহার উপর যে উইলকারীর মৃত্যুর সময় জীবিত। উইলমূলে সকল দান বৈধ।

(ঘ) কোনো একটি তহবিল উইলকারীর কন্যাদের কল্যাণার্থে ট্রাস্টিদের বরাবরে উইলমূলে হস্তান্তর করা হয় এবং নির্দেশনা দেয়া হয় যে, যদি তাহাদের কোনো একজন নাবালিকা অবস্থায় বিবাহ করিলে তহবিলে তাহার অংশটি এমনভাবে নিষ্পত্তি হইবে যাহাতে তাহার মৃত্যুর পর আঠারো বৎসর পূর্ণ হওয়া তাহার সন্তানের উপর বর্তায়। উইলকারীর মৃত্যুকালে নির্দেশনাটি প্রযোজ্য হয় এমন কোনো কন্যা সন্তানের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকিতে হইবে এবং তহবিলের কোনো অংশ যাহা নির্দেশ মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে, কন্যাদের মৃত্যুর পর হইতে আঠারো বৎসর পর ন্যস্ত হইতে পারিবে না। সকল শর্ত বৈধ।

১১৫। উইলমূলে দান এমন শ্রেণিকে করা যাহাদের কেহ কেহ ধারা ১১৩ ও ১১৪ এর বিধানের অধীন।- যদি কোনো শ্রেণির ব্যক্তিকে উইলমূলে দান করা হয়, যাহাদের কেহ কেহ ধারা ১১৩ বা ১১৪ এর বিধানাবলির অধীন হইবার কারণে উক্ত দান অকার্যকর হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শুধু উক্ত ব্যক্তিগণের উপর উক্ত দান বাতিল হইবে এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বলবৎ থাকিবে।

উদাহরণ

(ক) কোনো একটি তহবিল ক-কে তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত এবং তাহার মৃত্যুর পর পঁচিশ বৎসর বয়স হইবে তাহার এমন সকল সন্তানকে উইলমূলে দান করা হয়। ক উইলকারীর পর জীবিত এবং উইলকারীর মৃত্যুর সময় তাহার কয়েকটি সন্তানও আছে। দানটি কার্যকর করিবার জন্য ক এর জীবিত প্রতিটি সন্তানকে পঁচিশ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। কিন্তু উইলকারীর মৃত্যুর পর ক এর সন্তান থাকিতে পারে, যাহাদের কেহ কেহ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ক এর মৃত্যুর পর আঠারো বৎরর অতিক্রান্ত হয়। উইলকারীর মৃত্যুর পর জীবিত ক এর সন্তানের বরাবর এবং ক এর মৃত্যুর পর যাহাদের আঠারো বৎসর বয়স হয় নাই, তাহাদের বরাবরে দানটি অকার্যকর হইবে। কিন্তু অন্যান্য সন্তানের ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে।

(খ) কোনো একটি তহবিল ক কে তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত, এবং তাহার মৃত্যুর পর খ, গ, ঘ এবং ক-এর অন্য সকল সন্তানকে দান করা হয়, যাহারা পঁচিশ বৎরর বয়স্ক হইবে। উইলকারীর মৃত্যুর সময় ক-এর খ, গ, ঘ সন্তানগণ জীবিত থাকে। সকল দিক হইতে বিষয়টি (ক) নং উদাহরণে বর্ণিত বিষয়ের অনুরূপ হইবে। যদিও খ, গ এবং ঘ এর বরাবরে দানটি কোনো শ্রেণির বরাবরে দান হিসাবে গণ্য করিতে প্রতিহত করিবে না, উহা সম্পূর্ণভাবে বাতিল না। ক এর মৃত্যুর আঠারো বৎসরের মধ্যে পঁচিশ বৎরর বয়স অর্জনকারী খ, গ বা ঘ সকলের ক্ষেত্রেই কার্যকর হইবে।

১১৬। পূর্ববর্তী উইলমূলে করা দানের ব্যর্থতার কারণে অন্য দান কার্যকর হওয়া।- যেক্ষেত্রে ধারা ১১৩ এবং ১১৪ এ বর্ণিত কারণে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণির বরাবরে উইলমূলে করা দান বাতিল হয়, সেইক্ষেত্রে একই উইলে উল্লিখিত এবং উক্ত পূর্বদানের পরবর্তী সময়ে বা উক্ত পূর্বদানের ব্যর্থতায় কার্যকর হইবে মর্মে ইচ্ছাকৃত অন্য কোনো দানও বাতিল হইবে।

উদাহরণ

(ক) কোনো একটি তহবিল ক-কে তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত, এবং তাহার মৃত্যুর পর প্রথমে পঁচিশ বৎসর বয়স হইবে তাহার এমন সন্তানকে উইলমূলে দান করা হয় এবং উক্ত সন্তানের মৃত্যুর পর খ-কে দান করা হয়। উইলকারীর মৃত্যুর সময় ক ও খ জীবিত। খ-এর বরাবরে দানটি

ক-এর সন্তানগণের বয়স পঁচিশ বৎসর হইবার পরে কার্যকর হইবে মর্মে ইচ্ছা ব্যক্ত করা হইয়াছিল যাহা ধারা ১১৪ এর অধীন বাতিল হইবে। খ কে প্রদত্ত দানটিও বাতিল হইবে।

(খ) কোনো একটি তহবিল ক-কে তাহার জীবনস্বত্ব পর্যন্ত, এবং তাহার মৃত্যুর পর প্রথমে যাহার পঁচিশ বৎসর বয়স হইবে এমন সন্তানকে উইলমূলে দান করা হয় এবং ক এর কোনো পুত্র পঁচিশ বৎসর বয়স অর্জন না করিলে খ এর বরাবরে দান করা হয়। উইলকারী ক এবং খ এর পূর্বে মারা যান। খ এর বরাবরে দানটি ক এর পুত্রদের মধ্যে সর্বপ্রথম পঁচিশ বৎসর পূর্ণ করিতে ব্যর্থতার কারণে ধারা ১১৪ এর অধীন উহা বাতিল হইবে। খ এর বরাবরে দানটি বাতিল।

১১৭। পুঞ্জীভূত করিবার নির্দেশের ফলাফল।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো উইলের শর্তাবলিতে এইরূপ নির্দেশ থাকে যে, কোনো সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত আয় সম্পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে উইলকারীর মৃত্যুর তারিখ হইতে আঠারো বৎসরের বেশি মেয়াদে জমা হইবে, উক্তরূপ নির্দেশ, এতদ্‌পরবর্তী বিধৃত বিধান সাপেক্ষে, উক্ত পুঞ্জীভূত করিবার সময় যতখানি অতিক্রান্ত করিবে ততখানি বাতিল এবং উক্ত আঠারো বৎসর সময়ান্তে উক্ত সম্পত্তি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় যে সময় পর্যন্ত পুঞ্জীভূত করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় সেই সময় অবসানের পর বিলি-ব্যবস্থা হইবে।

(২) এই ধারা নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে পুঞ্জীভূত করিবার কোনো নির্দেশকে প্রভাবিত করিবে না-

(ক) উইলকারী কিংবা উইলের অধীন স্বার্থ গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তির দেনা পরিশোধ, বা

(খ) উইলকারী কিংবা উইলের অধীন স্বার্থ গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তির সন্তানদের কিংবা পূর্ববর্তী সন্তানের জন্য অংশের বিধান, বা

(গ) উইলকৃত কোনো সম্পত্তির হেফাজত বা রক্ষণাবেক্ষণ, এবং উক্ত নির্দেশ সেই মোতাবেক দেওয়া যাইবে।

১১৮। ধর্মীয় বা দাতব্য ব্যবহারের জন্য দান।- যে ব্যক্তির ভাইপো বা ভাইঝি বা কোনো নিকটাত্মীয় রহিয়াছে তিনি ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে কোনো সম্পত্তি উইলমূলে দান করিতে পারিবেন না, তবে তাহার মৃত্যুর অন্যূন বারো মাস পূর্বে সম্পাদিত কোনো উইল যাহা সম্পাদনের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে জীবিত ব্যক্তিদের জন্য নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য আইনানুগ কোনো স্থানে রাখা হয় উহা ব্যতীত।

উদাহরণ

ক এর একজন ভাইপো আছে। ক উইলমূলে একটি দান করেন যাহা নিম্নবর্ণিত বিষয়ের জন্য সম্পাদন ও সংরক্ষণ করা হয় নাই-

দরিদ্র জনগণের ত্রাণের জন্য;
অসুস্থ সৈনিকদের ভরণ-পোষণের জন্য;
কোনো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা বা সহযোগিতার জন্য;
এতিমদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য;
জ্ঞানীজনের সহায়তাহার জন্য;
কোনো স্কুল প্রতিষ্ঠা ও সহযোগিতার জন্য;
কোনো সেতু নির্মাণ এবং সংস্কারের জন্য;
রাস্তা নির্মাণের জন্য;
কোনো গির্জা নির্মাণ ও সহযোগিতার জন্য;
কোনো গির্জা সংস্কারের জন্য;
ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের কল্যাণের জন্য;
জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বাগান প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য।

উক্ত সকল দান বাতিল।

অষ্টম অধ্যায়

উত্তরদান অর্পণ সম্পর্কিত

১১৯। পরিশোধ বা দখল স্থগিত করা হইলে উত্তরদান ন্যস্ত হইবার সময়।- যেক্ষেত্রে দানের শর্তাবলির কারণে উত্তরদানগ্রহীতা উইলকৃত বস্তুর তাৎক্ষণিক দখলের অধিকারী নন, সেইক্ষেত্রে, উইল দ্বারা ভিন্নরূপ ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, উইলকারীর মৃত্যুতে উপযুক্ত সময়ে উহা গ্রহণের অধিকার উত্তরদানগ্রহীতার উপর ন্যস্ত হইবে, এবং যদি উত্তরদান গ্রহণ না করিয়া উক্ত সময়ের পূর্বে তিনি মারা গেলে তাহার প্রতিনিধিগণ পাইবেন, এবং এইক্ষেত্রে উইলকারীর মৃত্যু হইতে উত্তরদানটি ন্যস্ত হইবে।

ব্যাখ্যা।- কোনো ব্যক্তি বরাবর উত্তরদান তাহার উপর স্বার্থে ন্যস্ত হইবে না এমন ইচ্ছা শুধু এইরূপ বিধান হইতে অনুমান করা যাইবে না যাহা দ্বারা উইলকৃত বস্তুটির পরিশোধ বা দখল স্থগিত করা হয় বা যাহা দ্বারা উইলকৃত তহবিল হইতে আয় পুঞ্জীভূত হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয়, যতক্ষণ না পরিশোধের সময় হয় কিংবা এইরূপ কোনো দফা হইতে যে, যদি বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে উত্তরদানটি অন্য কোনো ব্যক্তি বরাবর চলিয়া যাইবে।

উদাহরণ

(ক) ক খ-কে ১০০ টাকা দান করেন যাহা গ এর মৃত্যুতে প্রদেয় হইবে। ক এর মৃত্যুতে উত্তরদানটি খ এর উপর ন্যস্ত হইবে, এবং যদি সে গ এর পূর্বে মারা যায়, তাহা হইলে তাহার প্রতিনিধি উত্তরদানটি পাইবে।

(খ) ক খ-কে ১০০ টাকা দান করেন যাহা তাহার আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে প্রদেয় হইবে। ক এর মৃত্যুতে উহা খ এর বরাবরে ন্যস্ত হয়।

(গ) একটি সম্পত্তি ক-কে আজীবনের জন্য দান করা হয় এবং তাহার মৃত্যুর পর খ যদি জীবিত থাকে তাহা হইলে সে পাইবে বলিয়া বলা থাকে, কিন্তু খ জীবিত না থাকিলে উহা গ পাইবে। উইলকারীর জীবিত অবস্থায় ক এবং খ জীবিত। এইক্ষেত্রে খ এবং গ সম্পত্তিতে শর্ত সাপেক্ষে স্বার্থ পাইবে যদিনা ঘটনাটি ঘটে।

(ঘ) খ এর বয়স আঠারো বৎসর না হওয়া পর্যন্ত ক-কে তহবিল দান করা হয় এবং তাহার পর খ-কে। উইলকারীর মৃত্যু হইতে খ-এর বরাবরে উত্তরদানটি ন্যস্ত হইবে।

(ঙ) ক খ-কে ট্রাস্টমূলে তাহার সমুদয় সম্পত্তি উইলমূলে দান করে এবং তাহার পর গ-কে দেয়। ক এর মৃত্যুতে গ বরাবর দানটি ন্যস্ত হইবে।

(চ) ক, খ ও গ বরাবর সমভাগে ভাগ করিয়া উইলমূলে একটি ফান্ড দান করা হয়, যাহা তাহাদের প্রত্যেকের আঠারো বৎসর পূর্ণ হইবার পর প্রদেয় হইবে, এছাড়া শর্ত আরাপ করা হয় যে, যদি তাহাদের সকলে আঠারো বৎসরের নীচে মারা যায় তাহা হইলে উত্তরদানটি ঘ এর উপর বর্তাইবে। ক, খ ও গ আঠারো বৎসরের নীচে মারা গেলে ন্যস্ত হইবে না সাপেক্ষে, এবং তাহেদের কেহ একজন আঠারো বৎসরের নীচে মারা গেলে (সর্বশেষ জীবিত ব্যক্তি ব্যতীত) তাহার স্বার্থ তাহার প্রনিনিধিগণের নিকট বর্তাইবে শর্তে, উইলকারীর মৃত্যুর পর ক, খ ও গ বরাবর স্বার্থ ন্যস্ত হইবে।

১২০। কোনো নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভরশীল ঘটনা-নির্ভর উত্তরদান ন্যস্ত হইবার সময়।- (১) কোনো নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনার সংঘটন সাপেক্ষে উইলমূলে দান করা হইলে, উক্ত ঘটনা সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত স্বার্থ ন্যস্ত হইবে না।

(২) কোনো নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনা না ঘটা সাপেক্ষে, উইলমূলে দান করা হইলে, উক্ত ঘটনা ঘটা অসম্ভব না হওয়া পর্যন্ত ন্যস্ত হইবে না।

(৩) উপরের দুইটি ক্ষেত্রে, শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত, উত্তরদানগ্রহীতার স্বার্থকে ঘটনা নির্ভর বলা হইবে।

ব্যতিক্রম।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট বয়স পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে একটি তহবিল দান করা হয় এবং তিনি উক্ত বয়স পূর্ণ করিবার পূর্বে তহবিলের উদ্বৃত্ত আয় তাহাকে দিয়া দিতে হইবে অথবা তাহার কল্যাণার্থে যতখানি প্রয়োজন হইবে ততখানি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে তহবিলের দানটি শর্তাধীন নয়।

উদাহরণ

(ক) ঘ-কে একটি উত্তরদান দান করা হয় যদি ক, খ ও গ সকলেই আঠারো বৎসরের কম বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। যতক্ষণ না ক, খ ও গ সকলে আঠারো বৎসরের কম বয়সে মৃত্যুবরণ করেন অথবা তাহাদের যে কোনো একজন উক্ত বয়স পূর্ণ করেন, ততক্ষণ উত্তরদানটিতে ঘ এর শর্ত সাপেক্ষে, স্বার্থ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) কিছু অর্থ ক-কে এই বলিয়া দান করা হয় যে, 'যদি তিনি আঠারো বৎসর বয়স্ক হন' অথবা 'যখন তাহার বয়স আঠারো বৎসর হইবে'। ক এর স্বার্থ ঘটনা নির্ভর হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি উক্ত বয়স পূর্ণ করা দ্বারা শর্তটি পূরণ করেন।

(গ) একটি সম্পত্তি ক-কে জীবনস্বত্বে দান করা হয়, এবং তাহার মৃত্যুর পর খ কে, যদি খ তখন জীবিত থাকেন, কিন্তু খ জীবিত না থাকিলে গ-কে। ক, খ এবং গ উইলকারীর মৃত্যুর সময় বাঁচিয়া ছিলেন। খ এবং গ প্রত্যেকে সম্পত্তিতে শর্ত সাপেক্ষ স্বার্থ পাইবেন, যদিনা ন্যস্ত করিবার ঘটনাটি সংঘটিত হয়।

(ঘ) পূর্বের উদাহরণ অনুযায়ী একটি সম্পত্তি দান করা হইল। ক ও গ এর জীবদ্দশায় খ মৃত্যুবরণ করেন এবং খ এর মৃত্যুর পর গ, ক এর মৃত্যুর ঘটনায় উক্ত সম্পত্তির দখলের অর্পিত স্বার্থ লাভ করিবেন।

(ঙ) ক বরাবর এই মর্মে উইল করা হয় যে, তাহার বয়স যখন আঠারো বৎসর পূর্ণ হইবে তখন অথবা, উক্ত বয়সের পূর্বেই যদি সে খ এর সম্মতিতে বিবাহ করে এবং উক্ত মহিলা যদি উহার কোনোটিই না করেন, তবে উহা গ পাইবে। এইক্ষেত্রে উভয়ে শর্তসাপেক্ষে, স্বার্থ অর্জন করিবেন।

(চ) একটি সম্পত্তি ক যতক্ষণ না বিবাহ করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত দান করা হয় এবং উক্ত ঘটনার পর খ কে দান করা হয়। এই দানে যতক্ষণ না ক এর দ্বারা বিবাহের শর্তটি পূর্ণ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত খ এর স্বার্থ শর্তসাপেক্ষ হইবে।

(ছ) একটি সম্পত্তি ক-কে দান করা হয় যতক্ষণ না সে ঋণগ্রহীতাহার প্রতিকারের জন্য কোনো আইনের সুবিধা পায় এবং উক্ত ঘটনার পর খ-কে। দানটিতে খ এর স্বার্থ শর্তসাপেক্ষ, যদিনা ক উক্ত আইনের সুবিধা গ্রহণ করে।

(জ) একটি সম্পত্তি ক কে দান করা হয় যদি সে খ-কে ৫০০ টাকা দেয়। যতক্ষণ না ক, খ কে ৫০০ টাকা পরিশোধ করে ততক্ষণ পর্যন্ত দানটিতে ক এর স্বার্থ শর্ত সাপেক্ষ।

(ঝ) ক খ-কে তাহার সুলতানপুর খুর্দ এর খামারটি দেন যদি খ গ-কে তাহার সুলতানপুর বুজুর্গ এর খামারটি গ কে দেন। দায়টিতে খ এর শর্ত সাপেক্ষ যতক্ষণ না তিনি পরবর্তী খামারটি গ-কে দিয়া থাকেন।

(ঞ) ক-কে একটি তহবিল দান করা হয় যদি উইলকারীর মৃত্যুর পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে খ গ-কে বিবাহ করে। উত্তরদানটিতে ক এর স্বার্থ শর্ত সাপেক্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত না গ-কে খ এর বিবাহ না করিয়া পাঁচ বৎসর অবসান হয় অথবা উক্ত সময়ের মধ্যে এমন কোনো ঘটনা ঘটে যাহা দ্বারা উক্ত শর্ত পূরণ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

(ট) ক-কে একটি তহবিল দান করা হয় যদি খ উইল দ্বারা তাহার জন্য কোনো বিধান না করিয়া থাকেন। খ এর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত উত্তরদানটি শর্ত সাপেক্ষ।

(ঠ) আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া মাত্র ক খ-কে প্রত্যেক বৎসরের জন্য ৫০০ টাকা দান করেন এবং নির্দেশনা দেন যে, উক্ত তহবিলের সুদ অথবা উহার কোনো অংশ খ এর উক্ত বয়স না হওয়া পর্যন্ত তাহার কল্যাণার্থে ব্যয় হইবে। উত্তরদানটি অর্পিত।

(ড) ক খ-কে ৫০০ টাকা দান করেন আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে এবং নির্দেশ দেন যে, উক্ত বয়স না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু অর্থ তাহার ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করা হইবে। উত্তরদানটি শর্তসাপেক্ষ।

১২১। নির্দিষ্ট বয়স অর্জন করিবে এইরূপ শ্রেণির সদস্যগণের বরাবর দানে বিদ্যমান স্বার্থ ন্যস্ত।- যেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বয়স অর্জন করিবে শুধু এইরূপ শ্রেণির সদস্যগণের বরাবর দান করা হয়, সেইক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উক্ত নির্দিষ্ট বয়স অর্জন করেন নাই, তিনি উত্তরদানটিতে স্বার্থের অধিকারী হইবেন না।

উদাহরণ

একটি তহবিল ক এর আঠারো বৎসর বয়স হইবে এইরূপ সন্তানের বরাবর এমন নির্দেশসহ দান করা হয় যে, যদি ক এর কোনো সন্তান আঠারো বৎসরের নীচে হয়, তাহা হইলে সে যে অংশের অধিকারী হইবে সেই অংশের আয় তাহার ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে। আঠারো বৎসরের নীচে ক এর কোনো সন্তানের দানটিতে অর্পিত স্বার্থ থাকিবে না।

নবম অধ্যায়

দায়যুক্ত দান সম্পর্কিত

১২২। দায়যুক্ত দান।- যেক্ষেত্রে কোনো দান দ্বারা উত্তরদানগ্রহীতার উপর কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত দানকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করিলে উহার অন্য কোনো অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

উদাহরণ

ক এর (এক্স) নামক একটি উন্নয়নশীল জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে এবং (ওয়াই) নামক অন্য একটি সঙ্কটময় জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে শেয়ার আছে যেখানে হয়ত বড় ক্ষতি হইতে পারে। ক খ-কে তাহার সকল জয়েন্ট স্টক কোম্পানির শেয়ার দান করেন। খ, (ওয়াই) কোম্পানির শেয়ার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তিনি (এক্স) নামক কোম্পানির শেয়ার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

১২৩। একই ব্যক্তিকে দুইটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র দান করিলে, একটি গ্রহণ করা যাইবে এবং অন্যটি প্রত্যাখান করা যাইবে।- যেক্ষেত্রে একটি উইলে একই ব্যক্তি বরাবর দুইটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র দান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানগ্রহীতার যে কোনো একটি গ্রহণের এবং অন্যটি অস্বীকার করিবার স্বাধীনতা থাকিবে, যদিও পূর্বেরটি লাভজনক এবং পরেরটি দায়যুক্ত।

উদাহরণ

ক এর কয়েক বৎসর মেয়াদী একটি বাড়ির ইজারা রহিয়াছে যাহার ভাড়া তিনি এবং তাহার প্রতিনিধি উক্ত মেয়াদে প্রদান করিতে বাধ্য এবং বাড়িটি যে ভাড়া দেওয়া যাইবে উহা তাহার অধিক। খ ইজারাটি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। এইরূপ অস্বীকার দ্বারা তিনি অর্থ পরিত্যাগ করেন নাই।

দশম অধ্যায়

ঘটনা নির্ভর দান সম্পর্কিত

১২৪। নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনা সংঘটনে সময় উল্লেখ না করিয়া ঘটনা নির্ভর দান।- যেক্ষেত্রে উত্তরদান দান করা হয় যদি নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনা ঘটে এবং উইলে উক্ত ঘটনা সংঘটের জন্য কোনো সময় উল্লেখ করা না থাকে, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানটি কার্যকর হইবে না, যদিনা উইলকৃত তহবিলটি প্রদানযোগ্য বা বণ্টনযোগ্য মেয়াদের আগেই উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়।

উদাহরণ

(ক) ক-কে একটি উত্তরদান প্রদান করা হয় এবং তাহার মৃত্যুতে খ কে দান করা হয়। ক যদি উইলকারীর মৃত্যুর সময় জীবিত থাকেন, তাহা হইলে খ এর বরাবরে উত্তরদানটি কার্যকর হইবে না।

(খ) ক-কে একটি উত্তরদান প্রদান করা হয় এবং ক যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান সেইক্ষেত্রে খ-কে দান করা হয়। যদি ক উইলকারীর পরে মারা যান অথবা সন্তান রাখিয়া তাহার জীবদ্দশায় মারা যান, তাহা হইলে খ এর বরাবরে উত্তরদানটি কার্যকর হইবে না।

(গ) ক-কে একটি উত্তরদান প্রদান করা হয় যখন এবং যদি ক আঠারো বৎসর বয়স্ক হয় এবং তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে খ-কে দান করা হয়। ক আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ করেন। খ এর বরাবরে উত্তরদানটি কার্যকর হইবে না।

(ঘ) ক-কে একটি উত্তরদান জীবনস্বত্বে এবং তাহার মৃত্যুর পরে খ-কে এবং খ যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান সেইক্ষেত্রে গ-কে দান করা হয়। “খ যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান” শব্দগুলি “ক এর জীবদ্দশায় যদি খ সন্তানহীন অবস্থায় মারা যান” মর্মে বুঝিতে হইবে।

(ঙ) ক-কে একটি উত্তরদান জীবনস্বত্বে উইল করা হয়, এবং তাহার মৃত্যুর পর খ-কে এবং খ এর মৃত্যু হইলে গ-কে দান করা হয়। “খ এর মৃত্যু হইলে” শব্দগুলি ক-এর জীবদ্দশায় ‘খ’ মারা গেলে” এমন অর্থে বিবেচনা করিতে হইবে।

১২৫। ভবিষ্যতের কোনো অনির্দিষ্ট মেয়াদে জীবিত কতিপয় ব্যক্তিকে দান।- যেক্ষেত্রে ভবিষ্যতের কোনো মেয়াদে জীবিত থাকিবে এইরূপ ব্যক্তিকে কোনো দান করা হয়, কিন্তু সময় নির্দিষ্ট করা না হয়, সেইক্ষেত্রে, উইল দ্বারা কোনো ভিন্নরূপ ইচ্ছা প্রকাশিত না হইলে, পরিশোধ বা বণ্টনের সময় জীবিত ব্যক্তিগণ উত্তরদানটি পাইবেন।

উদাহরণ

(ক) কোনো সম্পত্তি সমভাবে ক এবং খ এর মধ্যে অথবা তাদের উত্তরজীবীগণের মধ্যে দান করা হয়। ক এবং খ উভয়ই যদি উইলকারীর উত্তরজীবী হয়, তাহা হইলে উত্তরদানটি তাহাদের মধ্যে সমভাগে ভাগ হইবে। যদি ক উইলকারীর পূর্বে মারা যান এবং খ জীবিত থাকেন, তাহা হইলে খ উহা পাইবেন।

(খ) কোনো সম্পত্তি ক-কে জীবনস্বত্বে এবং ক এর মৃত্যুর পর সমভাগে খ এবং গ কে অথবা তাহাদের উত্তরজীবীকে দান করা হয়। ক এর জীবদ্দশায় খ মারা যায়, গ জীবিত থাকে। ক এর মৃত্যুতে গ উত্তরদানটি পাইবে।

(গ) কোনো সম্পত্তি ক-কে জীবনস্বত্বে এবং ক এর মৃত্যুর পর খ এবং গ কে অথবা তাদের উত্তরজীবীকে এই নির্দেশনা সহকারে দান করা হয় যে, যদি খ উইলকারীর উত্তরজীবী না হয় তাহা হইলে তাহার সন্তানগণ তাহার স্থলাভিষিক্ত হইবে। গ উইলকারীর জীবদ্দশায় মারা

যায়, খ উইলকারীর উত্তরজীবী হইয়া ক এর জীবদ্দশায় মারা যায়। খ এর প্রতিনিধিগণ উত্তরদানটি পাইবে।

(ঘ) কোনো সম্পত্তি ক-কে জীবনস্বত্বে এবং তাহার মৃত্যুর পর খ এবং গ কে এই নির্দেশনা সহকারে দান করা হয় যে, যদি তাহাদের যে কোনো একজন ক এর জীবদ্দশায় মারা যায়, তাহা হইলে সমুদয় সম্পত্তি উত্তরজীবীগণ পাইবে। ক এর জীবদ্দশায় খ মারা যায়। পরবর্তীতে ক এর জীবদ্দশায় গ মারা যায় গ এর প্রতিনিধিগণ উত্তরদানটি পাইবে।

একাদশ অধ্যায়

শর্তযুক্ত দান

১২৬। অসম্ভব শর্তে দান।- অসম্ভব শর্ত সাপেক্ষ কোনো দান বাতিল।

উদাহরণ

(ক) ক-কে একটি সম্পত্তি এই শর্তে দান করা হয় যে, সে এক ঘন্টায় ১০০ মাইল হাঁটিবে। দানটি বাতিল।

(খ) ক খ-কে এই শর্তে ৫০০ টাকা দান করে যে, খ ক এর কন্যাকে বিবাহ করিবে। উইলের তারিখে ক-এর কন্যা মৃত ছিল। দানটি বাতিল।

১২৭। বেআইনি বা অনৈতিক শর্তে দান।- যদি এমন শর্তে দান করা হয় যাহা পূরণ করা হইলে আইন বা নৈতিকতা বিরোধী হইবে, তাহা হইলে উহা বাতিল।

উদাহরণ

(ক) ক খ-কে এই শর্তে ৫০০ টাকা দান করে যে সে গ-কে খুন করিবে। দানটি বাতিল।

(খ) ক তাহার ভাইয়ের মেয়েকে ৫০০০ টাকা দান করে যদি সে তাহার স্বামীকে ত্যাগ করে। দানটি বাতিল।

১২৮। উত্তরদান ন্যস্ত হইবার জন্য পূর্ব শর্ত পূরণ।- যেক্ষেত্রে কোনো উইলে উইলকৃত বস্তুতে উত্তরগ্রহীতার ন্যস্ত স্বার্থ গ্রহণ করিবার জন্য কোনো পূর্বশর্ত পূরণ করিবার শর্ত আরোপিত থাকে, সেইক্ষেত্রে শর্তটি সঠিকভাবে প্রতিপালন করা হইলে উহা পূরণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণমালা

(ক) ক-কে এই শর্তে একটি উত্তরদান দান করা হয় যে, সে খ, গ, ঘ এবং ঙ এর সম্মতিতে বিবাহ করিবে। ক, খ এর লিখিত সম্মতিতে বিবাহ করে এবং গ বিবাহের সময় উপস্থিত থাকে। ঘ বিবাহের পূর্বে ক-কে একটি উপহার পাঠায়। ক ঙ-কে ব্যক্তিগতভাবে তাহার বিয়ের ইচ্ছার কথা জানায় যাহাতে সে কোনো আপত্তি করে নাই। ক দানের শর্ত প্রতিপালন করিয়াছে।

(খ) ক-কে এই শর্তে একটি উত্তরদান দান করা হয় যে, সে খ, গ এবং ঘ এর সম্মতিতে বিবাহ করিবে। ঘ এর মৃত্যু হইলে ক, খ এবং গ এর সম্মতিতে বিবাহ করে। ক শর্ত প্রতিপালন করিয়াছে।

(গ) ক-কে এই শর্তে একটি উত্তরদান দান করা হয় যে, সে খ, গ এবং ঘ এর সম্মতিতে বিবাহ করিবে। ক খ, গ এবং ঘ এর জীবদ্দশায় শুধু খ এবং গ এর সম্মতিতে বিবাহ করে। ক শর্ত প্রতিপালন করে নাই।

(ঘ) ক-কে এই শর্তে একটি উত্তরদান দান করা হয় যে, সে খ, গ এবং ঘ এর সম্মতিতে বিবাহ করিবে। ক ঙ এর সহিত তাহার বিবাহে খ, গ এবং ঘ এর নিঃশর্ত সম্মতি লাভ করে।

পরবর্তীতে খ, গ এবং ঘ খামখেয়ালীভাবে তাহাদের সম্মতি প্রত্যাহার করে। ক ঙ কে বিবাহ করে । ক শর্ত প্রতিপালন করিয়াছে।

(ঙ) ক-কে এই শর্তে একটি উত্তরদান দান করা হয় যে, সে খ, গ এবং ঘ এর সম্মতিতে বিবাহ করিবে। ক তাহাদের সম্মতি ছাড়া বিবাহ করিয়া বিবাহের পরে তাহাদের সকলেরই সম্মতি লাভ করে। ক শর্ত প্রতিপালন করে নাই।

(চ) ক একটি উইল করিয়া খ কে কিছু অর্থ দান করে এই শর্তে যে, খ ক এর নির্বাহকদের সম্মতিতে বিবাহ করিবে। খ ক এর জীবদ্দশায় বিবাহ করে এবং ক পরর্বর্তীতে উক্ত বিবাহে তাহার সম্মতি ব্যক্ত করে । ক মারা যায়। খ এর বরাবর দানটি কার্যকর হইবে।

(ছ) ক-কে এই শর্তে একটি উত্তরদান দান করা হয় যে, সে উইলে উল্লিখিত কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট দলিল সম্পাদন করিবে। যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ক দলিলটি সম্পাদন করিলেও উহা উইলে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে করা হয় নাই। ক শর্ত প্রতিপালন করে নাই এবং উত্তরদানটি গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবে না।

১২৯। ক এর বরাবরে দান এবং খ এর বরাবর পূর্বদানের ব্যর্থতা।- যেক্ষেত্রে কোনো একটি জিনিস একজন ব্যক্তিকে দান করা হয় এবং অন্য কোনো ব্যক্তিকে উক্ত একই জিনিস দান করা হয়, এবং পূর্ববর্তী দানটি যদি ব্যর্থ হয়, সেইক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দানটির ব্যর্থতায় দ্বিতীয় দানটি কার্যকর হইবে, যদিও উক্ত ব্যর্থতা উইলকারীর অনুমিতভাবে ঘটে নাই।

উদাহরণ

(ক) ক তাহার জীবিত সন্তানগণকে, এবং, যদি তাহারা সকলেই ১৮ বছেরের নিচে মারা যায় তাহা হইলে খ'কে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দান করে। ক সন্তানবিহীন অবস্থায় মারা যায়। দানটি খ এর বরাবরে কার্যকর হইবে।

(খ) ক খ-কে এই শর্তে কিছু অর্থ দান করে যে, সে ক এর মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট দলিল সম্পাদন করিবে এবং যদি সে উহাতে অবহেলা করে, তাহা হইলে গ উহা পাইবে। খ উইলকারীর জীবদ্দশায় মারা যায়। গ এর বরাবরে দানটি কার্যকর হইবে।

১৩০। যখন প্রথম দানের ব্যর্থতায় দ্বিতীয় দান কার্যকর হয় না।- যেক্ষেত্রে উইলে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশিত হয় যে, কেবল প্রথম দানের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ব্যর্থতার ঘটনায় দ্বিতীয় দানটি কার্যকর হইবে, সেইক্ষেত্রে দ্বিতীয় দানটি কার্যকর হইবে না, যদি না প্রথম দানটি উক্ত নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যর্থ হয়।

উদাহরণ

ক তাহার স্ত্রীকে উইলমূলে দান করে কিন্তু যদি তাহার স্ত্রী তাহার জীবদ্দশায় মারা যায় সেইক্ষেত্রে দানকৃত জিনিসটি খ পাইবে । ক এবং তাহার স্ত্রী এমন পরিস্থিতিতে একত্রে মারা যায় যে তাহার স্ত্রী তাহার পূর্বেই মারা গিয়াছে কিনা, এইরূপ প্রমাণ করা অসম্ভব। খ-এর বরাবরে দানটি কার্যকর হইবে না।

ক এবং তাহার স্ত্রী এমন পরিস্থিতিতে একত্রে মারা যায় যে তাহার স্ত্রী তাহার পূর্বেই মারা গিয়াছে কিনা, এইরূপ প্রমাণ করা অসম্ভব। খ-এর বরাবরে দানটি কার্যকর হইবে না।

১৩১। কোনো নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনা ঘটা বা না ঘটার শর্তসাপেক্ষ দান।- (১) কোনো ব্যক্তিকে এমন শর্তে দান করা যাইবে যে, কোনো নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনা ঘটিলে উইলকৃত বস্তুটি অন্য কোনো ব্যক্তি পাইবেন, কোনো নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনা না ঘটিলে উইলকৃত বস্তুটি অন্য ব্যক্তি পাইবেন।

(২) উক্তরূপ প্রত্যেকটি দানের ক্ষেত্রে সর্বশেষ দানটি ধারা ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৯ এবং ১৩০ এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষ হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক-কে কিছু অর্থ দান করা হয় এই শর্তে যে, তাহার বয়স আঠারো বৎসর হইলে উহা তাহাকে প্রদেয় হইবে এবং উক্ত বয়সের পূর্বেই যদি সে মারা যায়, তাহা হইলে উহা খ পাইবে। ক উত্তরদানটিতে একটি অর্পিত স্বার্থ গ্রহণ করে এবং আঠারো বৎসরের নীচে মারা গেলে উহা খ পাইবে।

(খ) ক-কে একটি ভূ-সম্পত্তি এই শর্তে দান করা হয় যে, যদি ক উইলকারীর উইল করিবার যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলে তাহা হইলে সম্পত্তিটি খ পাইবে। ক উইলকারীর উইল করিবার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সম্পত্তিটি খ পাইবে।

(গ) ক-কে কিছু অর্থ জীবনস্বত্বে, এবং, তাহার মৃত্যুর পর খ-কে দান করা হয়; কিন্তু খ যদি পুত্র সন্তান রাখিয়া মারা যায় তাহা হইলে উক্ত সন্তান খ এর স্থলাভিষিক্ত হইবে। যদি খ ক-এর জীবদ্দশায় পুত্র রাখিয়া মারা যায়, তাহা হইলে খ উত্তরদানটিতে অর্পিত স্বার্থ পাইবে।

(ঘ) ক এবং খ-কে কিছু অর্থ দান করা হয়, এবং তাহাদের যে কোনো একজন গ এর জীবদ্দশায় মারা গেলে গ এর মৃত্যুর সময় যিনি বেঁচে থাকিবে সে উহা পাইবে। ক এবং খ উভয়েই গ এর পূর্বে মারা যায়। দানটি কার্যকর হইবে না, কিন্তু ক এবং খ এর প্রতিনিধিগণ প্রত্যেকে উহা অর্থের অর্ধেক করিয়া পাইবে।

(ঙ) ক খ-কে একটি তহবিলের সুদ জীবনস্বত্বে দান করে এবং নির্দেশ দেয় যে, তাহার মৃত্যুতে উক্ত তহবিল তাহার তিন সন্তানের মধ্যে অথবা তাহার মৃত্যুর সময় জীবিত সন্তানদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হইবে। খ এর সকল সন্তান তাহার জীবদ্দশায় মারা যায়। দানটি কার্যকর হইবে না, কিন্তু সন্তানদের স্বার্থ তাহাদের প্রতিনিধিগণ পাইবে।

১৩২। শর্ত অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে।- ধারা ১৩১ এ বর্ণিত কোনো দানই কার্যকর হইবে না, যদি না শর্তটি পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করা হয়।

উদাহরণ

(ক) ক-কে এই শর্তসহ একটি উত্তরদান করা হয় যে, যদি সে খ, গ এবং ঘ এর সম্মতি ছাড়া বিবাহ করে, তাহা হইলে ঙ উহা পাইবে। ঘ মারা যায়। ক যদি খ এবং গ এর সম্মতি ছাড়া বিবাহ করিয়া থাকেও ঙ এর বরাবরে দানটি কার্যকর হইবে না।

(খ) ক-কে এই শর্তসহ একটি উত্তরদান করা হয় যে, যদি সে খ এর সম্মতি ব্যতীত বিবাহ করে তাহা হইলে উহা গ পাইবে। ক, খ এর সম্মতিতে বিবাহ করে। পরবর্তীতে সে বিপত্নীক হইলে খ এর সম্মতি ছাড়া পুনরায় বিবাহ করে। গ এর বরাবরে দানটি কার্যকর হইবে না।

(গ) ক-কে একটি উত্তরদান করা হয় যে, তাহার বয়স আঠারো বৎসর হইলে অথবা সে বিবাহ করিলে উহা প্রদেয় হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, যদি ক আঠারো বৎসরের নীচে মারা যায় অথবা খ এর সম্মতি ছাড়া বিবাহ করে, তাহা হইলে উহা গ পাইবে। ক, খ এর সম্মতি ছাড়া আঠারো বৎসরের পূর্বেই বিবাহ করে। গ এর বরাবরে দানটি কার্যকর হইবে।

১৩৩। দ্বিতীয় দানের অবৈধতার জন্য মূল দান ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।- যদি কোনো কারণে সর্বশেষ দানটি বৈধ না হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা মূল দানটি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

উদাহরণ

(ক) ক-কে কোনো ভূ-সম্পত্তি জীবনস্বত্বে, এই শর্তে দান করা হয় যে, যদি সে কোনো নির্দিষ্ট দিনে এক ঘন্টায় ১০০ মাইল না হাঁটে তাহা হাইলে ভূ-সম্পত্তিটি খ পাইবে। শর্তটি বাতিল হওয়ায় ক তাহার ভূ-সম্পত্তি এমনভাবে পাইবে যেন উইলে কোনো শর্তই উল্লেখ করা হয় নাই।

(খ) ক-কে কোনো ভূ-সম্পত্তি জীবনস্বত্বে এবং যদি সে তাহার স্বামীকে ত্যাগ না করে, তাহা হইলে ঘ-কে দান করা হয়। ক তাহার জীবদ্দশায় ভূ-সম্পত্তিটি এমনভাবে পাইবে যেন উইলে কোনো শর্তই উল্লেখ করা হয় নাই।

(গ) ক-কে একটি ভূ-সম্পত্তি জীবনস্বত্বে এবং যদি সে বিবাহ করে তাহা হইলে খ এর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দান করা হয়। উইলকারীর মৃত্যুর সময় খ এর কোনো সন্তান ছিল না। ১০৫ ধারার অধীন দানটি বাতিল হওয়ায় ক তাহার জীবদ্দশায় ভূ-সম্পত্তিটির অধিকারী হইবে।

১৩৪। এমন শর্তে দান যেখানে কোনো নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনা ঘটিলে বা না ঘটিলে উহার কার্যকারিতা থাকিবে না।- কোনো দান এমন শর্তে করা যাইবে যে, যদি কোনো নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনা ঘটে অথবা যদি নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনা না ঘটে তাহা হইলে উহা কার্যকর হইবে না।

উদাহরণ

(ক) ক-কে কোনো একটি ভূ-সম্পত্তি এই শর্তসহ জীবনস্বত্বে দান করা হয় যে, যদি সে কোনো একটি নির্দিষ্ট গাছ কাটে তাহা হইলে দানটির কোনো কার্যকারিতা থাকিবে না। ক গাছটি কাটিয়া ফেলে। সে ভূ-সম্পত্তিতে তাহার জীবনস্বত্ব হারাইবে।

(খ) ক-কে একটি ভূ-সম্পত্তি এই শর্ত সাপেক্ষে দান করা হয় যে, যদি সে উইলে উল্লিখিত নির্বাহকগণের সম্মতি ব্যতীত পঁচিশ বৎসরের নীচে বিবাহ করে তাহা হইলে উহা তাহার অধিকারভুক্ত হইবে না। ক পঁচিশ বৎসরের নীচে নির্বাহকগণের সম্মতি ব্যতীত বিবাহ করে। সে ভূ-সম্পত্তিটি হারায়।

(গ) ক-কে একটি ভূ-সম্পত্তি এই শর্তে দান করা হয় যে, যদি সে উইলকারীর মৃত্যুর তিন বৎসরের মধ্যে ইংল্যান্ড না যায় তাহা হইলে ভূ-সম্পত্তিতে তাহার স্বার্থ লুপ্ত হইবে। ক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ড যায় নাই। ভূ-সম্পত্তিতে তাহার স্বার্থ অবলুপ্ত হইবে।

(ঘ) ক-কে একটি ভূ-সম্পত্তি এই শর্তে দান করা হয় যে, যদি সে আশ্রমবাসী হয় তাহা হইলে সে উহাতে কোনো স্বার্থ পাইবে না। ক আশ্রমবাসী হওয়ায় তাহার স্বার্থ হারায়।

(ঙ) ক-কে একটি তহবিল জীবনস্বত্বে দান করা হয় এবং ক এর মৃত্যুর পর খ-কে, যদি খ জীবিত থাকে, কিন্তু শর্ত আরোপ করা হয় যে, যদি সে আশ্রমবাসী হয় তাহা হইলে সে উহাতে কোনো স্বার্থ পাইবে না। খ ক এর জীবদ্দশায় আশ্রমবাসী হওয়ায় সে তহবিলে শর্তসাপেক্ষ স্বার্থ হারায়।

১৩৫। উক্তরূপ শর্ত কোনোক্রমেই ধারা ১২০ অনুযায়ী অবৈধ হইবে না।- একটি দানের কোনো শর্ত কার্যকরতা হারাইবে এমনটি হইতে হইলে উহা এমন ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া আবশ্যক যাহা ১২০ ধারায় বর্ণিত দানের শর্ত বৈধভাবে গঠন করিতে পারে।

১৩৬। উত্তরদানগ্রহীতা কর্তৃক যাহা সম্পাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ নাই তাহা অসম্ভব করিবার বা অনির্দিষ্টভাবে স্থগিত করিবার এবং বিষয়বস্তু সম্পাদন না করায় হস্তান্তরের ফল।- যেক্ষেত্রে এমন শর্তে দান করা হয় যে, উত্তরদানগ্রহীতা কোনো নির্দিষ্ট কার্য না করিলে দানটির বিষয়বস্তু অন্য ব্যক্তির নিকট চলিয়া যাইবে অথবা দানটির কার্যকারিতা থাকিবে না, কিন্তু উক্ত কার্যটি সম্পাদনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা নাই, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানগ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের ফলে যদি কার্য সম্পন্ন অসম্ভব হইয়া পড়ে কিংবা অনির্দিষ্টভাবে স্থগিত থাকে, উত্তরদানটি এমনভাবে বিবেচিত হইবে যেন উত্তরদানগ্রহীতা উক্ত কার্য সম্পন্ন না করিয়া মারা গিয়াছে।

উদাহরণমালা

(ক) ক-কে এই শর্তে উত্তরদান করা হয় যে, সে সেনাবাহিনীতে যোগদান না করিলে উত্তরদানটি খ-এর উপর ন্যস্ত হইবে। ক গির্জার পবিত্র আদেশ নেওয়ার কারণে তাহার পক্ষে সেনাবাহিনীতে যোগদান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। উত্তরদানটি খ পাইবে।

(খ) ক-কে এই শর্তে উত্তরদান করা হয় যে, ক খ-এর কন্যাকে বিবাহ না করিলে উহার কোনো কার্যকরতা থাকিবে না। ক, অন্য একজনকে বিবাহ করিবার কারণে শর্ত পূরণ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত হয়। উত্তরদানটির কোনো কার্যকরতা থাকিবে না।

১৩৭। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী শর্তের কার্য সম্পাদন।- যেক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এমন কাজ করা প্রয়োজন যাহা উত্তরাধিকার ভোগের পূর্বশর্ত বা এমন কোনো শর্ত যাহা পূরণ করা না হইলে উত্তরদানের বিষয়বস্তু অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট চলিয়া যাইবে বা দানটি কার্যকারতা হারাইবে, কাজটি অবশ্যই উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করিতে হইবে যদিনা প্রতারণার কারণে উহার কার্য সম্পাদন বাধাগ্রস্ত হয়। সেইক্ষেত্রে প্রতারণার কারণে যে বিলম্ব হইয়াছে উহা মিটাইয়া লইবার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করা হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভোগ বা প্রয়োগের বিষয়ে নির্দেশনাসহ দান সম্পর্কিত

১৩৮। কোনো ব্যক্তিকে চূড়ান্তভাবে অথবা তাহার কল্যাণার্থে তহবিল দান করিবার পর উহা বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যবহার বা ভোগের নির্দেশনা।- যেক্ষেত্রে কোনো তহবিল কাউকে চূড়ান্তভাবে বা তাহার সুবিধার জন্য দান করা হয়, কিন্তু উইলে এই মর্মে নির্দেশনা থাকে যে, উহা বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যবহার বা ভোগ করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানগ্রহীতা এমনভাবে তহবিল গ্রহণে অধিকারী হইবেন যেন উইলে উক্তরূপ কোনো নির্দেশনা ছিল না।

উদাহরণ

ক এর জন্য গ্রামে বাড়ি ক্রয় অথবা ক এর জন্য বার্ষিক বৃত্তি ক্রয় অথবা ক-কে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দিষ্ট কিছু অর্থ দান করা হয়। ক অর্থ এর মাধ্যমে দানটি গ্রহণ করে। সে উক্তরূপ করিবার অধিকারী।

১৩৯। চূড়ান্ত দান ভোগ করিবার পদ্ধতি সীমাবদ্ধ হইবে উত্তরদানগ্রহীতার নির্দিষ্ট কল্যাণ নিশ্চিত করণার্থে এইরূপ নির্দেশনা।- যেক্ষেত্রে উইলকারী চূড়ান্তভাবে কোনো তহবিল এমনভাবে দান করেন যাহার ফলে উহা তাহার ভূ-সম্পত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হয়, কিন্তু নির্দেশনা দেওয়া হয় যে, উত্তরদানগ্রহীতার কল্যাণ নিশ্চিত করণার্থে উহার ভোগ করিবার পদ্ধতি সীমাবদ্ধ থাকিবে, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানগ্রহীতার অনকূলে উক্ত কল্যাণ পাওয়া না গেলে তহবিল এমনভাবে তাহার দখলভুক্ত হইবে যেন উইলে উক্তরূপ কোনো নির্দেশ ছিল না।

উদাহরণ

(ক) ক তাহার সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ তাহার কন্যাগণের মধ্যে সমভাগে ভাগ হইবে এমনভাবে দান করে, এবং নির্দেশ দেয় যে, তাহারা স্ব স্ব অংশ জীবনস্বত্বে পাইবে এবং তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের সন্তানগণকে উহা প্রদান করা হইবে। সকল কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়। প্রত্যেক কন্যার প্রতিনিধিগণ অবশিষ্টাংশের ভাগ পাইবে।

(খ) ক তাহার কন্যার জন্য কিছু তহবিল সংগ্রহ করিবার জন্য তাহার ট্রাস্টিদের নির্দেশ দেয় এবং এইরূপ নির্দেশ দেয় যে, তাহারা উক্ত সংগৃহীত তহবিল বিনিয়োগ করিবে এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় তাহার কন্যার জীবদ্দশায় তাহাকে প্রদান করিবে এবং তাহার মৃত্যুর পর মূলধন তাহার সন্তানদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবে। কন্যাটি কোনো সন্তান না রাখিয়া মারা যায়। কন্যার প্রতিনিধিগণ তহবিলের অধিকারী হইবে।

১৪০। কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনো তহবিল দান করা যাহার কিছু অংশ পূরণ করা যায় না।- যেক্ষেত্রে উইলকারী কোনো তহবিল চূড়ান্তভাবে তাহার ভূ-সম্পত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে এমনভাবে দান করেন না, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে উহা দিয়া থাকেন, এবং উক্ত উদ্দেশ্যের কিছু অংশ পূরণ করা যায় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত তহবিল অথবা উহার যে অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা উইলকারীর ভূ-সম্পত্তির অংশ হিসাবে থাকিয়া যাইবে।

উদাহরণ

(ক) ক তাহার ট্রাস্টিগণকে এইরূপ নির্দেশ দেয় যে, কিছু অর্থ নির্দিষ্টভাবে বিনিয়োগ করিবে এবং উহার সুদ ক এর সন্তানকে জীবনস্বত্বে প্রদান করিবে এবং তাহার মৃত্যুতে মূলধন তাহার সন্তানদের মধ্যে ভাগ হইবে। পুত্রটি কোনো সন্তান না রাখিয়া মারা যায়। পুত্রের মৃত্যুর পর তহবিলটি উইলকারীর ভূ-সম্পত্তিভুক্ত হইবে।

(খ) কেবলমাত্র তাহাদের জীবদ্দশায় তাহাদের স্বার্থ থাকিবে এবং তাহাদের মৃত্যুর পরে তহবিলটি তাহাদের সন্তানদের কাছে যাইবে, এমন ইচ্ছাপূর্বক ক তাহার ভূ-সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ তাহার কন্যাদের মধ্যে সমান অংশে দান করেন। কন্যাদের কোনো সন্তানাদি নাই। তহবিলটি উইলকারীর ভূ-সম্পত্তিভুক্ত থাকিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নির্বাহককে দান সম্পর্কিত

১৪১। উত্তরদানগ্রহীতাকে নির্বাহক হিসাবে উল্লেখ করা হইলে, নির্বাহক এর কার্য করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত না করিলে তিনি উত্তরদান গ্রহণ করিতে পারিবেন না।- যদি কোনো উইলে কোনো উত্তরদানগ্রহীতাকে উইলের নির্বাহক হিসাবে ঘোষনা করা হয়, তাহা হইলে তিনি উত্তরদানটি গ্রহণ করিতে পারিবেন না, যদি না নির্বাহক হিসাবে তাহার কাজ করিবার ইচ্ছা প্রমাণিত হয় বা অন্য কোনোভাবে তিনি নির্বাহক হিসাবে কাজ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন।

উদাহরণ

ক-কে একটি উত্তরদান দান করা হয় এবং নির্বাহক হিসাবেও ঘোষণা করা হয়। ক উইলের নির্দেশ মোতাবেক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার আদেশ দেন এবং ইচ্ছা প্রমাণ না করিয়াই উইলকারীর মৃত্যুর কিছু দিন পরে মারা যায়। ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, ক নির্বাহক হিসাবে কাজ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিল।

চতুর্দশ অধ্যায়

সুনির্দিষ্ট উত্তরদান সম্পর্কিত

১৪২। সুনির্দিষ্ট উত্তরদানের সংজ্ঞা।- যেক্ষেত্রে কোনো উইলকারী কোনো ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট কোনো অংশ দান করেন যাহা তাহার সম্পত্তির অপর সকল অংশ হইতে স্বতন্ত্র, সেইক্ষেত্রে উক্ত উত্তরদানকে সুনির্দিষ্ট বলা হয়।

উদাহরণমালা

(ক) ক খ-কে দান করে -

"গ কর্তৃক আমাকে প্রদত্ত হীরার আংটি":

"আমার স্বর্ণের চেইন":

"নির্দিষ্ট কোনো পশমি সুতার গাঁইট":

"নির্দিষ্ট কোনো কাপড়":

"আমার মৃত্যুকালে কলকাতার এম নামক রাস্তায় অবস্থিত আমার বসতবাড়িতে আমার যা কিছু গৃহস্থালী দ্রব্য থাকিবে উহার সমুদয় অংশ":

"নির্দিষ্ট সিন্দুকে রক্ষিত ১০০০ টাকা":

"খ এর নিকট হইতে আমি যে টাকা পাই":

"কলকাতায় আমার বসত স্থলে আমার সব বিল, বন্ড এবং সিকিউরিটি":

"আমার কলকাতার বাড়িতে রক্ষিত সকল আসবাবপত্র":

"হুগলি নদীতে বর্তমানে অবস্থানরত জাহাজে থাকা আমার সকল পণ্য":

"গ এর হাতে থাকা আমার ২০০০ টাকা":

"ঘ এর মুচলেকায় আমার প্রাপ্য অর্থ":

"রামপুর এর কারখানায় আমার বন্ধক":

"রামপুর এর কারখানায় আমার বন্ধক হইতে আমার প্রাপ্য টাকার অর্ধেক":

"গ এর নিকট হইতে আমার পাওনা টাকার মধ্যে ১০০০ টাকা":

"ইস্ট ইন্ডিয়া স্টকে আমার ১০০০ টাকার মূলধন স্টক":

"৪% হারে নেওয়া আমার ১০০০০ টাকার সরকারি অঙ্গীকারপত্র":

"ঘ নামক দেউলিয়া হওয়া কোম্পানির নিকট হইতে আমাকে প্রদেয় যে সকল অর্থ আমার মৃত্যুর পরে আমার নির্বাহক গ্রহণ করবেন তাহার সমুদয় অংশ":

"আমার মৃত্যুর সময় আমার ভাড়ারে রক্ষিত আমার সমস্ত ওয়াইন":

"আমার ঘোড়াগুলোর মধ্য হইতে খ কর্তৃক বাছাইকৃত ঘোড়া":

"ভারতের ইম্পেরিয়াল ব্যাংকে রক্ষিত আমার সকল শেয়ার":

"আমার মৃত্যুর সময় ভারতের ইম্পেরিয়াল ব্যাংকের যে সকল শেয়ার আমার দখলে থাকিবে":

"আমার কাছে রক্ষিত ৫.৫% সুদে গৃহীত সরকারি ঋণ":

"আমার মৃত্যুকালে আমার অধিকারভুক্ত সকল সরকারি সিকিউরিটি":

উপরি-উক্ত প্রত্যেকটি উত্তরদান সুনির্দিষ্ট।

(খ) ক তাহার ১০,০০০ টাকা মূল্যের সরকারি অঙ্গীকারপত্র খ এর কল্যাণার্থে বিক্রয় করিবার জন্য ট্রাস্টমূলে তাহার নির্বাহকদেরকে দান করে। উত্তরদানটি নির্দিষ্ট।

(গ) ক এর বেনারস ও অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন সম্পত্তি রহিয়াছে। সে বেনারসের সকল সম্পত্তি খ-কে দান করে। উত্তরদানটি সুনির্দিষ্ট।

(ঘ) ক খ-কে নিম্নবর্ণিত দান করে-

তাহার কলকাতার বাড়ি:

রামপুরের জমিদারী:

রামনগরের তাহার তালুক:

সান্ধ্যতে অবস্থিত তাহার নীল কারখানার ইজারা:

ডব্লিউ এর জমিদারির খাজনা হইতে বার্ষিক ৫০০ টাকা ভাতা:

ক তাহার চ জমিদারিটি বিক্রি করিবার এবং উহার লভ্যাংশ খ এর কল্যাণে বিনিয়োগ করিবার নির্দেশণা দান করে:

উপরি-উক্ত প্রত্যেকটি উত্তরদান সুনির্দিষ্ট।

(ঙ) ক উইল দ্বারা ১০০০ টাকা বার্ষিক আয়সহ তাহার ছ জমিদারিটি গ'কে জীবনস্বত্বে দায়িত্ব দেয়, এবং একই দায়িত্ব সাপেক্ষে জমিদারিটি ঘ'কে দান করে। এখানকার প্রত্যেকটি দান সুনির্দিষ্ট।

(চ) ক উইলমূলে কিছু অর্থ দান করে-

খ এর জন্য কলকাতায় একটি বাড়ি ক্রয়ের জন্য:

খ এর জন্য ফরিদপুর জেলায় একটি ভূ-সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য:

খ এর জন্য একটি হীরার আংটি ক্রয়ের জন্য:

খ এর জন্য একটি ঘর ক্রয়ের জন্য:

খ এর জন্য ভারতের ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার বিনিয়োগ করিবার জন্য:

খ এর জন্য সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করিবার জন্য:

ক খ-কে উইলমূলে দান করে-

"একটি হীরার আংটি":

"একটি ঘোড়া":

"১০,০০০ টাকার মূল্যের সরকারি সিকিউরিটিজ":

"৫০০ টাকার বার্ষিক ভাতা":

"নগদে প্রদেয় ২০০০ টাকা":

"৪% হার সুদে যে পরিমাণ সরকারি সিকিউরিটিজ হইতে ৫,০০০ টাকা হয়":

উক্ত দানগুলো সুনির্দিষ্ট নয়।

(ছ) ক-এর ইংল্যান্ড ও ভারতে সম্পত্তি রহিয়াছে। সে খ-কে একটি উত্তরদান দান করে এবং নির্দেশ দেন যে, তাহার বাংলাদেশে থাকা সম্পত্তি হইতে উত্তরদানটি পরিশোধ করিতে হইবে। তিনি গ-কে একটি উত্তরদান করেন এবং নির্দেশ দেন যে, ইংল্যান্ডের সম্পত্তি হইতে উত্তরদানটি পরিশোধ করিতে হইবে। উত্তরদানগুলোর কোনোটিই সুনির্দিষ্ট নয়।

১৪৩। স্টক ইত্যাদিতে বিনিয়োগকৃত নির্দিষ্ট অর্থের দান।- যেক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট অর্থ দান করা হয়, সেইক্ষেত্রে কেবলমাত্র উত্তরদানটি যে স্টক, বন্ড বা সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হইয়াছে উইলে উহার বর্ণনা থাকার কারণেই উত্তরদানটি সুনির্দিষ্ট নয়।

উদাহরণ

ক খ-কে দান করে-

"আমার ফান্ডের সম্পত্তির ১০,০০০ টাকা":

" আমার সম্পত্তির ১০,০০০ টাকা, যাহা বর্তমানে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগকৃত"

"বর্তমানে বন্ধকিতে সুরক্ষিত ১০,০০০ টাকা অথবা রামপুর ফ্যাক্টরি" ।

এই সকল উত্তরদানের কোনোটিই সুনির্দিষ্ট নয়।

১৪৪। স্টক দান করা, যেক্ষেত্রে উইলকারীর উইলের তারিখে একই রকমের স্টক সমপরিমাণে বা অধিক পরিমাণে ছিল।- যেক্ষেত্রে সাধারণভাবে কোনো প্রকার স্টকের একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করা হয়, উইলকারী উইলের দিনে দানকৃত পরিমাণের সমান বা উহার চাইতে অধিক পরিমাণে সুনির্দিষ্ট ধরণের স্টকের মালিক ছিলেন, শুধু এই কারণে উত্তরদানটি সুনির্দিষ্ট হইবে না।

উদাহরণ

ক খ-কে ৫% হারে সরকারি সিকিউরিটিজের ৫,০০০ টাকা দান করে। উইলের তারিখে ক এর ৫% হারে সরকারি সিকিউরিটিজের ৫,০০০ টাকা ছিল। উত্তরদানটি সুনির্দিষ্ট নয়।

১৪৫। সুনির্দিষ্টভাবে উইলকারীর সম্পত্তির অংশবিশেষ বিলি-ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত যেই ক্ষেত্রে দানকৃত অর্থ বণ্টনযোগ্য নয়।- শুধুমাত্র এই কারণে কোন টাকার উত্তরদান সুনির্দিষ্ট হইবে না যে দাতার সম্পত্তির কিছু অংশ কোনো বিশেষ রুপ না পাওয়া বা কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় প্রেরিত না হওয়া পর্যন্ত উইলে ইহার প্রদান স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া আছে।

উদাহরণ

ক খ-কে ১০,০০০ টাকা দান করে এবং নির্দেশনা থাকে যে, ক এর যে সম্পত্তি ভারতে রহিয়াছে উহা ইংল্যান্ডে পাওয়া মাত্র উত্তরদান পরিশোধ করিতে হইবে। উত্তরদানটি সুনির্দিষ্ট নয়।

১৪৬। কখন কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্য সুনির্দিষ্টভাবে উইল করা হয় নাই বলিয়া বিবেচিত হইবে।- যেক্ষেত্রে পূর্বে উইল করা হয় নাই এইরূপ সম্পত্তির কিছু নির্দিষ্ট দ্রব্য উইলকারীর সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের দানে উল্লেখ থাকে সেইক্ষেত্রে উক্ত উল্লিখিত দ্রব্য নির্দিষ্টভাবে উইল করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

১৪৭। একাধিক্রমে কয়েকজন ব্যক্তির বরাবরে সুনির্দিষ্ট দানের দখল।- যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে একাধিক্রমে সম্পত্তি সুনির্দিষ্টভাবে দান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উহা যে আকারে উইলকারী রাখিয়া গিয়াছিলেন সেই আকারেই রাখিতে হইবে যদিও এমন হয় যে, অব্যাহতভাবে উহার মূল্য হ্রাস পাইতেছে।

উদাহরণ

(ক) ক কয়েক বৎসরের জন্য একটি বাড়ি ইজারা নেয়, যাহার মধ্যে তাহার মৃত্যুর সময় পনেরো বৎসর বাকি থাকে। ক উক্ত বাড়িটি খ-কে জীবনস্বত্বে, এবং খ এর মৃত্যুর পর গ-কে দান করে। ক যেভাবে রাখিয়া গিয়াছে সেই অবস্থাতেই খ উহা পনেরো বৎসর ভোগ করিতে অধিকারী হইবে, যদিও পনেরো বৎসর পরে গ এর জন্য উত্তরদানের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

(খ) ক খ এর জীবদ্দশায় একটি বার্ষিক ভাতাপ্রাপ্ত থাকে যা সে গ-কে জীবনস্বত্বে এবং গ এর মৃত্যুর পর ঘ কে দান করে। যেহেতু ক উক্ত বার্ষিক ভাতা রাখিয়া গিয়াছে, গ উহা ভোগ করিবে, যদিও ঘ এর পূর্বে খ মারা গেলে ঘ দানের অধীনে কিছুই পাইবে না।

১৪৮। একাধিক্রমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে উইলকৃত সম্পত্তির বিক্রয় এবং বিনিয়োগ।- যেক্ষেত্রে একাধিক্রমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে দানের অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি সুনির্দিষ্টভাবে দান করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনার অবর্তমানে, উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইবে এবং বিক্রয়ের মূল্য, [১][সুপ্রিম কোর্ট] কর্তৃক কোনো সাধারণ বিধির মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা নির্দেশিত জামানতে বিনিয়োগ করিতে হইবে এবং উইলের শর্ত মোতাবেক উক্ত তহবিল ক্রমানুসারে উত্তরদানগ্রহীতা ভোগ করিবে।

উদাহরণ

ক এর কয়েক বৎসরের একটি ইজারা থাকা অবস্থায় সে তাহার সকল সম্পত্তি খ কে জীবনস্বত্বে এবং খ এর মৃত্যুর পর গ কে দান করে। ইজারাটি অবশ্যই বিক্রয় করিতে হইবে এবং উহার বিক্রয়মূল্য

---

১ "হাইকোর্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে "সুপ্রিম কোর্ট" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

এই ধারায় উল্লিখিতভাবে বিনিয়োগ করিতে হইবে এবং তহবিল হইতে উদ্ভূত বাৎসরিক আয় খ কে জীবনস্বত্বে দিতে হইবে। খ এর মৃত্যুর পর তহবিলের মূলধন গ কে প্রদান করিতে হইবে।

১৪৯। যেক্ষেত্রে উত্তরদান পরিশোধে সম্পত্তির ঘাটতি থাকে সেইক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উত্তরদান, সাধারণ উত্তরদানের সহিত বিলুপ্ত হইবে না।- যদি উত্তরদান পরিশোধ করিতে গিয়া সম্পত্তির ঘাটতি হয়, তাহা হইলে সুনির্দিষ্ট উত্তরদান সাধারণ উত্তরদানের সহিত বিলুপ্ত হইবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নির্দেশনাত্মক উত্তরদান সম্পর্কিত

১৫০। নির্দেশনাত্মক উত্তরদানের সংজ্ঞা।- যেক্ষেত্রে উইলকারী নির্দিষ্ট অর্থ বা কোনো প্রকার পণ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ দান করে এবং কোনো বিশেষ প্রকার তহবিল বা সংভার এমনভাবে উল্লেখ করে যাহাতে উক্ত তহবিল বা সংভার প্রাথমিক তহবিল বা সংভার হয় যাহা হইতে খরচ নির্বাহ হইবে, সেইক্ষেত্রে উক্ত উত্তরদানকে নির্দেশনাত্মক বলা হইবে।

ব্যাখ্যা। সুনির্দিষ্ট উত্তরদান এবং নির্দেশনাত্মক উত্তরদান এর মধ্যে পার্থক্য হইল-

যেক্ষেত্রে উত্তরদানগ্রহীতাকে সুনির্দিষ্ট সম্পত্তি দেওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানটি সুনির্দিষ্ট;

যেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সম্পত্তি হইতে উত্তরদানটি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানটি নির্দেশনাত্মক।

উদাহরণ

(ক) ক খ-কে ১০০০ টাকা দান করে যাহা ম এর নিকট হইতে ঋণ বাবদ ক যাহা পাইবে তাহার অংশ। ক গ-কেও ১০০০ টাকা দান করে যাহা ম এর নিকট হইতে ঋণ বাবদ ক পাইবে। খ এর বরাবর উত্তরদানটি সুনির্দিষ্ট এবং গ এর বরাবর উত্তরদানটি নির্দেশনাত্মক।

(খ) ক খ-কে দান করিয়া এই বলিয়া যে-

"আমার গ্রিন একর নামক জমিতে উৎপন্ন ফসলের ১০ বুশেল ফসল":

"আমার রামপুর এর কারখানায় উৎপাদিত আশি সিন্দুক নীল":

"সরকারি অঙ্গীকারপত্র হইতে ৫% হারে আমার ১০,০০০ টাকা":

"আমার তহবিল কৃত সম্পত্তি হইতে ৫০০ টাকার বার্ষিক ভাতা":

"গ এর নিকট হইতে আমার প্রাপ্য ২০০০ টাকা হইতে ১০০০ টাকা":

একটি বার্ষিক ভাতা যাহাতে নির্দেশ দেয়া আছে "আমার রামনগর এর তালুক এর খাজনা হইতে প্রদেয়"।

(গ) ক খ-কে দান করে-

"রামনগরের ভূ-সম্পত্তি হইতে ১০,০০০ টাকা" অথবা তাহার রামনগরের ভূ-সম্পত্তির উপর সৃষ্ট উক্ত ১০,০০০ টাকার দায়:

"কোনো নির্দিষ্ট ব্যবসায় মূলধনে বিনিয়োগকৃত আমার শেয়ারের ১০,০০০ টাকা"

উক্ত দানগুলির প্রত্যেকটি নির্দেশনাত্মক।

১৫১। সুনির্দিষ্ট উত্তরদানের বিষয়বস্তু হইতে যখন কোনো উত্তরদান প্রদান করিবার নির্দেশ থাকে, তখন উহা পরিশোধের ক্রম।- যেক্ষেত্রে তহবিলের একটি অংশ সুনির্দিষ্টভাবে দান করা হয় এবং উক্ত তহবিল হইতে কোনো উত্তরদান পরিশোধিত হইবে মর্মে নির্দেশনা থাকে, সেইক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত অংশটি প্রথমে গ্রহীতাকে প্রদান করিতে হইবে এবং তহবিলের অবশিষ্ট অংশ হইতে নির্দেশনাত্মক উত্তরদান পরিশোধিত হইবে এবং অবশিষ্ট অংশে যতখানি ঘাটতি হইবে ততখানি উইলকারীর সাধারণ সম্পত্তি হইতে পরিশোধ করিতে হইবে।

উদাহরণ

ক খ-কে ১০০০ টাকা দান করে যাহা ম এর নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য দেনার অংশ। সে গ কেও ১০০০ টাকা দান করে যাহা ম এর নিকট দেনা হইতে পরিশোধ হইবে। ম এর নিকট ক এর কেবল ১৫০০ টাকা পাওনা আছে; যাহা হইতে ১০০০ টাকা খ-কে এবং ৫০০ টাকা গ-কে দিতে হইবে। গ বাকি ৫০০ টাকা উইলকারীর সাধারণ সম্পত্তি হইতে পাইবে।

ষোড়ষ অধ্যায়

উত্তরদান অভিক্রয় সম্পর্কিত

১৫২। অভিক্রয়ের ব্যাখ্যা।- সুনির্দিষ্টভাবে দানকৃত কোনো বস্তু যদি উইলকারীর মৃত্যুর সময় তাহার মালিকানায় না থাকে অথবা ভিন্ন কোনো প্রকার সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়, তাহা হইলে উত্তরদানটি অভিক্রয় হইবে: অর্থাৎ উইলের কার্যকারিতা হইতে বিষয়বস্তু অভিক্রয় হইবার কারণে উত্তরদানটি কার্যকর হইবে না।

উদাহরণমালা

(১) ক খ-কে দান করে-

“গ কর্তৃক আমাকে প্রদত্ত আংটি”:

“আমার স্বর্ণের চেইন”:

“একটি নির্দিষ্ট পশমি সুতার গাঁইট”:

“একটি নির্দিষ্ট কাপড়”:

“আমার মৃত্যুর সময় ঢাকার ম নামক রাস্তার আমার বাড়ির সকল দ্রব্য”:

ক তাহার জীবদ্দশায়-

উক্ত আংটি বিক্রয় করিয়া দেয় বা কাউকে দিয়ে দেয়:

উক্ত চেইনটিকে একটি পানপাত্রে রূপান্তরিত করে:

উক্ত পশম হইতে কাপড় তৈরি করে:

উক্ত কাপড় হইতে পোষাক তৈরি করে:

অন্য একটি বাসস্থান ক্রয় করিয়া তথায় বাড়ির সকল দ্রব্য নিয়ে যায়।

উপরের প্রত্যেকটি উত্তরদান অভিক্রয়কৃত।

(২) ক খ-কে দান করে-

“নির্দিষ্ট সিন্দুকের ১০০০ টাকা”:

“আমার আস্তাবলের সকল ঘোড়া”।

ক এর মৃত্যুর সময় সিন্দুকে কোনো অর্থ পাওয়া যায় নাই এবং আস্তাবলেও কোনো ঘোড়া পাওয়া যায় নাই। উত্তরদানটি অভিক্রয়কৃত।

(৩) ক খ-কে কিছু পণ্যের গাঁইট দান করে। ক সমুদ্র যাত্রায় উক্ত পণ্যগুলি নিয়ে যায়। জাহাজ এবং পণ্য সমুদ্রে নিখোঁজ হয় এবং ক ডুবে যায়। উত্তরদানটি অভিক্রয়কৃত।

১৫৩। নির্দেশনাত্মক উত্তরদান অভিক্রয় হইবে না।- কোনো নির্দেশনাত্মক উত্তরদান এই কারণে অভিক্রয় করা যাইবে না যে উইলের মাধ্যমে যে সম্পত্তিতে উহা দায় সৃষ্টি করিয়াছে উইলকারীর মৃত্যুর সময় তাহার অস্তিত্ব ছিল না; অথবা উহাকে ভিন্ন প্রকার সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। এইক্ষেত্রে উইলকারীর সাধারণ সম্পত্তি হইতে উহা পরিশোধিত হইবে।

১৫৪। তৃতীয় পক্ষের নিকট হইতে কোনো কিছু পাইবার অধিকারের সুনির্দিষ্ট দান অভিক্রয়।- যেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উইলকৃত বস্তুটি তৃতীয় পক্ষের নিকট হইতে মূল্যমানের কিছু গ্রহণ করিবার অধিকার হয় এবং উইলকারী নিজেই উহা গ্রহণ করেন, সেইক্ষেত্রে দানটি অভিক্রয়কৃত হইবে।

উদাহরণ

(১) ক খ কে দান করে-

"আমার প্রতি গ এর যে দেনা":

"ঘ এর হাতে আমার যে ২০০০ টাকা রহিয়াছে":

"ঙ এর মুচলেকায় আমার যে পাওনা রহিয়াছে":

"রহিমইয়ারখান কারখানায় আমার যে বন্ধক রহিয়াছে"।

এই সকল দেনা ক এর জীবদ্দশায় কিছু তাহার সম্মতিতে এবং কিছু তাহার সম্মতি ব্যতীত নিঃশেষিত হইয়াছে। উত্তরদানগুলি অভিক্রয়কৃত।

(২) ক তাহার জীবন বীমা পলিসির কিছু স্বার্থ খ-কে দান করে। ক তাহার জীবদ্দশাতেই পলিসির অর্থ গ্রহণ করে। উত্তরদানটি অভিক্রয়কৃত।

১৫৫। সুনির্দিষ্টভাবে উইলকৃত বস্তুর অংশবিশেষ উইলকারী নিজেই গ্রহণের মাধ্যমে অভিক্রয়।- সুনির্দিষ্টভাবে উইলকৃত সমুদয় বস্তুর অংশবিশেষ উইলকারী কর্তৃক গৃহীত হইলে, উহা যতখানি গৃহীত হইয়াছে, ততখানি উত্তরদানের অভিক্রয় হিসাবে কার্যকর হইবে।

উদাহরণ

ক খ-কে 'আমার নিকট গ এর প্রাপ্য দেনা' দান করে। দেনার পরিমাণ ১০,০০০ টাকা। গ ক-কে উক্ত দেনার অর্ধেক ৫,০০০ টাকা প্রদান করে। উত্তরদানটিতে ক এর গৃহীত ৫,০০০ টাকা অভিক্রয় করা হইয়াছে।

১৫৬। সুনির্দিষ্টভাবে দান করা হইয়াছে এইরূপ কোনো সমুদয় তহবিলের অংশবিশেষ উইলকারী কর্তৃক গ্রহণের মাধ্যমে অভিক্রয়।- যদি কোনো তহবিল বা সংভার এর সম্পূর্ণ অংশ সুনির্দিষ্টভাবে দান করা হয়, উইলকারী কর্তৃক উক্ত তহবিল বা সংভারের কোনো অংশ গ্রহণ করা হইলে, যতখানি গ্রহণ করা হইয়াছে ততখানি অভিক্রয় হিসাবে কার্যকর হইবে এবং তহবিল বা সংভারের অবশিষ্টাংশ সুনির্দিষ্ট উত্তরদানের নিষ্পত্তির জন্য প্রযোজ্য হইবে।

উদাহরণ

ক খ কে তাহার নিকট গ কর্তৃক প্রদেয় ১০,০০০ টাকার অর্ধেক দান করে। ক তাহার জীবদ্দশায় ৬০০০ টাকা গ্রহণ করে। গ এর নিকট হইতে প্রাপ্য বাকি ৪০০০ টাকা সুনির্দিষ্ট উত্তরদানের অধীনে তাহার মৃত্যুর সময় খ পাইবে।

১৫৭। যেক্ষেত্রে তহবিলের অংশবিশেষ সুনির্দিষ্টভাবে একজন উত্তরদানগ্রহীতাকে দান করা হয়, এবং একই তহবিলের উপর অন্যজনের উত্তরদানের দায় সৃষ্টি হয়, এবং উইলকারী উক্ত তহবিলের অংশবিশেষ গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্টাংশ উভয় উত্তরদানগ্রহীতাকে প্রদানের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত হয় সেইক্ষেত্র পরিশোধের ক্রম।- যেক্ষেত্রে তহবিলের একটি অংশ সুনির্দিষ্টভাবে কোনো একজন উত্তরদানগ্রহীতাকে দান করা হয় এবং একই তহবিলের উপর চার্জকৃত উত্তরদান

অন্য একজনকে দান করা হয়, এবং যদি উইলকারী উক্ত তহবিলের অংশবিশেষ গ্রহণ করেন, এবং তহবিলের অবশিষ্টাংশ একই সহিত সুনির্দিষ্ট এবং নির্দেশনাত্মক উত্তরদান পরিশোধে অপর্যাপ্ত হয়, সেইক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উত্তরদানটি প্রথমে পরিশোধিত হইবে এবং নির্দেশনাত্মক উত্তরদানের অবশিষ্টাংশ উইলকারীর সাধারণ সম্পত্তি হইতে পরিশোধিত হইবে।

উদাহরণ

ক ঘ এর নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য দুই হাজার টাকার মধ্য হইতে খ-কে ১০০০ টাকা দান করে এবং ঘ এর নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য টাকা হইতে ১০০০ টাকা গ কে উইল মূলে দান করে। ক পরবর্তীতে উক্ত দেনার ৫০০ টাকা গ্রহণ করিয়া ঘ এর নিকট হইতে প্রাপ্য ১৫০০ টাকা রেখে মারা যায়। এই ১৫০০ টাকার মধ্য হইতে খ ১০০০ টাকা পাইবে, গ ৫০০ টাকা পাইবে। গ ক এর সাধারণ সম্পত্তি হইতে ৫০০ টাকা পাইবে।

১৫৮। উইলকারীর মৃত্যুর সময় সুনির্দিষ্ট উইলকৃত স্টকের অস্তিত্ব না থাকিবার কারণে অভিক্রয়।- যেক্ষেত্রে উইলকারীর মৃত্যুর সময় সুনির্দিষ্টভাবে দানকৃত স্টকের অস্তিত্ব থাকে না, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানটি অভিক্রয় হইবে।

উদাহরণ

ক খ কে দান করে-

"ইস্ট ইন্ডিয়া স্টকে আমার ১০০০ টাকার মূল্যের মূলধনি স্টক":

"৪ % হারে আমার ১০,০০০ টাকার সরকারি অঙ্গীকারপত্র" ।

ক উক্ত স্টক এবং অঙ্গীকারপত্র বিক্রয় করিয়া দেয়। উত্তরদানটি অভিক্রয় করা হইয়াছে।

১৫৯। সুনির্দিষ্টভাবে দানকৃত স্টক এর ক্ষেত্রে উইলকারীর মৃত্যুর সময় কেবল আংশিকভাবে অস্তিত্ব থাকিবার কারণে আংশিক অভিক্রয়।- যেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে দানকৃত স্টক এর ক্ষেত্রে উইলকারীর মৃত্যুর সময় কেবল আংশিক স্টকের অস্তিত্ব থাকে, সেইক্ষেত্রে স্টকের যতখানি অস্তিত্বহীন উত্তরদানটি ততখানি অভিক্রয় হইবে।

উদাহরণ

ক খ কে তাহার ৫.৫% হারে গৃহীত সরকারি ঋণের ১০,০০০ টাকা দান করে। ক তাহার ১০,০০০ টাকার ঋণের অর্ধেক বিক্রয় করে। উত্তরদানটি অর্ধেক অভিক্রয় করা হইয়াছে।

১৬০। কোনো বিশেষ স্থানের সহিত সম্পর্কিত পণ্যের সুনির্দিষ্ট দান অপসারণের কারণে উত্তরদান অভিক্রয় হইবে না।- কোনো বিশেষ স্থানের সহিত সম্পর্কিত পণ্যের সুনির্দিষ্ট দান এই কারণে অভিক্রয় হইবে না যে, উক্ত পণ্য কোনো সাময়িক কারণে বা প্রতারণার মাধ্যমে বা উইলকারীর অবগতি বা অনুমতি ব্যতীত উক্ত স্থান হইতে অপসারণ করা হইয়াছে।

উদাহরণ

(ক) ক খ-কে এই বলিয়া দান করে যে, "আমার মৃত্যুর সময় আমার কলকাতার বসতবাড়িতে থাকা সকল গৃহস্থালি পণ্য"। আগুন হইতে রক্ষা করিবার জন্য পণ্যগুলি বাড়ি হইতে অপসারণ করা হয়। পণ্যগুলি ফিরিয়ে আনিবার পূর্বেই ক মারা যায়।

(খ) ক খ-কে এই বলিয়া দান করে যে, "আমার মৃত্যুর সময় আমার কলকাতার বসতবাড়িতে থাকা সকল গৃহস্থালি পণ্য"। ক এর অনুপস্থিতিতে সকল পণ্য বাড়ি হইতে অপসারণ হয়। পণ্যগুলি অপসারণের অনুমোদন না করিয়া ক মারা যায়।

উপরের উত্তরদান দুইটির কোনোটিই অভিক্রয় হয় নাই।

১৬১। কখন উইলকৃত বস্তুর অপসারণ দ্বারা অভিক্রয় হইবে না।- যেক্ষেত্রে শুধু কোনো বস্তুর বর্ণনা দেওয়ার জন্য উইলকারী কোনো স্থানের কথা উল্লেখ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত স্থান হইতে উহার অপসারণের কারণে উত্তরদান অভিক্রয় হইবে না।

উদাহরণ

(ক) ক খ-কে এই বলিয়া দান করেন "ঢাকায় আমার বসতবাড়িতে আমার দখলে থাকা সকল বিল, বন্ড এবং অন্যান্য সিকিউরিটিজসমূহ"। ক এর মৃত্যুর সময় উক্ত সকল দ্রব্য তাহার ঢাকার বসতবাড়ি হইতে অপসারণ করা হয়।

(খ) ক খ-কে ঢাকায় অবস্থিত তাহার বাড়ির সকল আসবাবপত্র দান করে। ক এর ঢাকায় একটি এবং চালনায় অন্য আরেকটি বাড়ি রহিয়াছে যেখানে সে পর্যায়ক্রমে বাস করে। তাহার একটি মাত্র আসবাবপত্র থাকায় উক্ত আসবাবপত্র সে প্রত্যেকটি বাড়িতে তাহার সহিত লইয়া যায়। তাহার মৃত্যুর সময় উক্ত আসবাবপত্র তাহার চালনার বাড়িতে ছিল।

(গ) ক খ-কে পদ্মা নদীতে থাকা একটি জাহাজে অবস্থিত তাহার সকল দ্রব্য দান করে। ক এর নির্দেশে দ্রব্যগুলি একটি গুদাম ঘরে নেওয়া হয়, সেখানে দ্রব্যগুলি থাকাবস্থায় ক এর মৃত্যু হয়।

উক্ত উত্তরদানগুলির কোনোটিই অভিক্রয় হয় নাই।

১৬২। যেক্ষেত্রে উইলকৃত দ্রব্যাদির মূল্যবান তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হইতে উইলকারী কর্তৃক গৃহীতব্য; এবং উইলকারী নিজে বা তাহার প্রতিনিধি উহা গ্রহণ করে।- যেক্ষেত্রে দানকৃত বস্তুটি তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হইতে মূল্যবান কিছু গ্রহণ করিবার অধিকার নয়, কিন্তু উহা অর্থ বা অন্য কোনো মূল্যবান দ্রব্য যাহা উইলকারী নিজে বা তাহার প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উইলকারী কর্তৃক উক্ত অর্থ বা দ্রব্যসামগ্রি গৃহীত হইলে উহা অভিক্রয় হইবে না; কিন্তু তিনি যদি উহা তাহার সাধারণ সম্পত্তির সহিত একত্রিত করেন, তাহা হইলে উত্তরদানটি অভিক্রয় হইবে।

উদাহরণ

গ এর নিকট হইতে যাহা কিছু অর্থ প্রাপ্য, ক উহা খ-কে দান করে। ক গ এর নিকট হইতে তাহার সমুদয় পাওনা গ্রহণ করে এবং তাহার সাধারণ সম্পত্তি হইতে পৃথক করিয়া রাখে। উত্তরদানটি অভিক্রয় করা হয় নাই।

১৬৩। উইল সম্পাদনের তারিখ এবং উইলকারীর মৃত্যুর তারিখের মধ্যে সুনির্দিষ্ট দানের বিষয়ে আইনের পরিবর্তন।- যেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে দানকৃত কোনো বস্তু উইল সম্পাদনের তারিখ এবং উইলকারীর মৃত্যুর তারিখের মধ্যবর্তী সময়ে আইনের প্রয়োগ দ্বারা অথবা দানকৃত বস্তুটি কোনো আইনগত দলিলের বিধানাবলি কার্যকর করিবার কারণে পরিবর্তিত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিবর্তনের কারণে উত্তরদানটি অভিক্রয় হইবে না।

উদাহরণ

(ক) ক খ-কে উইল করে, "৫.৫% হারে আমার যে সরকারি ঋণ"। উক্ত ঋণের দলিল ক এর জীবদ্দশায় ৫% হারে স্টক হিসেবে রূপান্তরিত হয়।

(খ) ক খ-কে কনসলে ক এর ট্রাস্টিগণের নামে বিনিয়োগকৃত ২,০০০ টাকা দান করে। উক্ত ২,০০০ টাকা ক এর ট্রাস্টিগণ ক এর নিজস্ব নামে হস্তান্তর করে।

(গ) ক খ-কে সরকারি প্রত্যর্থপত্রে ১০,০০০ দান করে যাহা তিনি বিবাহের বন্দোবস্তমূলে উইলমূলে দান করে নিষ্পত্তির ক্ষমতা রাখে। পরবর্তীতে, ক এর জীবদ্দশায়, উক্ত বন্দোবস্তের ক্ষমতাবলে উক্ত তহবিলকে কনসলে রূপান্তরিত করা হয়।

উক্তরূপ কোনো উত্তরদান অভিক্রয় হয় নাই।

১৬৪। উইলকারীর অবগতি ব্যতীত উইলের বিষয়বস্তু পরিবর্তন।- যেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট দানকৃত বস্তু উইল সম্পাদনের তারিখ এবং উইলকারীর মৃত্যুর তারিখের মধ্যবর্তী সময়ে পরিবর্তন করা হয় এবং উক্ত পরিবর্তন উইলকারীর অবগতি বা অনুমোদন ব্যতীত হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানটি অভিক্রয় হইবে না।

উদাহরণ

ক খ-কে "আমার সকল ৩%, কনসল" দান করে। ক এর অবগতি ছাড়াই ক এর প্রতিনিধিগণ উক্ত কনসল বিক্রি করে উহাকে ইস্ট ইন্ডিয়া স্টকে রূপান্তর করে। উত্তরদান অভিক্রয় হয় নাই।

১৬৫। সুনির্দিষ্টভাবে দানকৃত স্টক প্রতিস্থাপনের শর্তে তৃতীয় পক্ষকে ধার দেওয়া।- যেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে দানকৃত স্টক এই শর্তে তৃতীয় পক্ষকে ধার দেওয়া হয় যে, উহা প্রতিস্থাপন করিতে হইবে এবং সে মোতাবেক উহা প্রতিস্থাপন করা হয়, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানটি অভিক্রয় হইবে না।

১৬৬। বিক্রয় করা হইলেও উহার প্রতিস্থাপন করা হয় নাই এইরূপ সুনির্দিষ্টভাবে দানকৃত সংভার (stock) যাহা উইলকারীর মৃত্যুর সময় তাহার দখলাধীন থাকে।- যেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে দানকৃত সংভার বিক্রয় করা হয়, এবং একই ধরনের সমপরিমাণ স্টক পরবর্তীতে ক্রয় করা হয় এবং উইলকারীর মৃত্যুর সময় তাহার দখলাধীন থাকে, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানটি অভিক্রয় হইবে না।

সপ্তদশ অধ্যায়

উইলমূলে দানকৃত বিষয়বস্তুর দায় পরিশোধ সম্পর্কিত

১৬৭। সুনির্দিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতাকে অব্যাহতি দানের ক্ষেত্রে নির্বাহকের দায়হীনতা।- (১) যেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে দানকৃত সম্পত্তিটি, উইলকারীর মৃত্যুতে, উইলকারী নিজের কিংবা তিনি যে ব্যক্তির অধীন দাবিকারী, এমন কোনো ব্যক্তি দ্বারা সৃষ্ট কোনো বন্ধক, পূর্বস্বত্ব বা দায় সাপেক্ষ হয়, সেইক্ষেত্রে উইল দ্বারা ভিন্নরূপ কোনো ইচ্ছা প্রতীয়মান না হইলে, উত্তরদানগ্রহীতা যদি উত্তরদানটি গ্রহণ করেন, তিনি উক্ত বন্ধক বা দায় সাপেক্ষেই গ্রহণ করিবেন এবং (তাহার নিজের এবং উইলকারীর সম্পত্তির মধ্যে) উক্ত বন্ধক বা দায় এর পাওনা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উইলকারীর দেনা পরিশোধের সাধারণ কোনো নির্দেশকে উইলকারীর ভিন্ন কোনো অভিপ্রায় হিসাবে অনুমান করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায় বর্ণিত দায় এর মধ্যে ভূমি-রাজস্ব বা খাজনার মত সাময়িক পাওনা পরিশোধ অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

উদাহরণ

(ক) গ কর্তৃক ক-কে প্রদত্ত একটি হীরার আংটি ক খ কে দান করেন। ক এর মৃত্যুর সময় উক্ত আংটি ঘ এর নিকট বন্ধক থাকে। যদি ক এর সম্পত্তির অবস্থা অনুযায়ী সম্ভব হয়, তাহা হইলে ক এর নির্বাহকগণের দায়িত্ব হইল খ কে উক্ত আংটি বন্ধক মুক্ত করার অনুমতি প্রদান করা।

(খ) ক খ-কে একটি জমিদারি দান করে যাহা ক এর মৃত্যুর সময় ১০,০০০ টাকার বন্ধক সাপেক্ষ থাকে এবং ক এর মৃত্যুতে ১,০০০ টাকা সুদসহ সম্পূর্ণ আসল অপরিশোধিত থাকে। খ, যদি দানটি গ্রহণ করিতে চায়, তাহা হইলে উক্ত চার্জসহ গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহার নিজের ও ক এর সম্পত্তি হইতে উক্ত ১১,০০০ টাকা প্রদান করিতে হইবে।

১৬৮। দানকৃত বস্তুতে উইলকারীর স্বত্ব পূরণ, উইলকারীর ভূ-সম্পত্তি হইতে করিতে হইবে।- যেক্ষেত্রে দানকৃত বস্তুতে উইলকারীর স্বত্ব পূরণে কোনো কিছু করিবার প্রয়োজন হয়, সেইক্ষেত্রে উহা উইলকারীর ভূ-সম্পত্তি হইতে খরচ করিতে হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক একটি নির্দিষ্ট একটি জমি ক্রয় করিবার জন্য সাধারণ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং খ কে উহা দান করে। কিন্তু ক্রয়মূল্য পরিশোধ করিবার পূর্বেই ক মৃত্যু বরণ করে। উক্ত ক্রয়মূল্য ক এর সম্পত্তি হইতে পরিশোধ করিতে হইবে।

(খ) ক একটি নির্দিষ্ট একটি জমি নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়, যাহার অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করা হয়, বাকি অর্ধেক মূল্যের জমির উপর বন্ধক থাকে। ক খ-কে উহা দান করে এবং ক্রয়মূল্য পরিশোধ বা সুরক্ষিত করিবার পূর্বেই ক মারা যায়। ক এর সম্পত্তি হইতে ক্রয় মূল্যের অর্ধেক পরিশোধ করিতে হইবে।

১৬৯। নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রদেয় ভূমি রাজস্ব বা খাজনা উত্তরদানগ্রহীতার স্থাবর সম্পত্তি হইতে অব্যাহতি।- যেক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তির কোনো স্বার্থ দান করা হয় যাহার জন্য ভূমি রাজস্ব বা খাজনা নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রদেয়, সেইক্ষেত্রে উইলকারীর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত উইলকারীর ভূ-সম্পত্তি হইতে (উইলকারীর ভূ-সম্পত্তি ও উত্তরদানের মধ্যে) উক্তরূপ খাজনা বা উহার অংশ পরিশোধ করিতে হইবে।

উদাহরণ

ক খ-কে এমন একটি বাড়ি দান করে, যাহার বার্ষিক খাজনা ৩৬৫ টাকা। ক সঠিক সময়ে খাজনার টাকা প্রদান করে এবং ২৫ দিন পর মারা যায়। ক এর ভূ-সম্পত্তি হইতে ২৫ টাকা খাজনা দিতে হইবে।

১৭০। জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে সুনির্দিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতার স্টকের অব্যাহতি।- যদি কোনো জয়েন্ট স্টক কোম্পানির স্টকে সুনির্দিষ্ট দান করা হয়, সেইক্ষেত্রে, উইলে কোনো নির্দেশনার অবর্তমানে, যদি উইলকারীর মৃত্যুর সময় স্টকের কোনো তলবি বা অন্যান্য পাওনা বাকি থাকে, তাহা হইলে সেই তলবি বা পাওনা, উইলকারী এবং উইলগ্রহীতার ভূ-সম্পত্তি হইতে পরিশোধ করা হইবে; কিন্তু যদি উইলকারীর মৃত্যুর পর স্টকের কোনো তলবি বা অন্যান্য পাওনা বাকি থাকে, তাহা হইলে সেই তলবি বা পাওনা, উত্তরদানগ্রহীতা যদি দানটি গ্রহণ করেন, উইলকারী এবং উইলগ্রহীতার ভূ-সম্পত্তি হইতে পরিশোধ করা হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক খ-কে কোনো রেলওয়ে কোম্পানির শেয়ার দান করে। ক এর মৃত্যুর সময় তলবির টাকা বাবদ শেয়ার প্রতি ১০০ টাকা বকেয়া ছিল, যাহা যথাযথভাবে করা হইয়াছিল, এবং সুদ বাবদ তলবির জন্য শেয়ার প্রতি ৫ টাকা বকেয়া ছিল। উক্ত পাওনা ক এর ভূ-সম্পত্তি হইতে বহন করিতে হইবে।

(খ) ক কোনো গঠিতব্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে ৫০টি শেয়ার গ্রহণ করিতে সম্মত হয় এবং প্রতিটি শেয়ারের জন্য ১০০ টাকা পরিশোধ করিবে মর্মে চুক্তি করে, যাহা তাহার শেয়ারের স্বত্ব পূরণ হওয়ার পূর্বেই পরিশোধ করিতে হইবে। ক খ-কে উক্ত শেয়ারগুলি দান করে। এইক্ষেত্রে উক্ত শেয়ারগুলিতে ক এর স্বত্ব পূরণ করিবার জন্য তাহার সম্পত্তি হইতে পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে।

(গ) ক খ-কে কোনো রেলওয়ে কোম্পানির শেয়ার দান করে। খ উহা গ্রহণ করে। ক এর মৃত্যুর পর শেয়ার পরিশোধের জন্য তলব করা হয়। খ-কে উহা পরিশোধ করিতে হইবে।

(ঘ) ক খ-কে কোনো জয়েন্ট স্টক কোম্পানির শেয়ার দান করে। খ দানটি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে উক্ত কোম্পানিটি অবসায়িত হইলে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারকে অংশ অনুযায়ী পাওনা পরিশোধে অবদান রাখিতে বলা হয়। উত্তরদানগ্রহীতাকে উক্ত অবদানের অংশ বহন করিতে হইবে।

(ঙ) ক কোনো রেলওয়ে কোম্পানির ১০টি শেয়ারের মালিক। ক এর জীবদ্দশায় প্রতি শেয়ারের ৫০ টাকা মুল্য পরিশোধের জন্য তলব করা হয় যাহা ৩টি কিস্তিতে প্রদেয়। ক তাহার শেয়ার খ-কে দান করে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তি পরিশোধের মধ্যবর্তী সময়, প্রথম কিস্তির টাকা পরিশোধ

না করিয়া মৃত্যুবরণ করেন। ক এর ভূ-সম্পত্তি হইতে প্রথম কিস্তি পরিশোধ করিতে হইবে এবং যদি খ উক্ত উত্তরদানটি গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে অবশিষ্ট কিস্তি পরিশোধ করিতে হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সাধারণ শর্তে বর্ণিত কোনো কিছু দান সম্পর্কিত

১৭১। সাধারণ শর্তে বর্ণিত কোনো কিছু দান।- যদি সাধারণ শর্তে বর্ণনা করিয়া কোনো কিছু দান করা হয়, তাহা হইলে নির্বাহক উত্তরদানগ্রহীতার জন্য যাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে উক্ত বর্ণনার হয় তাহাই ক্রয় করিবেন।

উদাহরণমালা

(ক) ক খ-কে একজোড়া বাহক-ঘোড়া বা একটি হিরের আংটি দান করেন। যদি সম্পত্তির অবস্থা ভাল হয়, তাহা হইলে নির্বাহক উত্তরদানগ্রহীতাকে অবশ্যই উক্ত পণ্য প্রদান করিবেন।

(খ) ক খ-কে এই বলিয়া দান করেন যে, "আমার বাহক-ঘোড়ার জোড়া'। কিন্তু ক এর মৃত্যুর সময় তাহার উক্তরূপ কোনো বাহক-ঘোড়া ছিল না। উত্তরদানটি ফলদায়ক হইবে না।

উনবিংশ অধ্যায়

তহবিলের সুদ বা আয় দান সম্পর্কিত

১৭২। তহবিলের সুদ বা আয় দান।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে কোনো তহবিলের সুদ বা আয় দান করা হয়, এবং উক্ত দানের ভোগ সীমিত মেয়াদের হইবে বলিয়া উইলে কোনো অভিপ্রায় না থাকে, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানগ্রহীতা উক্ত তহবিলের মূলধন এবং সুদ উভয়েরই অধিকারী হইবেন।

উদাহরণ

(ক) ক খ-কে তাহার ৫% হারে সরকারি প্রত্যর্থপত্র দান করেন। উক্ত জামানতকে প্রভাবিত করিবার মত অন্য বিধান উইলে নাই। খ ক এর উক্ত ৫% হারে সরকারি প্রত্যর্থপত্রের অধিকারী হইবেন।

(খ) ক খ-কে তাহার ৫.৫% হারে প্রত্যর্থপত্রের সুদ জীবনস্বত্বে, এবং খ এর মৃত্যুর পর গ-কে দান করেন। খ তাহার জীবদ্দশায় উক্ত পত্রের সুদ এবং খ এর মৃত্যুর পর গ উহার অধিকারী হইবেন।

(গ) ক খ-কে এক্স এলাকায় অবস্থিত ক এর মালিকানাধীন ভূমির ভাড়া দান করেন। খ উক্ত ভূমির অধিকারী হইবেন।

বিংশ অধ্যায়

বার্ষিক ভাতার দান

১৭৩। উইলে ভিন্নরূপ কোনো অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে, উইল দ্বারা সৃষ্ট বার্ষিক ভাতার দান শুধু জীবনস্বত্বে প্রদেয় হইবে।- উইলে ভিন্নরূপ কোনো অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে, যেক্ষেত্রে উইল দ্বারা কোনো বার্ষিক ভাতা সৃষ্টি করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত বার্ষিক ভাতা উইলকারীর সম্পত্তি হইতে প্রদানের নির্দেশনা থাকিলেও, বা উক্ত সম্পত্তি ক্রয়ের উদ্দেশে বিনিয়োগের জন্য দান করা হইলেও, উত্তরদানগ্রহীতা শুধু তাহার জীবদ্দশায় উক্ত বার্ষিক ভাতা প্রাপ্ত হইবেন।

উদাহরণ

(ক) ক খ-কে বার্ষিক ৫০০ টাকা দান করে। খ তাহার জীবদ্দশায় বার্ষিক ৫০০ টাকা পাইবার অধিকারী।

(খ) ক খ-কে মাসিক ৫০০ টাকা দান করে। খ তাহার জীবদ্দশায় মাসিক ৫০০ টাকা পাইবার অধিকারী।

(গ) ক খ-কে জীবনস্বত্বে বার্ষিক ৫০০ টাকা এবং খ এর মৃত্যুর পর গ-কে উহা দান করে। খ তাহার জীবদ্দশায় বার্ষিক ৫০০ টাকা পাইবার অধিকারী এবং গ যদি খ এর উত্তরজীবী হয় তাহা হইলে খ এর মৃত্যুর পর তাহার মৃত্যু পর্যন্ত বার্ষিক ৫০০ টাকা পাইবার অধিকারী।

১৭৪। যেক্ষেত্রে সম্পত্তির লভ্যাংশ বা সাধারণভাবে সম্পত্তি হইতে বার্ষিক ভাতা প্রদান করা হইবে বলিয়া উইলে নির্দেশনা থাকে বা দানকৃত অর্থ বার্ষিক ভাতা ক্রয়ের উদ্দেশে বিনিয়োগ হইবে, এইরূপ ক্ষেত্রে ন্যস্ত হইবার সময়।- যেক্ষেত্রে উইলকারীর মৃত্যুতে কোনো ব্যক্তির জন্য সম্পত্তির লভ্যাংশ বা সাধারণভাবে সম্পত্তি হইতে বার্ষিক ভাতা প্রদান করা হইবে বলিয়া উইলে নির্দেশনা থাকে, বা দানকৃত অর্থ বার্ষিক ভাতা ক্রয়ের উদ্দেশে বিনিয়োগ হয়, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানটি উত্তরদানগ্রহীতার উপর স্বার্থসহ ন্যস্ত হয়, এবং তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী তাহার জন্য বার্ষিক ভাতা ক্রয় করাইতে পারিবে, অথবা উক্ত উদ্দেশে ব্যয়িত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।

উদাহরণ

(ক) ক তাহার উইলে নির্বাহকগণকে খ এর জন্য ১০০০ টাকার বার্ষিক ভাতা ক্রয় করিবার নির্দেশনা প্রদান করে। এইক্ষেত্রে খ এর ইচ্ছা অনুযায়ী, খ সারাজীবন ১,০০০ টাকা হারে বার্ষিক ভাতা পাইবার বা উক্ত বার্ষিক ভাতা ক্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত হইবে এমন পরিমাণ অর্থ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(খ) ক খ-কে তাহার জীবনস্বত্বে একটি তহবিল দান করে এবং নির্দেশ দেয় যে, খ এর মৃত্যুর পর উহা গ এর জন্য বার্ষিক তহবিল ক্রয় করিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে। উইলকারীর মৃত্যুতে খ ও গ উভয়েই জীবিত থাকে। খ এর জীবদ্দশায় গ মৃত্যুবরণ করে। খ এর মৃত্যুতে উক্ত তহবিল গ এর প্রতিনিধির উপর ন্যাস্ত হইবে।

১৭৫। বার্ষিক ভাতা হ্রাসকরণ।- যেক্ষেত্রে কোনো বার্ষিক ভাতা দান করা হয়, কিন্তু উইলকারীর সম্পত্তি, উইলে দানকৃত সকল উত্তরদান পরিশোধ করিবার জন্য পর্যাপ্ত না হয়, সেইক্ষেত্রে বার্ষিক ভাতা উইল দ্বারা দানকৃত অন্যান্য আর্থিক উত্তরদানের মত একই অনুপাতে হ্রাস পাইবে।

১৭৬। যেক্ষেত্রে বার্ষিক ভাতার দান এবং অবশিষ্ট দান থাকে, সেইক্ষেত্রে সমুদয় বার্ষিক ভাতা প্রথমে পরিশোধ করিতে হইবে।- যেক্ষেত্রে একটি বার্ষিক ভাতার দান এবং একটি অবশিষ্ট দান থাকে, সেইক্ষেত্রে অবশিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতাকে অবশিষ্টাংশের কোনো অংশ প্রদানের পূর্বে, সমুদয় বার্ষিক ভাতা প্রদান করিতে হইবে; এবং, প্রয়োজন হইলে, উইলকারীর ভূ-সম্পত্তির মূলধন উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।

একবিংশ অধ্যায়

পাওনাদার এবং অংশীদারদের প্রতি উত্তরদান সম্পর্কিত

১৭৭। আপাতদৃষ্টিতে পাওনাদার উত্তরদান এবং দেনা লাভের অধিকারী।- যেক্ষেত্রে একজন দেনাদার তাহার পাওনাদারকে কোনো উত্তরদান করে এবং উইল হইতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় না যে, উক্ত দান দেনা পরিশোধের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে; সেইক্ষেত্রে পাওনাদার উক্তরূপ উত্তরদান এবং দেনা লাভের অধিকারী হইবেন।

১৭৮। আপাতদৃষ্টিতে সন্তান উত্তরদান এবং অংশ উভয়েরই অধিকারী।- যেক্ষেত্রে পিতা বা মাতা, কোনো চুক্তিমূলে দায় এর অধীন সন্তানকে উত্তরদান দান করে এবং উইল হইতে এইরূপ প্রতিয়মান হয় না যে, উক্ত উত্তরদান সন্তানের অংশ মিটাইবার জন্য করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সন্তান উত্তরদান এবং সম্পত্তির অংশ উভয়ই লাভের অধিকারী হইবে।

উদাহরণ

ক খ এর সহিত বিবাহ চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এই শর্তে যে, সে উক্ত বিবাহ হইতে জন্মগ্রহণকারী সকল কন্যাকে তাহাদের প্রত্যেকের বিবাহে ২০,০০০ টাকা করিয়া দান করিবে। উক্ত চুক্তিভঙ্গ হইবার পর, তাহার এবং খ এর মধ্যে জন্ম নেয়া প্রত্যেক বিবাহিত কন্যাকে ২০,০০০ করিয়া দান করে। উত্তরদানগ্রহীতাগণ তাহাদের অংশ ছাড়াও উক্তরূপ দানের অধিকারী হইবে।

১৭৯। পরবর্তী কোনো বিধান দ্বারা উত্তরদানগ্রহীতার উইল অভিক্রয় হইবে না।- উত্তরদানগ্রহীতার জন্য বন্দোবস্ত বা অন্য কোনো উপায়ে কৃত কোনো পরবর্তী বিধান দ্বারা কোনো দান অভিক্রয় হইবে না।

উদাহরণ

(ক) ক তাহার পুত্র খ-কে ২০,০০০ উইলমূলে দান করে। পরবর্তী সময়ে সে খ-কে ২০,০০০ প্রদান করে। উত্তরদানটি অভিক্রয় হইবে না।

(খ) ক তাহার এতিম ভাইঝি খ-কে, যাহাকে সে শৈশব হইতে লালন-পালন করিতেছে, ৪০,০০০ টাকা দান করে। পরবর্তী সময়ে খ এর বিবাহে ক ৩০,০০০ টাকা প্রদান করে। উত্তরদানটি বিলুপ্ত হইবে না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নির্বাচন সম্পর্কিত

১৮০। যে অবস্থায় নির্বাচন হইবে।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি উইলমূলে কোনো বস্তু বিলি-ব্যবস্থা করিতে চান, যাহার বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার তাহার নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত বস্তুর মালিক এইরূপ বিলি-ব্যাবস্থা নিশ্চিত করিতে কিংবা উহাতে অসম্মতি প্রদান করিতে পারিবেন।

১৮১। মালিক কর্তৃক ত্যাগ করা স্বার্থ ন্যস্ত।- ধারা ১৮০ এ বর্ণিত অবস্থায় যখন কোনো স্বার্থ ত্যাগ করা হয় তখন উহা এমনভাবে ন্যস্ত হইবে, যেন উহা উত্তরদানগ্রহীতার অনুকূলে উইলমূলে বিলি-ব্যাবস্থা করা হয় নাই; তবে এইরূপ শর্ত সাপেক্ষে যে, উইলমূলে যে অর্থ বা মূল্য প্রদানের ইচ্ছা করা হইয়াছিল বঞ্চিত উত্তরদানগ্রহীতাকে উহা প্রদানের চার্জ প্রযোজ্য হইবে।

১৮২। নিজ মালিকানা সম্পর্কে উইলকারীর বিশ্বাস অপ্রাসঙ্গিক।- উইলকারী তাহার উইল দ্বারা যাহা বিলি-ব্যাবস্থা করিতে চাহেন, উহা তাহার নিজের বলিয়া বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, উক্তক্ষেত্রে ধারা ১৮০ ও ১৮১ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

উদাহরণ

(ক) সুলতানপুরের খামারটি গ এর সম্পত্তি ছিল। ক উইল মূলে উহা খ-কে দান করে এবং গ-কে ১০০০ টাকার একটি উত্তরদান করে। গ সুলতানপুরের খামারটি নিজ অধিকারে রাখিবার বিষয়টি নির্বাচন করে, যাহার মূল্য ৮০০ টাকা। গ ১০০০ টাকার উত্তরদানটি বাতিল করিয়া দেয়, যাহার মধ্যে খ ৮০০ টাকা পাইবে। বাকি ২০০ টাকা অবশিষ্ট দানের মধ্যে পড়িবে অথবা, প্রযোজ্য হইলে, উইলবিহীন উত্তরদানের নিয়ম অনুযায়ী বর্তাইবে।

(খ) ক খ-কে একটি ভূ-সম্পত্তি, খ এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (যিনি বিবাহিত এবং যাহার সন্তান আছে) যদি সন্তানবিহীন অবস্থায় মারা যায়, এই শর্তে দান করে। ক গ-কে একটি রত্নও দান করে, যাহার মালিক খ। এইক্ষেত্রে খ উক্ত রত্ন পরিত্যাগ করা কিংবা ভূ-সম্পত্তি হারাইবার মধ্যে যে কোনো একটি নির্বাচন করিবে।

(গ) ক খ-কে ১,০০০ টাকা এবং গ-কে একটি ভূ-সম্পত্তি দান করে, যাহা খ-কে দান যাইবে যদি খ এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (যিনি বিবাহিত এবং যাহার সন্তান আছে) যদি সন্তানবিহীন অবস্থায় মারা যায়। ক উক্ত ভূ-সম্পত্তি পরিত্যাগ করা কিংবা উত্তরদানটি হারাইবার মধ্যে যে কোনো একটি নির্বাচন করিবে।

(ঘ) ক, ১৮ বৎসর বয়স্ক একজন ব্যক্তি, বাংলাদেশে বসবাসর করেন, কিন্তু ইংল্যান্ডে তাহার একটি রিয়েল এস্টেট রহিয়াছে, আইন অনুযায়ী যাহার উত্তরাধিকারী গ। ক গ-কে একটি উত্তরদান দান করে, ইহা সাপেক্ষে যে, খ-কে "আমার সকল সম্পত্তি, উহা যেভাবেই বা যেখানেই থাকুক না

কেন" বলিয়া দান করে। ক ২১ বৎসর হইবার পূর্বে মারা যায়। ইংল্যান্ডে ক এর রিয়েল এস্টেট উক্ত উইল দ্বারা হস্তান্তরিত হইবে না। গ ইংল্যান্ডের রিয়েল এস্টেটের দাবি পরিত্যাগ না করিয়া উত্তরদান দাবি করিতে পারিবে।

১৮৩। মানুষের কল্যাণার্থে কৃত দান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেভাবে বিবেচিত হয়।- কোনো ব্যক্তির কল্যাণার্থে কৃত দান, নির্বাচনের ক্ষেত্রে, তাহার নিজের বরাবরে কৃত দানের অনুরূপ হইবে।

উদাহরণ

ক, খ এর সুলতানপুর খুর্দে অবস্থিত খামার, গ-কে দান করে। ক সুলতানপুর বুজুর্গ অবস্থিত অপর একটি খামার তাহার নির্বাহকগণকে এই নির্দেশনা প্রদান করিয়া দান করেন যে, উক্ত খামারটি বিক্রয় করিয়া, বিক্রয় মূল্য হইতে খ এর দেনা পরিশোধ করিতে হইবে। খ-কে এইক্ষেত্রে নির্বাচন করিতে হইবে যে, খ উইলের শর্ত মানিয়া নিবে, নাকি উহার বিপরীতে, সুলতানপুর খুর্দের খামারটি রাখিয়া দিবে।

১৮৪। পরোক্ষভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নির্বাচনের অধিকারী হইবেন না।- কোনো ব্যক্তি উইলের অধীন প্রত্যক্ষ কোনো সুবিধাভোগী না হইয়া পরোক্ষ সুবিধাভোগী হইলে, তিনি নির্বাচন করিতে পারিবেন না।

উদাহরণ

সুলতানপুরের জমি গ-কে জীবনস্বত্বে, এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার একমাত্র সন্তান ঘ-কে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। ক সুলতানপুরের জমি খ-কে এবং ১,০০০ টাকা গ-কে দান করে। গ ক এর মৃত্যুর কিছু দিন পর, উইলবিহীন অবস্থায়, নির্বাচন না করিয়াই মারা যায়। ঘ গ এর সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করে, এবং প্রশাসক হিসেবে গ এর সম্পত্তি উইলের অধীন নেওয়ার নির্বাচন করে। উক্ত ক্ষমতাবলে ঘ ১,০০০ টাকা উত্তরদান গ্রহণ করে। উইলকারীর মৃত্যুর পর এবং গ এর মৃত্যুর পূর্বে সুলতানপুরের জমির যে খাজনা উদ্ভব হয় খ এর হিসাব হইতে উহা গ্রহণ করে। সে ব্যক্তিগতভাবে উইলের বিপরীতে সুলতানপুরের জমি নিজ দখলে রাখে।

১৮৫। উইলের অধীন ব্যক্তিগতভাবে সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি অন্যভাবে উইলের বিপরীত নির্বাচন করিতে পারিবেন।- ব্যক্তিগতভাবে উইলের অধীন সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি অন্যভাবে উইলের বিপরীত নির্বাচন করিতে পারিবেন।

উদাহরণ

সুলতানপুরের ভূ-সম্পত্তি ক-কে জীবনস্বত্বে এবং তাহার মৃত্যুর পর খ-কে বন্দোবস্ত করা হয়। ক সুলতানপুরের সম্পত্তি ঘ-কে, ২,০০০ টাকা খ-কে এবং ১,০০০ টাকা গ-কে (যে খ এর একমাত্র সন্তান) দান করে। উইলকারীর মৃত্যুর পর খ, উইল বিহীন এবং নির্বাচন না করিয়া মারা যায়। গ, খ এর সম্পত্তির প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং প্রশাসক হিসাবে উইলের বিপরীতে সুলতানপুরের ভূ-সম্পত্তি রাখিবার এবং ২,০০০ টাকার উত্তরদান পরিত্যাগ করিবার নির্বাচন করে। গ ইহা করিতে পারিবে এবং উইলের অধীন তাহার ১,০০০ টাকার উত্তরদানও দাবি করিতে পারিবে।

১৮৬। সর্বশেষ ছয়টি ধারার বিধানের ব্যতিক্রম।- ১৮০ ধারা হইতে ১৮৫ ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে উত্তরদানগ্রহীতার অধিকারে রহিয়াছে এইরূপ কোনো কিছুর পরিবর্তে উইলে বিশেষ কোনো কিছু দান করিবার ইচ্ছা করা হয় এবং যাহা উইলমূলে বিলি-ব্যাবস্থা করা হয়, সেইক্ষেত্রে যদি উত্তরদানগ্রহীতা উক্ত বস্তু দাবি করেন, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষ দানটি পরিত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু উইলের মাধ্যমে তাহাকে প্রদত্ত অন্য কোনো সুবিধা পরিত্যাগ করিতে হইবে না।

উদাহরণ

ক এর বিবাহ বন্দোবস্ত অনুযায়ী, ক এর স্ত্রী যদি ক এর উত্তরজীবী হয়, তাহা হইলে তাহার জীবদ্দশায় সুলতানপুরের ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকারী। সুলতানপুরের ভূ-সম্পত্তির স্বার্থের পরিবর্তে ক, উইলমূলে তাহার স্ত্রীকে ২০০ টাকার বার্ষিক ভাতা প্রদান করে এবং ভূ-সম্পত্তিটি তাহার ছেলেকে দান

করে। সে তাহার স্ত্রীকে ১,০০০ টাকা উত্তরদান করে। বিধবা, বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাহার যাহা কিছু প্রাপ্য উহা নির্বাচন করে। তাহাকে বার্ষিক ভাতা পরিত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু ১,০০০ টাকার উত্তরদান পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই।

১৮৭। যেক্ষেত্রে উইলমূলে প্রদত্ত লাভ গ্রহণ করা উইলের অধীন নির্বাচন বলিয়া গণ্য হইবে।- উইলমূলে প্রদত্ত লাভ গ্রহণ করা উইলের অধীন নির্বাচন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি তাহার নির্বাচন করিবার অধিকার সম্পর্কে এবং নির্বাচন করিবার ক্ষেত্রে যে সকল পরিস্থিতি একজন যুক্তিসঙ্গত মানুষকে প্রভাবিত করে উহা সম্পর্কে তিনি অবগত থাকেন, অথবা যদি তিনি উক্ত পরিস্থিতির অনুসন্ধান পরিত্যাগ করেন।

উদাহরণমালা

(ক) ক সুলতানপুর খুর্দ নামক একটি ভূ-সম্পত্তির মালিক এবং সুলতানপুর বুজুর্গ নামক অন্য একটি ভূ-সম্পত্তিতে তাহার জীবনস্বত্ব রহিয়াছে যাহা তাহার মৃত্যুর পর তাহার সন্তান খ সম্পূর্ণভাবে অধিকারী হইবে। ক এর উইল সুলতানপুর খুর্দ এর ভূ-সম্পত্তি খ-কে এবং সুলতানপুর বুজুর্গ এর সম্পত্তি গ-কে দান করে। খ সুলতানপুর বুজুর্গের উপর তাহার নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায়, গ-কে উহার দখল দখল গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করে; এবং সুলতানপুর খুর্দের ভূ-সম্পত্তিতে প্রবেশ করে। খ গ-কে প্রদত্ত সুলতানপুর বুজুর্গের দান নিশ্চিত করে নাই।

(খ) ক এর জ্যেষ্ঠ পুত্র খ সুলতানপুর নামক একটি ভূ-সম্পত্তির দখলদার। ক খ-কে সুলতানপুর দান করে এবং বাকি সম্পত্তি খ-কে দান করে। খ ক এর নির্বাহকগণ দ্বারা জানিতে পারে যে, অবশিষ্টাংশের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা এবং গ-কে সুলতানপুর এর দখল গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করে। খ গ-কে সুলতানপুরের ভূ-সম্পত্তি দান নিশ্চিত করে নাই।

১৮৮। যে অবস্থায় অবগতি বা দাবিত্যাগ আইনগত অনুমান বা ধরিয়া লওয়া যাইবে।- (১) যদি উত্তরদানগ্রহীতা উইলমূলে প্রদত্ত সুবিধা, অসম্মতি প্রকাশক কোনো কিছু না করিয়া, দুই বৎসর যাবত ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, ভিন্নরূপ কোনো সাক্ষ্য না থাকিলে, উক্তরূপ অবগত থাকা বা উক্ত পরিস্থিতির অনুসন্ধান পরিত্যাগ করা, আইনগত অনুমান বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

(২) যদি উত্তরদানগ্রহীতা এমন কোনো কাজ করেন যাহা দ্বারা উক্ত দানের বিষয়বস্তুতে স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিকে, উক্তরূপ কাজ করা না হইলে যে অবস্থায় থাকিতেন, সেই অবস্থায় থাকিতে অসম্ভব করিয়া তুলে, তাহা হইলে উক্তরূপ অবগত থাকা বা উক্ত পরিস্থিতির অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছেন মর্মে ধরিয়া লইতে হইবে।

উদাহরণ

ক খ-কে একটি ভূ-সম্পত্তি দান করে, গ যাহার অধিকারী। ক গ-কে একটি কয়লা খনি দান করে। গ উক্ত খনির দখল গ্রহণ করে এবং উহাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে। ইহা দ্বারা সে খ-কে কৃত ভূ-সম্পত্তির দান নিশ্চিত করে।

১৮৯। যখন উইলকারীর প্রতিনিধি উত্তরদানগ্রহীতাকে নির্বাচন করিবার আহ্বান করিতে পারিবেন।- যেক্ষেত্রে উইলকারীর মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে উত্তরদানগ্রহীতা উইলকারীর প্রতিনিধিগণকে উইলটি নিশ্চিত করা বা উহাতে অসম্মতি প্রদানের অভিপ্রায় ব্যাক্ত না করিয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে প্রতিনিধিগণ উক্ত সময়ান্তে, তাহাকে নির্বাচন করিতে বলিবে এবং উক্তরূপ আহ্বান করিবার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তিনি যদি উহার প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে উইলটি নিশ্চিত করে হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯০। অক্ষমতার ক্ষেত্রে নির্বাচন স্থগিতকরণ।- অক্ষমতার ক্ষেত্রে, অক্ষমতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, অথবা, কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচন না করা পর্যন্ত, নির্বাচন স্থগিত থাকিবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মৃত্যুর আশঙ্কায় কৃত দান সম্পর্কিত

১৯১। মৃত্যুর আশঙ্কায় কৃত দানের মাধ্যমে হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি।- (১) উইলের মাধ্যমে বিলি-ব্যবস্থাযোগ্য যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি, কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর আশঙ্কায় দানের মাধ্যমে বিলি-ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি অসুস্থ থাকেন এবং অসুস্থতার কারণে শিঘ্রই মৃত্যুর আশঙ্কা করেন এবং তাহার কোনো স্থাবর সম্পত্তি দান হিসাবে রাখিবার জন্য অন্য কাহারও নিকট উহা হস্তান্তর করেন, তাহা হইলে উক্ত দান মৃত্যুর আশঙ্কায় করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উক্তরূপ দান দাতা কর্তৃক ফেরত নেওয়া যাইবে; এবং দানটি কার্যকর হইবে না, যদি তিনি দান করিবার সময়ের অসুস্থতা হইতে আরোগ্য লাভ করেন কিংবা যদি তিনি দানগ্রহীতার উত্তরজীবী হন।

উদাহরণ

(ক) ক, অসুস্থ অবস্থায়, মৃত্যুর আশঙ্কায়, খ এর নিকট রাখিবার জন্য তাহাকে নিম্নবর্ণিত দ্রব্য হস্তান্তর করে-

একটি ঘড়ি;

গ কর্তৃক ক-কে প্রদত্ত একটি বন্ড;

একটি ব্যাংক-নোট;

অনুমোদিত ফাঁকা একটি সরকারি অঙ্গীকারপত্র;

অনুমোদিত ফাঁকা একটি বিনিময় বিল;

নির্দিষ্ট কতিপয় বন্ধকি দলিল;

ক উক্ত দ্রব্যাদি হস্তান্তরকালে অসুস্থতায় মারা যায়। খ নিম্নবর্ণিত দ্রব্যাদির অধিকারী হয়-

ঘড়ি;

গ কর্তৃক ক-কে প্রদত্ত বন্ড;

ব্যাংক-নোট;

অনুমোদিত ফাঁকা সরকারি অঙ্গীকারপত্র;

অনুমোদিত ফাঁকা বিনিময় বিল;

বন্ধকি দলিলের জামানতকৃত অর্থ।

(খ) ক অসুস্থ অবস্থায়, মৃত্যুর আশঙ্কায় খ-কে একটি ট্রাঙ্কের চাবি বা একটি গুদামের চাবি হস্তান্তর করে যাহার মধ্যে ক এর মালিকানাধীন বিপুল দ্রব্যাদি মজুদ রাখা আছে। ক এর মৃত্যুতে খ উহার দখল গ্রহণ করিবে এবং রাখিয়া দিবে, এই প্রত্যাশায় ক উক্ত কাজ করে। উল্লিখিত দ্রব্যাদি হস্তান্তরের সময় ক মৃত্যু বরণ করে। খ ট্রাঙ্ক ও উহার ভিতরের দ্রব্যাদি এবং গুদামে মজুদকৃত বিপুল দ্রবাদির অধিকারী হইবে।

(গ) ক, অসুস্থ অবস্থায়, মৃত্যুর আশঙ্কায় কিছু দ্রব্য আলাদা পার্সেলে রেখে দেয় এবং পার্সেলগুলোর উপরে খ এবং গ এর নাম লিখিয়া দেয়। ক এর জীবদ্দশায় উক্ত পার্সেলগুলো হস্তান্তর করা হয় নাই। ক অসুস্থতায় মৃত্যু বরণ করে, কিন্তু অসুস্থতাকালীন উক্ত পার্সেলগুলো বাতিল করিয়া দেয়। খ এবং গ পার্সেলগুলোর অধিকারী হইবে না।

সপ্তম ভাগ

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সংরক্ষণ

১৯২। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে দাবিদার ব্যক্তি বেআইনি দখলের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।- (১) কোনো ব্যক্তি স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া মৃত্যু বরণ করিলে, উহাতে বা উহার কোনো অংশে উত্তরাধিকারসূত্রে দাবিদার ব্যক্তি, উক্ত সম্পত্তির কোনো অংশ যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার জেলা জজের নিকট প্রতিকারের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন, যদি অন্য কোনো ব্যক্তি উহার প্রকৃত দখল গ্রহণ করে কিংবা বলপূর্বক দখলের কোনো আশঙ্কা থাকে।

(২) কোনো নাবালক, অযোগ্য বা অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে তাহার কোনো প্রতিনিধি, আত্মীয় বা নিকট বন্ধু বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস তাহাদের অধিক্ষেত্রের মধ্যে উক্তরূপ প্রতিকারের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

১৯৩। বিচারক কর্তৃক তদন্ত।- যে জেলা জজের নিকট উক্তরূপ আবেদন করা হয়, সেই জেলা জজ, প্রথমত, আবেদনকারীকে শপথপূর্বক পরিক্ষা করিবেন, এবং যদি তিনি মনে করেন যে, দখলরত বা জোরপূর্বক দখলকারী পক্ষের কোনো বৈধ স্বত্ব নাই, এবং আবেদনকারী বা তাহার পক্ষে যিনি আবেদন করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে উহার দাবীদার এবং একটি মামলার সাধারণ প্রতিকার প্রদান করা হইলে তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এবং আবেদনটি সরল বিশ্বাসে করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি, প্রয়োজনে, অধিকতর তদন্ত করিতে পারিবেন।

১৯৪। পদ্ধতি।- যদি জেলা জজ এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অন্য কোনোভাবে না হইয়া শুধু পূর্বোক্তভাবে বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি অভিযুক্ত পক্ষকে সমন প্রদান করিবেন এবং বিতর্কিত দখল খালি করিবার নোটিশ করিবেন, এবং, যুক্তিসঙ্গত সময় অতিবাহিত হইবার পর, সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে আদেশ দ্বারা (অতঃপর বর্ণিত মামলা সাপেক্ষে) দখলের অধিকার নিষ্পত্তি করিবেন এবং তদনুয়ায়ী দখল অর্পণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা জজের একজন কর্তকর্তা নিয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকিবে যিনি দ্রব্যাদির একটি তালিকা তৈরি করিবেন, এবং তিনি অভিযুক্ত পক্ষকে সমন দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তদন্ত নিষ্পন্ন করিয়া থাকুক বা না থাকুক, পক্ষগণের আবেদনে, অনতিবিলম্বে সিল-মোহর মারিয়া বা অন্য কোনোভাবে উহা সুরক্ষিত করিবেন।

১৯৫। পদ্ধতি নির্ণয়কালে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ।- যদি পূর্বোক্ত তদন্তে আরও প্রতীয়মান হয় যে, সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির পূর্বেই সম্পত্তি আত্মসাৎ বা অপচয় হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, এবং দখলকারী পক্ষ হইতে জামানত লাভে বিলম্ব হইবে বা উহা অপর্যাপ্ত হইবার কারণে দখলচ্যুত পক্ষের সম্যক ঝুঁকির আশঙ্কা রহিয়াছে, তবে শর্ত থাকে যে, তিনি বৈধ মালিক, তাহা হইলে জেলা জজ এক বা একাধিক তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতে পারিবেন যাহারা তাহাদের নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন, এবং কোনো অবস্থাতেই সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি বা দখল নিশ্চিতকরণ বা উহার অর্পণের বাহিরে তাহারা কিছুই করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, ভূমির ক্ষেত্রে জজ, কালেক্টর বা তাহার অধীনস্থ কোনো কর্মকর্তাকে তত্ত্বাবধায়কের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের প্রতিটি নিয়োগ যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে হইবে।

১৯৬। তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পণযোগ্য ক্ষমতা।- জেলা জজ তত্ত্বাবধায়ককে সাধারণভাবে সম্পত্তির দখল গ্রহনের বা দখলকারী পক্ষ কর্তৃক জামানত না দেওয়া পর্যন্ত, অথবা সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত না করা পর্যন্ত, বা দখলকারী পক্ষ কর্তৃক সম্পত্তির আত্মসাৎ বা অপচয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য তত্ত্বাবধায়ককে সম্পত্তি দখলের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, দখলকারী পক্ষকে জামানত প্রদানপূর্বক বা জামানত ব্যতীত উহার দখল অব্যাহত রাখিবার অনুমতি প্রদান বিচারকের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা, এবং উক্তরূপ দখল অব্যাহত রাখা দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত বা দলিল নিশ্চিতকরণ বা অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে বিচারকের আদেশ সাপেক্ষ হইবে।

১৯৭। তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক কতিপয় ক্ষমতা প্রয়োগে বিধি-নিষেধ।- (১) যেক্ষেত্রে দশম ভাগের [১][* * *] অধীন কোনো সনদ প্রদান করা হয়, অথবা প্রবেট বা ব্যবস্থাপনার পত্র মঞ্জুর করা হয়, সেইক্ষেত্রে এই ভাগের অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সনদধারী বা নির্বাহক বা প্রশাসকের আইনসঙ্গত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

(২) আদালত কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ককে যাহারা দেনা বা ভাড়া প্রদান করিয়াছেন তাহারা অব্যাহতি লাভ করিবেন, এবং তত্ত্বাবধায়ক ক্ষেত্রমত, সনদ, প্রবেট বা ব্যবস্থাপনার পত্র লাভকারি ব্যক্তিকে উহা পরিশোধের জন্য দায়ি থাকিবেন।

১৯৮। তত্ত্বাবধায়ককে জামানত প্রদান করিতে হইবে, এবং তিনি সম্মানি গ্রহণ করিতে পারিবেন।- (১) তত্ত্বাবধায়ক তাহার উপর অর্পিত ট্রাস্ট বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিবার উদ্দেশ্যে, এবং এতদ্‌পরবর্তীতে বর্ণিত হিসাব সন্তোষজনকভাবে প্রদানের উদ্দেশ্যে, জেলা জজ কিউরেটরের নিকট হইতে জামানত গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং জেলা জজ যেরূপ যুক্তিসঙ্গত মনে করিবেন সেইরূপ সম্মানি সম্পত্তি হইতে নেওয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ককে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, উহা কোনো অবস্থাতেই অস্থাবর সম্পত্তি বা স্থাবর সম্পত্তির লাভের ৫% এর বেশি হইবে না।

(২) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক আদায়কৃত সকল উদ্বৃত্ত অর্থ আদালতে দাখিল করিতে হইবে এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার নিষ্পত্তির পর উহার অধিকারী ব্যক্তির কল্যাণের জন্য সরকারি সিকিউরিজে বিনিয়োগ করিতে হইবে।

(৩) তত্ত্বাবধায়কের নিকট হইতে যুক্তিসঙ্গত দ্রুততার সহিত জামানত নিতে হইবে, এবং, সম্ভব হইলে, পরবর্তীতে যে সকল ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতে হইবে সেই সকল ক্ষেত্রের জন্য জামানত গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু এইরূপ জামানত গ্রহণে বিলম্বের কারণে তত্ত্বাবধায়কের উপর দায়িত্ব অর্পণে বিচারককে নিবৃত করিবে না।

১৯৯। ভূ-সম্পত্তির মধ্যে রাজস্ব-প্রদানকারী জমি থাকিলে কালেক্টরের নিকট হইতে প্রতিবেদন নিতে হইবে।- (১) যেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারি রাজস্ব-প্রদানকারী ভূমি লইয়া গঠিত হয়, সেইক্ষেত্রে দখলরত পক্ষকে সমন প্রদান, তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ, অথবা উক্ত নিয়োগে কোনো ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত সকল বিষয়ে জেলা জজ কালেক্টরের নিকট হইতে প্রতিবেদন তলব করিতে পারিবেন এবং কালেক্টর উহা প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে উক্ত প্রতিবেদন ছাড়াই বিচারক প্রথম অবস্থাতেই অগ্রসর হইতে পারিবেন।

(২) বিচারক উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন না, কিন্তু, উক্ত প্রতিবেদনের ব্যতিক্রম কোনো কাজ করিলে তিনি অনতিবিলম্বে উহার কারণ বিধৃত করিয়া হাইকোর্ট বিভাগে বিবৃতি দাখিল করিবেন, এবং হাইকোর্ট বিভাগ যদি উক্তরূপ কারণে অসন্তুষ্ট হয় সেইক্ষেত্রে, কালেক্টরের প্রতিবেদন অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য বিচারককে নির্দেশ দিতে পারিবে।

২০০। মামলা দায়ের ও আত্মপক্ষ সমর্থন।- মামলা দায়ের ও মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ককে জেলা জজের সকল আদেশ মানিয়া চলিতে হইবে, এবং ভূ-সম্পত্তির পক্ষে তত্ত্বাবধায়কের নামে মামলা দায়ের বা আত্মপক্ষ সমর্থন করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দেনা বা খাজনা আদায়ের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের আদেশে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা থাকিতে হইবে; এবং উক্ত সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ককে যে কোনো অর্থের হিসাব দানে সমর্থ করিবে।

২০১। তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক তত্ত্বাবধানকালীন দৃশ্যত মালিককে ভাতা প্রদান।- তত্ত্বাবধায়কের অধীন সম্পত্তির তত্ত্বাবধান থাকাবস্থায় জেলা জজ তাহার বিবেচনা অনুযায়ী পক্ষগণের অধিকার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত তদন্ত করিয়া, যে পক্ষগণের আপাতঃদৃষ্টিতে অধিকার বিদ্যমান তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় ভাতা প্রদান করিতে পারিবেন, এবং

---

[১] "অথবা উত্তরাধিকার সনদ আইন, ১৮৮৯" শব্দগুলি, কমা এবং সংখ্যা বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির পর যদি প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত পক্ষ উহার অধিকারী নন, তাহা হইলে তাহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায়বলে উক্ত পক্ষকে সুদসহ পরিশধের জন্য জামানত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২০২। তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক হিসাব দাখিল।- তত্ত্বাবধায়ক প্রত্যেক মাসে সংক্ষিপ্ত আকারে হিসাব দাখিল করিবেন, এবং প্রতি তিন মাস পর পর, যদি তাহার নিয়োগ উক্ত সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়, এবং সম্পত্তির দখল হস্তান্তরের সময় জেলা জজের সন্তুষ্টি মোতাবেক তাহার ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত হিসাব দাখিল করিবেন।

২০৩। হিসাব পরিদর্শন এবং আগ্রহী পক্ষের উহার অনুলিপি রাখিবার অধিকার।- (১) তত্ত্বাবধায়কের হিসাব আগ্রহী সকল পক্ষের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে, এবং উক্ত আগ্রহী পক্ষ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক সকল রশিদ এবং পরিশোধের অনুলিপি রাখিবার জন্য পৃথক কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) যদি দেখা যায় যে, তত্ত্বাবধায়কের হিসাব বকেয়া রহিয়াছে, অথবা উহা ভুল বা অসম্পূর্ণ, অথবা জেলা জজের আদেশ সত্বেও তিনি হিসাব দাখিল করিতেছেন না, সেইক্ষেত্রে এইরূপ প্রত্যেক ব্যর্থতার জন্য তিনি অনধিক ১,০০০ টাকা দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

২০৪। একই সম্পত্তির জন্য দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগে বাধা।- যদি কোনো জেলা জজ মৃত ব্যক্তির সমুদয় সম্পত্তির জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন, তাহা হইলে এইরূপ নিয়োগ অন্য কোনো জেলা জজকে [১][* * *] অন্য কোনো তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগে বাধা দিবে, কিন্তু কোনো সম্পত্তির একাংশের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হইলে উক্ত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের জন্য আরেকজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগে নিবৃত করিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিচারক এই ভাগের অধীন অন্য বিচারকের নিকট পূর্বেই দায়েরকৃত কোনো সংক্ষিপ্ত কার্যধারার বিষয় সম্পর্কিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতে পারিবেন না:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোনো ভূ-সম্পত্তির বিভিন্ন অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিচারক কর্তৃক দুই বা ততোধিক তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ সমুদয় সম্পত্তির জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের জন্য যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ দিতে পারিবে।

২০৫। তত্ত্বাবধায়কের জন্য আবেদনের সময়সীমা।- যে স্বত্বাধিকারী ব্যক্তির মৃত্যুতে উত্তরাধিকারসূত্রে দাবি করা হয়, তাহার মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে এই ভাগের অধীন জেলা জজ এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

২০৬। সরকারি বন্দোবস্ত বা মৃত ব্যক্তির আইনগত নির্দেশনার ক্ষেত্রে এই ভাগ কার্যকরকরণে বাধা।- এই ভাগে বিধৃত কোনো কিছুই কোনো সম্পত্তির মৃত সত্বাধিকারী কর্তৃক সরকারি বন্দোবস্ত বা অন্য কোনো আইনগত নির্দেশনাকে লঙ্ঘন করিবে না এই কারণে যে, নাবালক অবস্থায় বা অন্য কোনো অবস্থার জন্য উহার দখল তাহার মৃত্যুর পর হস্তান্তরিত হইয়াছে, এবং এইক্ষেত্রে, উক্ত সম্পত্তি যেই বিচারকের অধিক্ষেত্রের অধীন, তিনি উক্তরূপ নির্দেশনার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে উহা কার্যকর করিবেন।

২০৭। নাবালকের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের এখতিয়ারভুক্ত হইলে উহাকে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতে হইবে।- এই ভাগে বিধৃত কোনো কিছুই কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কোনো সম্পত্তির দখলে কোনো বিশৃঙ্খলা হইতে দিবে না, এবং যেক্ষেত্রে নাবালক বা অন্য কোনো অযোগ্য ব্যক্তি, যাহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের আওতাধীন, এই ভাগের অধীন আবেদনকারী হইলে, জেলা জজ যদি দখলভুক্ত পক্ষকে সমন প্রদান করেন বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেইক্ষেত্রে তিনি জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকেই কোর্ট অব ওয়ার্ডসকে, কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিবেন, এবং সংক্ষিপ্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি করিবার পর যদি প্রতীয়মান হয় যে, নাবালক বা অন্য অযোগ্য ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির অধিকারী, তাহা হইলে কোর্ট অব ওয়ার্ডসকে উহার দখল অর্পণ করিতে হইবে।

---

[১] "একই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

২০৮। মামলা করিবার অধিকার সংরক্ষণ।- এই ধারায় বর্ণিত কোনো কিছুই দখলদার পক্ষের উপর নোটিশ প্রেরণের পূর্বে বা পরে, যেই পক্ষের আবেদন খারিজ করা হইয়াছে, বা এই ভাগের অধীন যাহাকে দখল হইতে উচ্ছেদ করা হইয়াছে এইরূপ কোনো পক্ষকে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করিবে না।

২০৯। সংক্ষিপ্ত কার্যধারার সিদ্ধান্তের ফলাফল।- এই ভাগের অধীন জেলা জজ কর্তৃক সংক্ষিপ্ত কার্যধারায় প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত প্রকৃত দখলের মিমাংসা করা ব্যতীত অন্য কোনো প্রভাব থাকিবে না, এবং উক্ত উদ্দেশ্যে ইহা চূড়ান্ত হইবে এবং ইহার বিরুদ্ধে কোনো আপিল বা পুনর্বিবেচনা করা যাইবে না।

২১০। সরকারি তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ।- সরকার যে কোনো জেলা বা জেলাসমূহের জন্য সরকারি তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতে পারিবে, এবং এই ভাগের অধীন অধিক্ষেত্রসম্পন্ন জেলা জজ উক্তরূপ তত্ত্বাবধায়ক মনোনয়ন করিতে পারিবেন যেক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ দানের বিষয়টি তাহার স্বেচ্ছাধীন রাখা হইয়াছে।

অষ্টম ভাগ

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতিনিধিত্বমূলক স্বত্ব

২১১। নির্বাহক বা প্রশাসকের বৈশিষ্ট্য ও সম্পত্তি।- (১) মৃত ব্যক্তির নির্বাহক বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসক সকল উদ্দেশ্যে তাহার আইনগত প্রতিনিধি হইবেন এবং এইরূপে মৃত ব্যক্তির সকল সম্পত্তি তাহার উপর ন্যস্ত হইবে।

(২) যদি মৃত ব্যক্তি একজন হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, বা জৈন, বা একজন অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হন, তাহা হইলে এই ভাগে বর্ণিত কোনো কিছুই মৃত ব্যক্তির কোনো সম্পত্তিকে নির্বাহক বা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত করিবে না, যাহা অন্যথায় উত্তরজীবী নীতি অনুসারে অন্য কোনো ব্যক্তির বরাবরে চলিয়া যাইত।

২১২। উইলবিহীন ব্যক্তির সম্পত্তিতে অধিকার।- (১) উইল না করিয়া মারা গিয়াছেন এমন ব্যক্তির সম্পত্তির কোনো অংশের উপর কোনো অধিকার কোনো আদালতে প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না, যদিনা পূর্বেই উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো আদালত কর্তৃক কোনো ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা হইয়া থাকে।

(২) যদি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, বা জৈন বা বাংলাদেশি খ্রিষ্টান ব্যক্তির অকৃত ইচ্ছাপত্রতার ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

২১৩। নির্বাহক বা উত্তরদানগ্রাহী হিসাবে কখন অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাইবে।- (১) নির্বাহক বা উত্তরদানগ্রাহী হিসেবে কোনো আদালতে কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না, যদিনা বাংলাদেশের উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন কোনো আদালত যে উইলের অধীন অধিকার দাবি করা হয়, সেই উইল সংক্রান্ত প্রবেট প্রদান করে, বা উক্ত উইলের **সহিত** বা উইলের একটি অনুমোদিত প্রতিলিপির সংযুক্ত প্রতিলিপির সহিত ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করে।

(২) কোনো [১][মুসলমান] কর্তৃক সম্পাদিত উইলের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না, এবং কোনো হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, বা জৈন কর্তৃক সম্পাদিত উইলের ক্ষেত্রে কেবল এই ধারা প্রযোজ্য হইবে, যদি উক্ত উইল ধারা ৫৭ এর দফা (ক) ও (খ) এ বর্ণিত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়।

২১৪। মৃত ব্যক্তির দেনাদারদের নিকট হইতে আদালতের মাধ্যমে দেনা আদায়ের পূর্বশর্ত প্রতিনিধিত্বমূলক স্বত্বের প্রমাণ।- (১) কোনো আদালত-

(ক) মৃত ব্যক্তির দেনাদারের বিরুদ্ধে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বা উহার অংশ বিশেষ উত্তরাধিকারসূত্রে দাবিদার কোনো ব্যক্তির নিকট তাহার দেনা পরিশোধের জন্য ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে না; বা

---

১ "মুহামেডান" শব্দের পরিবর্তে "মুসলমান" শব্দ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

(খ) উক্তরূপ অধিকারের দাবিদার কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে উক্তরূপ কোনো দেনাদারের বিরুদ্ধে তাহার দেনা পরিশোধের জন্য ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর করিবার জন্য অগ্রসর হইবে না, উক্ত দাবিদার ব্যক্তি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো দাখিল ব্যতিরেকে-

(অ) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তাহাকে প্রশাসক নিয়োগের প্রমাণক হিসেবে প্রদত্ত প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র;

(আ) Adminstrator General's Act, 1913 এর ৩১ ধারা বা ৩২ ধারায় প্রদত্ত কোনো সনদ যেখানে দেনার কথা উল্লেখ রহিয়াছে; বা

(ই) দশম ভাগের অধীন উত্তরাধিকার সনদ যাহাতে দেনার কথা উল্লেখ রহিয়াছে।

[১][* * *]

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত "দেনা" অর্থে কৃষি কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমির খাজনা, রাজস্ব বা লভ্যাংশ ব্যতীত অন্য যে কোনো দেনা অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২১৫। সনদের উপর পরবর্তী প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের প্রভাব।- (১) কোনো সম্পত্তি সম্পর্কে প্রদত্ত কোনো প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র দশম ভাগের [২][* * *] অধীন দেনা বা জামানত সম্পর্কে পূর্বে প্রদত্ত কোনো সনদকে রহিত করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি কোনো দেনা বা জামানত সম্পর্কে কোনো সনদধারীর আবেদনে করা প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরির কোনো মামলা বা কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তিকে উক্ত মঞ্জুরি প্রদান করা হয়, সেই ব্যক্তি কর্তৃক যে আদালতে উক্ত মামলা বা কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন আছে সেই আদালতে তাহার আবেদনক্রমে, উক্ত মামলা বা কার্যধারায় সনদধারীর স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন যদি কোনো সনদ রহিত করা হয়, তাহা হইলে উক্ত রহিতকরণ সম্পর্কে অনবহিত অবস্থায়, প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র এর অধীন সকল দাবির বিপরীতে বহাল থাকিবে।

২১৬। প্রত্যাহারের পূর্ব পর্যন্ত শুধু প্রবেট বা ব্যবস্থাপনার গ্রাহক কর্তৃক মামলা দায়ের, ইত্যাদি।- কোনো প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরের পর উহা যাহাকে মঞ্জুর করা হয়, উক্ত প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র তলব বা প্রত্যাহার ছাড়া, উক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো মামলা দায়ের করিতে পারিবে না বা মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধি [৩][* * *] হিসেবে কর্ম সম্পাদন করিতে পারিবে না।

নবম ভাগ

প্রবেট, ব্যবস্থাপনাপত্র এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা

২১৭। এই ভাগের প্রয়োগ।- এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনা আইনে যাহা কিছু বলা হইয়াছে উহা ব্যতীত, উইলের সহিত সংযুক্ত কোনো প্রবেট এবং ব্যবস্থাপনাপত্রের সকল মঞ্জুরি এবং উইলবিহীন উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পদের ব্যবস্থাপনা এই ভাগের বিধানাবলি অনুযায়ী সম্পাদিত বা,ক্ষেত্রমত, পরিচালিত হইবে।

---

১ ধারা ২১৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঈ) ও (উ) বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

২ শব্দ, কমা ও সংখ্যাসমূহ "অথবা উত্তাধিকার সনদ আইন, ১৮৮৯ এর অধীন, অথবা ১৮২৭ সনের বোম্বে রেগুলেশন নং ৮" শব্দগুলি, কমা এবং সংখ্যাগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

৩ "যে সকল প্রদেশে বিষয়টি মঞ্জুর করা হইয়াছে," শব্দাগুলি ও কমা বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

প্রথম অধ্যায়

প্রবেট এবং ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরি সম্পর্কিত

২১৮। মৃত ব্যক্তি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইলে, যাহাকে ব্যবস্থাপনা প্রদত্ত হইবে।- (১) যদি মৃত ব্যক্তি উইলবিহীন অবস্থায় মারা যান এবং তিনি যদি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, বা জৈন অথবা অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাহার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করা যাইবে যিনি উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মানুসারে উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সমুদয় বা অংশ বিশেষের অধিকারী হইতেন।

(২) যদি উক্ত ব্যবস্থাপনার জন্য একাধিক ব্যক্তি আবেদন করেন, তাহা হইলে আদালত উহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে তাহাদের যে কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তিকে উহা মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ আবেদন না করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মৃত ব্যক্তির পাওনাদারদেরকে মঞ্জুর করা যাইবে।

২১৯। যেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি নন।- যদি মৃত ব্যক্তি উইলবিহীন অবস্থায় মারা যান, এবং ধারা ২১৮ এ উল্লিখিত কোনো শ্রেণিভুক্ত না হন, তাহা হইলে যাহারা তাহার সহিত বৈবাহিক বা রক্তসূত্রে আত্মীয় তাহারা নিম্নবর্ণিত ক্রমে এবং বিধান অনুযায়ী তাহার সম্পত্তির এবং ব্যক্তিগত মালামালের ব্যবস্থাপত্র পাঠের অধিকারী হইবেন, যথা:-

(ক) মৃত ব্যক্তি যদি বিধবা স্ত্রী রাখিয়া যান, তাহা হইলে উক্ত বিধবাকে সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মঞ্জুর করা হইবে, যদিনা আদালত তাহাকে ব্যক্তিগত অযোগ্যতা বা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তাহার অনাগ্রহের কারণে বাদ দেন;

উদাহরণ

(অ) বিধবা পাগল, বা ব্যভিচারিণী, বা স্বামীর সম্পত্তিতে সকল স্বার্থ হইতে বিবাহের শর্ত দ্বারা বারিত হইয়াছেন। ইহা সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা হইতে তাহাকে বাদ দেওয়ার কারণ;

(আ) স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করেন। ইহা সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা হইতে তাহাকে বাদ দেওয়ার উপযুক্ত কারণ নয়;

(খ) বিচারক উপযুক্ত মনে করিলে ব্যবস্থাপনার জন্য এমন কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বিধবা স্ত্রীর সহিত সংশ্লিষ্ট করিতে পারিবেন, বিধবা স্ত্রী না থাকিলে যিনি বা যাহারা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একমাত্র অধিকারী হইতেন;

(গ) যদি কোনো বিধবা স্ত্রী না থাকে, বা আদালত যদি বিধবা স্ত্রীকে বাদ দেওয়ার কারণ পায়, তাহা হইলে উইলবিহীন ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টনের নিয়মানুযায়ী সম্পত্তিতে লাভজনকভাবে অধিকারী হইতেন এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মৃত ব্যক্তির মাতা যদি উক্তরূপে অধিকারী ব্যক্তিবর্গের শ্রেণিভুক্ত হন, তাহা হইলে একমাত্র তিনিই উক্ত ব্যবস্থাপনার অধিকারী হইবেন;

(ঘ) মৃত ব্যক্তির জ্ঞাতিতে সমান ধাপে অবস্থানকারী ব্যক্তিগণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমভাবে অধিকারী হইবেন;

(ঙ) মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর যেমন অধিকার থাকে মৃত স্ত্রীর উত্তরজীবী স্বামীরও তাহার সম্পত্তিতে সেইরূপ অধিকার থাকিবে;

(চ) যদি বৈবাহিক বা রক্তসম্পর্কীয় সূত্রে মৃত ব্যক্তির সহিত সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তি পাওয়া না যায় যিনি ব্যবস্থাপনাপত্রের অধিকারী এবং উহা করিতে ইচ্ছুক, সেইক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কোনো পাওনাদারকে দেওয়া যাইবে;

(ছ) যেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি বাংলাদেশে সম্পত্তি রাখিয়া যান, সেইক্ষেত্রে পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করিতে হইবে, যদিও তিনি অন্য কোনো দেশের অধিবাসী ছিলেন যেখানকার উইল এবং উইলবিহীন উত্তরাধিকার আইন বাংলাদেশের আইন হইতে ভিন্ন।

২২০। ব্যবস্থাপনাপত্রের ফলাফল।- ব্যবস্থাপনাপত্র উইলবিহীন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে প্রশাসককে সকল অধিকার এমনভাবে প্রদান করে যেন মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উক্ত ব্যবস্থাপনা তাহাকে প্রদান করা হইয়াছে।

২২১। যে সকল কাজ ব্যবস্থাপনা দ্বারা বৈধ হয় না।- উইলবিহীন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির হ্রাস করে বা ক্ষতি করে তত্ত্বাবধায়কের এইরূপ কোনো অন্তর্বর্তী কাজ ব্যবস্থাপনাপত্র দ্বারা বৈধ হইবে না।

২২২। কেবল নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাহকের জন্য প্রবেট।- (১) কেবল উইল দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাহককে প্রবেট মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) উক্ত নিয়োগটি প্রকাশ্য বা প্রয়োজনীয় নিহিতার্থক ইঙ্গিত দ্বারা হইতে পারিবে।

উদাহরণ

(ক) ক এই বলিয়া উইল করে যে, খ যদি না হয়, তাহা হইলে গ তাহার নির্বাহক হইবে। ইঙ্গিত দ্বারা খ নির্বাহক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত।

(খ) ক খ-কে একটি উত্তরদান করে এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তিকে অনেক উত্তরদান করে, যাহার মধ্যে তাহার পুত্রবধু গ রহিয়াছে, এবং এই উল্লেখ করে যে, "কিন্তু উক্ত নামীও গ যদি জীবিত না থাকে তাহা হইলে আমি খ-কে আমার সমুদয় ও একমাত্র নির্বাহক নিয়োগ করিলাম"। গ ইঙ্গিত এর মাধ্যমে নির্বাহক নিয়জিত হইয়াছেন।

(গ) ক কয়েকজন ব্যক্তিকে তাহার উইল এবং ক্রোড়পত্রের (codicil) নির্বাহক নিযুক্ত করে এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে অবশিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতা হিসাবে নিয়োগ করে। অন্য একটি কডিসিলে এইরূপ কথা থাকে যে, "বিভিন্ন তারিখে সম্পাদিত আমার উইল এবং ক্রোড়পত্রের (codicil) সকল আইনগত দাবি পূরণ করিবার জন্য আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমার অবশিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতা হিসাবে নিয়োগ করিলাম"। উক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র ইঙ্গিতের মাধ্যমে নির্বাহক নিযুক্ত হইয়াছে।

২২৩। যে সকল ব্যক্তিকে প্রবেট মঞ্জুর করা যাইবে না।- নাবালক, বা বিকৃত মস্তিষ্ক কোনো ব্যক্তি, কিংবা কোনো ব্যক্তিবর্গের সংগঠনকে প্রবেট মঞ্জুর করা যাইবে না, যদিনা উক্ত সংগঠনটি কোনো কোম্পানি হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধির শর্ত পূরণ করে।

২২৪। যুগপৎ বা বিভিন্ন সময়ে একাধিক নির্বাহককে প্রবেট মঞ্জুর করা।- যদি একাধিক নির্বাহককে নিয়োগ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের সকলকে যুগপৎ বা বিভিন্ন সময়ে প্রবেট মঞ্জুর করা যাইবে।

উদাহরণ

ক খ এর প্রকাশ্যভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত উইলের নির্বাহক এবং গ ইঙ্গিতের মাধ্যমে নির্বাহক। ক ও গ-কে একই সাথে, বা ক-কে প্রথমে অতঃপর গ-কে, অথবা গ-কে প্রথমে অতঃপর ক-কে প্রবেট মঞ্জুর করা যাইবে।

২২৫। প্রবেট মঞ্জুরের পর আবিষ্কৃত ক্রোড়পত্রের (codicil) পৃথক প্রবেট।- (১) যদি কোনো প্রবেট মঞ্জুরের পর কোনো ক্রোড়পত্র (codicil) আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে উক্ত ক্রোড়পত্রের জন্য পৃথক প্রবেট মঞ্জুর করা যাইবে, যদি উহা উইলের মাধ্যমে নিয়োগকৃত নির্বাহকের নিয়োগ কোনোভাবে রহিত না করে।

(২) যদি ক্রোড়পত্রের (codicil) মাধ্যমে পৃথক নির্বাহক নিয়োগ করা হয়, তাহা হইলে উইলের প্রবেট প্রত্যাহার হইবে এবং উইল ও ক্রোড়পত্র (codicil) উভয়ের জন্য নতুন প্রবেট মঞ্জুর করিতে হইবে।

২২৬। উত্তরজীবী নির্বাহকের প্রতিনিধিত্ব অর্জন।- যেক্ষেত্রে একাধিক নির্বাহককে প্রবেট মঞ্জুর করা হয়, এবং তাহাদের মধ্যে একজন মৃত্যু বরণ করেন, সেইক্ষেত্রে উইলকারীর সমুদয় প্রতিনিধিত্ব করিবার দায়িত্ব উত্তরজীবী নির্বাহক বা নির্বাহকগণ অর্জন করিবেন।

২২৭। প্রবেটের ফলাফল।- যদি কোনো উইলের প্রবেট মঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে উহা উইলকারীর মৃত্যুর সময় হইতে উইল প্রতিষ্ঠা করে, এবং নির্বাহকের সকল অন্তর্বর্তী কাজের বৈধতা প্রদান করে।

২২৮। বিদেশে প্রমাণিত উইলের প্রামাণ্য অনুলিপির সহিত সংযুক্ত অনুলিপির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা।- বাংলাদেশের সীমারেখার মধ্যে বা বাহিরে উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন [১][* * *] কোনো আদালতে কোনো উইল প্রমাণিত বা দাখিল করা হইলে, এবং উহার একটি যথাযথভাবে প্রামাণ্য অনুলিপি উপস্থাপন করা হইলে, উহার একটি সংযুক্ত অনুলিপির সহিত ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে।

২২৯। নির্বাহক পদত্যাগ না করিলে ব্যবস্থাপনা মঞ্জুর।- যখন নির্বাহক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি তাহার নির্বাহক পদ পরিত্যাগ না করেন, তখন অন্য কোনো ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্বাহককে তাহার পদ গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিবার জন্য তলব করিয়া সমন জারি করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে একাধিক নির্বাহকের মধ্যে এক বা একাধিক নির্বাহক উইল প্রমাণ করেন, তখন আদালত, যে সকল নির্বাহক প্রমাণ করিয়াছে তাহাদের উত্তরজীবীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে, যাহারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই তাহাদেরকে সমন না দিয়া ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

২৩০। নির্বাহকের দায়িত্ব পরিত্যাগের ফরম এবং ফলাফল।- বিচারকের সম্মুখে মৌখিকভাবে অথবা পরিত্যাগকারীর লিখিত ও স্বাক্ষরিতভাবে নির্বাহকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করা যাইবে এবং উহা সম্পন্ন হইলে, তাহাকে পরবর্তীতে যে কোনো সময় নির্বাহক নিয়োগপূর্বক প্রবেটের জন্য আবেদন করা হইতে বিরত রাখিবে।

২৩১। নির্বাহক পরিত্যাগ করিলে বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে কার্যপদ্ধতি।- যদি কোনো নির্বাহক নির্বাহকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন, বা নির্বাহকের দায়িত্ব গ্রহণ বা পরিত্যাগের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উইলটি প্রমাণ করা যাইবে এবং সংযুক্ত উইলের অনুলিপি সহযোগে ব্যবস্থাপনাপত্রে উক্ত ব্যক্তির বরাবর মঞ্জুর করা যাইবে যিনি উইলবিহীন অবস্থার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার অধিকারী হইতেন।

২৩২। সর্বজনীন অথবা অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতাকে ব্যবস্থাপনা মঞ্জুর।- যদি-

(ক) কোনো মৃত ব্যক্তি উইল করিয়াছেন কিন্তু কোনো নির্বাহক নিয়োগ করেন নাই, বা

(খ) মৃত ব্যক্তি এমন কোনো ব্যক্তিকে নির্বাহক নিয়োগ করিয়াছেন যিনি আইনগতভাবে অক্ষম বা কার্য করিতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, বা উইলকারীর পূর্বেই, বা উইল প্রমাণের পূর্বেই, মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, বা

(গ) নির্বাহক উইল প্রমাণ করিয়া কিন্তু তিনি মৃত ব্যক্তির সকল সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন,

---

[১] "প্রদেশের বাইরে অবস্থিত" শব্দাগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

তাহা হইলে একজন সর্বজনীন বা অবশিষ্ট উত্তরদায়গ্রহীতাকে উইল প্রমাণের জন্য গ্রহণ করা যাইবে এবং সম্পূর্ণ সম্পত্তির জন্য সংযুক্ত উইলের সংযুক্ত করিয়া ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে।

২৩৩। মৃত অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতার প্রতিনিধির ব্যবস্থাপনার অধিকার।- যেক্ষেত্রে লাভজনক স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ কোনো অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতা উইলকারীর উত্তরজীবী হন, কিন্তু সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত সংযুক্ত উইলের ব্যবস্থাপনায় উক্ত অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতার প্রতিনিধির তাহার মতই অধিকার থাকিবে।

২৩৪। যেক্ষেত্রে কোনো নির্বাহক, অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতা কিংবা উক্ত উত্তরদানগ্রহীতার কোনো প্রতিনিধি নাই সেইক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর।- যেক্ষেত্রে কোনো নির্বাহক, অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতা বা উক্ত উত্তরদানগ্রহীতার কোনো প্রতিনিধি না থাকে, অথবা তিনি কার্য করিতে অস্বীকার করেন বা অক্ষম হন, অথবা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, সেইক্ষেত্র মৃত ব্যক্তি উইলবিহীন অবস্থায় মারা গেলে তাহার সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করিবার অধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ, অথবা লাভজনক স্বার্থ সম্পন্ন অন্য কোনো উত্তরদানগ্রহীতা, অথবা কোনো পাওনাদার উইল প্রমাণ করিবার জন্য গ্রহণযোগ্য হইবেন, এবং তাহাকে বা তাহাদিগকে তদ্‌নুসারে ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে।

২৩৫। সর্বজনীন বা অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতা ব্যতীত অন্য উত্তরদানগ্রহীতাকে ব্যবস্থাপনা মঞ্জুর করিবার পূর্বে তলব করা।- সর্বজনীন বা অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতা ব্যতীত অন্য কোনো উত্তরদানগ্রহীতাকে সংযুক্ত উইলের ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরবর্তী আত্মীয়কে ব্যবস্থাপনাপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিবার আহবান করিয়া অতঃপর বর্ণিত পদ্ধতিতে একটি সমন ইস্যু করা বা প্রকাশ করা হয়।

২৩৬। যাহাকে ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে না।- নাবালক বা বিকৃত মস্তিষ্ক এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো ব্যক্তিবর্গের সংগঠনকে, যদি না উহা একটি কোম্পানি হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধির নির্ধারিত শর্তাবলি পূরণ করে, ব্যবস্থাপনা মঞ্জুর করা যাইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সীমিত মঞ্জুরি সম্পর্কিত

সীমিত সময়ের জন্য মঞ্জুরি

২৩৭। হারাইয়া যাওয়া উইলের অনুলিপি বা খসড়ার প্রবেট।- যেক্ষেত্রে উইলকারীর মৃত্যুর পর হইতে উইলটি হারাইয়া যায় বা অ-স্থানে রাখা হয়, অথবা ভুল করিয়া বা দুর্ঘটনায় ধ্বংস হইয়া যায়, যাহা উইলকারীর কোনো কাজ দ্বারা সংঘটিত হয় নাই, এবং উক্ত উইলের কোনো অনুলিপি বা খসড়া সংরক্ষিত থাকে, সেইক্ষেত্রে মূল উইল বা উহার প্রত্যায়িত অনুলিপি উপস্থাপন না করা পর্যন্ত, উক্তরূপ অনুলিপি বা খসড়ার প্রবেট মঞ্জুর করা যাইবে।

২৩৮। হারিয়ে যাওয়া বা ধ্বংসপ্রাপ্ত উইলের বিষয়বস্তুর প্রবেট।- যেক্ষেত্রে কোনো উইল হারাইয়া যায়, বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং উহার কোনো অনুলিপি তৈরি করা না থাকে বা কোনো খসড়া সংরক্ষিত না থাকে, সেইক্ষেত্রে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হইলে উইলের বিষয়বস্তুর প্রবেট মঞ্জুর করা যাইবে।

২৩৯। মূল দলিল থাকিলে অনুলিপির প্রবেট।- যেক্ষেত্রে উইলের মূল দলিল [১][বাংলাদেশ] এর বাহিরে বসবাসরত কোনো ব্যক্তির দখলে থাকে, যিনি উহা অর্পণ করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন, কিন্তু উহার একটি অনুলিপি নির্বাহকের বরাবরে প্রেরণ করা হইয়াছে, এবং সম্পত্তির স্বার্থে মূল দলিলের জন্য অপেক্ষা করা ব্যতিরেকেই প্রবেট মঞ্জুর করা আবশ্যক, সেইক্ষেত্রে উইল বা উহার প্রামাণ্য দলিল দাখিল না করা পর্যন্ত, উক্ত প্রেরিত অনুলিপির প্রবেট মঞ্জুর করা যাইবে।

---

[১] "যে প্রদেশে প্রবেটের দরখাস্ত করা হইয়াছে" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ" শব্দ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

২৪০। উইল দাখিল না করা পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা।- যেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কোনো উইল প্রস্তুত না হয়, কিন্তু উইলের অস্তিত্ব আছে এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উইল বা তাহার প্রামাণ্য অনুলিপি দাখিল না করা পর্যন্ত ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে।

অধিকার রহিয়াছে এমন ব্যক্তিগণের ব্যবহার এবং কল্যাণের জন্য মঞ্জুরি

২৪১। অনুপস্থিত নির্বাহকের জন্য অ্যাটর্নিকে সংযুক্ত উইলসহ ব্যবস্থাপনা প্রদান।- যখন কোনো নির্বাহক অনুপস্থিত থাকেন [১][বাংলাদেশে, এবং কোনো নির্বাহক বাংলাদেশে নাই], সেইক্ষেত্রে সংযুক্ত উইল সহ ব্যবস্থাপনাপত্র অ্যাটর্নি বা অনুপস্থিত নির্বাহকের প্রতিনিধিকে তাহার দাতার ব্যবহার এবং কল্যাণের জন্য মঞ্জুর করা যাইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাহাকে প্রদত্ত প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র লাভ করেন।

২৪২। উপস্থিত থাকিলে ব্যবস্থাপনা করিতে পারিতেন এমন অনুপস্থিত ব্যক্তির অ্যাটর্নিকে সংযুক্ত উইলের ব্যবস্থাপনা প্রদান।- উপস্থিত থাকিলে ব্যবস্থাপনা করিতে পারিতেন, এমন কোনো ব্যক্তি যদি [২][বাংলাদেশ] এ অনুপস্থিত থাকেন, সেইক্ষেত্রে ধারা ২৪১ অনুযায়ী সীমিতভাবে তাহার অ্যাটর্নি বা প্রতিনিধিকে সংযুক্ত উইল সহ ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে।

২৪৩। উইলবিহীন অবস্থায় ব্যবস্থাপনার অধিকারী ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে অ্যাটর্নিকে ব্যবস্থাপনা প্রদান।- যেক্ষেত্রে উইলবিহীন অবস্থার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার অধিকারী ব্যক্তি [৩][বাংলাদেশ] এ অনুপস্থিত থাকেন এবং সমভাবে অধিকারী কোনো ব্যক্তি যদি কাজ করিতে অনিচ্ছুক হন, সেইক্ষেত্রে ধারা ২৪১ অনুযায়ী সীমিতভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তির এ্যাটর্নি বা প্রতিনিধিকে ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে।

২৪৪। একমাত্র নির্বাহক বা অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতার নাবালকত্বকালে ব্যবস্থাপনা।- যখন কোনো নাবালক একমাত্র নির্বাহক বা অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতা হয়, সেইক্ষেত্রে নাবালক সাবালকত্ব অর্জন করা পর্যন্ত, যখন তাহাকে উইলের প্রবেট মঞ্জুর করা হইবে, উহার পূর্বে নহে, তাহার আইনগত অভিভাবককে বা আদালত যাহাকে যোগ্য মনে করে এমন ব্যক্তিকে সংযুক্ত উইলের প্রবেট প্রদান করা যাইবে।

২৪৫। একাধিক নির্বাহক বা অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতার নাবালকত্বকালে ব্যবস্থাপনা।- যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক নাবালক নির্বাহক হন এবং কোনো নির্বাহক সাবালক হয় নাই, অথবা, দুই বা ততোধিক অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতা থাকেন এবং কোনো অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতা সাবালক হয় নাই, সেইক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে কোনো একজন সাবালকত্ব অর্জন করা পর্যন্ত মঞ্জুর সীমাবদ্ধ থাকিবে।

২৪৬। পাগল বা নাবালকের ব্যবহার বা কল্যাণার্থে ব্যবস্থাপনা।- যদি একমাত্র নির্বাহক বা একমাত্র সার্বজনীন বা অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতা অথবা উইলবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে উইলবিহীন ব্যক্তির সম্পত্তির বণ্টনের জন্য প্রযোজ্য নিয়মানুযায়ী একমাত্র অধিকারী ব্যক্তি নাবালক বা পাগল হন, সেইক্ষেত্রে সংযুক্ত উইলসহ বা ব্যতীত, ক্ষেত্রমত, এমন ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে যাহার নিকট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে; অথবা, যদি উক্তরূপ কোনো ব্যক্তি না থাকেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত পাগল সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বা, ক্ষেত্রমতো, উক্ত নাবালক সাবালকত্ব অর্জন না করা পর্যন্ত এমন ব্যক্তিকে প্রদান করা হইবে যাহাকে আদালত নাবালক বা পাগলের ব্যবহার ও কল্যাণার্থে উপযুক্ত মনে করে।

২৪৭। মামলা চলাকালীন ব্যবস্থাপনা।- কোনো মৃত ব্যক্তির কৃত উইলের বৈধতা কিংবা কোনো প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র অর্জন বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে কোনো মামলা চলাকালে, উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির জন্য আদালত কোনো তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতে পারিবেন, যিনি উক্ত সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষমতা ব্যতীত, একজন সাধারণ তত্ত্বাবধায়কের সকল

---

১ "যে প্রদেশে দরখাস্ত করা হইয়াছে এবং প্রদেশের মধ্যে কোনো নির্বাহক নাই" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশে কোন নির্বাহক নাই" বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

২ "প্রদেশ" শব্দের পরিবর্তে "বাংলাদেশ" শব্দ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

৩ "প্রদেশ" শব্দের পরিবর্তে "বাংলাদেশ" শব্দ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

অধিকার এবং ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, এবং উক্তরূপ সকল তত্ত্বাবধায়ক আদালতের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন এবং আদালতের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করিবেন।

বিশেষ উদ্দেশ্যে মঞ্জুর

২৪৮। উইলে বর্ণিত উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রবেট।- যদি কোনো উইলে উল্লিখিত সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যে নির্বাহক নিয়োগ করা হয়, তাহা হইলে প্রবেট উক্ত উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে, এবং তিনি যদি তাহার পক্ষে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করিবার জন্য কোনো অ্যাটর্নি বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন, সেইক্ষেত্রে সংযুক্ত উইল সহ উক্ত ব্যবস্থাপনাপত্র তদনুযায়ী সীমিত থাকিবে।

২৪৯। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য সংযুক্ত উইলসহ করিয়া ব্যবস্থাপনা।- যদি কোনো সাধারণভাবে নিয়োগ কৃত কোনো নির্বাহক তাহার পক্ষে উইল প্রমাণের জন্য কোনো এ্যাটর্নি বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন, এবং উক্ত কর্তৃত্ব সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইক্ষেত্রে উইল সংযুক্ত উক্ত ব্যবস্থাপনাপত্রও একইরূপে সীমিত থাকিবে।

২৫০। কোনো ব্যক্তির লাভজনক স্বার্থ আছে, এমন সম্পত্তিতে সীমাবদ্ধ ব্যবস্থাপনা।- যখন কোনো ব্যক্তি এইরূপ সম্পত্তি রাখিয়া মারা যান, যে সম্পত্তিতে তিনি একমাত্র বা উত্তরজীবী ট্রাস্টি ছিলেন, অথবা যাহাতে তাহার নিজস্ব কোনো স্বার্থ ছিল না, এবং কোনো সাধারণ প্রতিনিধি রাখিয়া যান নাই, অথবা যিনি কাজ করিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক এমন প্রতিনিধি রাখিয়া যান, সেইক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তিতে সুবিধাভোগী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে শুধু উক্ত সম্পত্তির জন্য সীমিত ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে।

২৫১। মামলায় সীমিত ব্যবস্থাপনা।- যখন মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধিকে কোনো নিষ্পন্নাধীন মামলায় পক্ষ করিবার প্রয়োজন হয়, এবং নির্বাহক বা ব্যবস্থাপনার অধিকারী ব্যক্তি কাজ করিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হন, সেইক্ষেত্রে উক্ত মামলার কোনো পক্ষের মনোনীত ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে যাহা উক্ত মামলায়, বা উক্ত একই আদালতে বা অন্য আদালতে, উক্ত কারণে পক্ষগণের মধ্যে অথবা অন্য কোনো পক্ষগণের মধ্যে উদ্ভূত মামলা বা অন্য কোনো কারণের জন্য মৃত ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদান করা হয় বা উহা পুর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করা হয়।

২৫২। ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় পক্ষ হইবার উদ্দেশ্যে সীমিত ব্যবস্থাপনা।- যদি কোনো প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের তারিখ হইতে বারো মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি নির্বাহক বা প্রশাসক যাহাকে উহা মঞ্জুর করা হইয়াছে, তিনি [১][বাংলাদেশ] এ অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে নির্বাহক বা প্রশাসকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় একটি পক্ষ হওয়া এবং উহার ফলে যে ডিক্রি জারি হইতে পারে উহা কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে আদালত যাহাকে যোগ্য মনে করিবে এমন ব্যক্তিকে সীমিতভাবে ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করিতে পারিবে।

২৫৩। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি আহরণ এবং সংরক্ষণে সীমিত ব্যবস্থাপনা।- যেক্ষেত্রে কোনো মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সংরক্ষণের প্রয়োজন, উক্ত সম্পত্তি যেই আদালতের এখতিয়ারাধীন, সেই আদালত, যাহাকে উপযুক্ত মনে করিবে তাহাকে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি আহরণ এবং সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এবং আদালতের নির্দেশনা সাপেক্ষে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির দেনা মুক্তকরণের জন্য ব্যবস্থাপনাপত্র প্রদান করিতে পারিবে।

২৫৪। সাধারণ অবস্থায় ব্যবস্থাপনার অধিকারী হইত এইরূপ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ প্রদান।- (১) যখন কোনো ব্যক্তি উইলবিহীন অবস্থায় মারা যান, অথবা এমন উইল রাখিয়া যান যাহা বাস্তবায়ন করিবার জন্য ইচ্ছুক কিংবা উপযুক্ত কোনো নির্বাহক থাকে না; অথবা যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় নির্বাহক [২][বাংলাদেশ] এর বাহিরে অবস্থান করেন, এবং আদালতের নিকট প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, সম্পত্তি বা উহার অংশ বিশেষ ব্যবস্থাপনা করিবার জন্য, সাধারণ অবস্থায় ব্যবস্থাপনার অধিকারী হইতেন এইরূপ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে আদালত আত্মীয়তা, স্বার্থের পরিমাণ, সম্পত্তির

---

১ "আদালত যে প্রদেশে প্রবেট ও ব্যবস্থাপনাপত্র গ্রহণ করিয়া এখতিয়ার প্রয়োগ করে" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ" শব্দ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

২ "প্রদেশ" শব্দের পরিবর্তে "বাংলাদেশ" শব্দ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

নিরাপত্তা এবং উহা যথাযথভাবে ব্যাবস্থাপিত হইবে এই সম্ভাব্যতা বিবেচনাপূর্বক উহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ কোনো ব্যক্তিকে প্রসাশক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) এইরূপ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, আদালত যেমন উপযুক্ত মনে করিবে, তেমন ব্যবস্থাপনাপত্র প্রদান করিবে যাহা সীমিত থাকিতে পারে কিংবা নাও থাকিতে পারে।

ব্যতিক্রমসহ মঞ্জুরি

২৫৫। ব্যতিক্রম সাপেক্ষে সংযুক্ত উইলসহ প্রবেট বা ব্যবস্থাপনা।- যদি কোনো ঘটনার প্রকৃত অবস্থার কারণে কোনো ব্যতিক্রম করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে, উইলের প্রবেট বা সংযুক্ত উইলসহ ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে।

২৫৬। ব্যতিক্রমসহ ব্যবস্থাপনা।- যদি কোনো ঘটনার প্রকৃত অবস্থার কারণে কোনো ব্যতিক্রম করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে, ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে।

অবশিষ্টাংশের মঞ্জুরি

২৫৭। অবশিষ্টাংশের প্রবেট বা ব্যবস্থাপনা।- যদি ব্যতিক্রমসহ প্রবেট মঞ্জুর হয়, অথবা সংযুক্ত উইলসহ বা ব্যতিরেকে ব্যবস্থাপনাপত্র প্রদান করা হয়, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের প্রবেট বা ব্যবস্থাপনার অধিকারী ব্যক্তি, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের জন্য, ক্ষেত্রমত, প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের মঞ্জুরি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ব্যবস্থাপনাবিহীন বিষয় মঞ্জুর

২৫৮। ব্যবস্থাপনাবিহীন সম্পদ মঞ্জুর।- প্রবেট মঞ্জুর করা হইয়াছে এমন নির্বাহক যদি উইলকারীর সম্পত্তির অংশ বিশেষ ব্যবস্থাপনাবিহীন রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন, তাহা হইলে সম্পত্তির উক্ত অংশের ব্যবস্থাপনার জন্য নূতন প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাইবে।

২৫৯। ব্যবস্থাপনাবিহীন সম্পদ মঞ্জুর সম্পর্কিত বিধানাবলি।- পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবস্থাপনাকৃত নয় এমন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরির সময় আদালত মূল মঞ্জুরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলি অনুসরণ করিবে এবং যাহাদেরকে মূল মঞ্জুরি প্রদান করা যাইত কেবল এমন ব্যক্তিগণকে ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করিবে।

২৬০। যদি সীমিত মঞ্জুর শেষ হওয়া সত্ত্বেও সম্পত্তির কিয়দংশ ব্যবস্থাপনাবিহীন থাকিবার ক্ষেত্রে উহার ব্যবস্থাপনা।- যদি সীমিত মঞ্জুরি সময় শেষ হইবার কারণে বা কোনো ঘটনা ঘটিবার কারণে, বা যে শর্তে সীমাবদ্ধ উহা অনিশ্চিত হইবার কারণে শেষ হয়, এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কিয়দাংশ ব্যবস্থাপনাবিহীন থাকে, তাহা হইলে মূল মঞ্জুরি যে সকল ব্যক্তিকে করা যাইত কেবল সেই সকল ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

মঞ্জুরি পরিবর্তন এবং প্রত্যাহার সম্পর্কিত

২৬১। যে সকল ভুল আদালত কর্তৃক সংশোধন করা যাইবে।- নাম বা বর্ণনা, কিংবা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় বা স্থান উল্লেখে ভুল, অথবা সীমিত মঞ্জুরের উদ্দেশ্য, আদালতের মাধ্যমে সংশোধন করা যাইবে এবং প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরি তদনুসারে পরিবর্তন এবং সংশোধন করা যাইবে।

২৬২। উইলসহ ব্যবস্থাপনা মঞ্জুরের পর ক্রোড়পত্র (codicil) আবিষ্কৃত হইলে উহার পদ্ধতি।- যদি সংযুক্ত উইলসহ ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরির পর কোনো ক্রোড়পত্র (codicil) আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে যথোপযুক্ত প্রমাণ ও সনাক্তকরণ সাপেক্ষে, উহা মঞ্জুরির সহিত যুক্ত করা যাইবে এবং তদনুসারে মঞ্জুরি পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাইবে।

২৬৩। উপযুক্ত কারণে প্রত্যাহার বা বাতিল।- উপযুক্ত কারণে প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের মঞ্জুরি প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।- নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে-

(ক) যেখানে মঞ্জুরি লাভের কার্যধারা বস্তুগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ; বা

(খ) কোনো মিথ্যা বিবৃতি প্রদানপূর্বক জালিয়াতি করিয়া বা মামলার বিষয়বস্তুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আদালতের নিকট গোপন করিয়া মঞ্জুরি লাভ করা হইয়াছে; বা

(গ) এমন কোনো অসত্য ঘটনার অভিযোগের মাধ্যমে মঞ্জুরি লাভ করা হইয়াছে যাহা মঞ্জুরি বৈধ প্রমাণের জন্য আইনগত প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ, যদিও উক্ত অভিযোগ অজ্ঞতাবশত বা অনবধানতাবশত করা হইয়াছে; বা

(ঘ) পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে মঞ্জুরি অপ্রয়োজনীয় বা অকার্যকর হইয়া পড়িয়াছে; বা

(ঙ) যে ব্যক্তিকে মঞ্জুরি প্রদান করা হইয়াছে তিনি এই ভগের সপ্তম অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে বা কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে তালিকা প্রস্তুত করিতে বা হিসাব প্রদর্শন করিতে বিরত রহিয়াছেন, অথবা উক্ত অধ্যায়ের অধীন তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন বা হিসাব প্রদর্শন করিয়াছেন যাহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অসত্য।

উদাহরণ

(অ) যে আদালতের মাধ্যমে মঞ্জুরি প্রদান করা হইয়াছিল সেই আদালতের কোনো এখতিয়ার ছিল না।

(আ) যে পক্ষগণকে সমন দেওয়া উচিত ছিল তাহাদেরকে সমন না দিয়া মঞ্জুরি প্রদান করা হইয়াছিল।

(ই) যে উইলের প্রবেট লাভ করা হইয়াছিল উহা জাল বা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল।

(ঈ) ক খ এর বিধবা স্ত্রী হিসাবে তাহার সম্পত্তিতে ব্যবস্থাপনাপত্র লাভ করে, পরবর্তী সময়ে জানা যায় যে, খ এর সহিত তাহার কখনই বিবাহ হয় নাই।

(উ) ক খ এর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এই মর্মে গ্রহণ করে যেন খ উইলবিহীন অবস্থায় মারা গিয়াছে, কিন্তু পরবর্তীতে একটি উইল আবিষ্কৃত হয়।

(ঊ) প্রবেট মঞ্জুরির পর একটি উইল আবিষ্কৃত হয়।

(এ) প্রবেট মঞ্জুরির পর একটি ক্রোড়পত্র (codicil) আবিষ্কৃত হয় যাহার মাধ্যমে উইলের অধীন নির্বাহক প্রত্যাহার করা হয় বা নতুন নির্বাহক যুক্ত করা হয়।

(ঐ) যে ব্যক্তিকে প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র প্রদান করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তি পরবর্তীতে বিকারগ্রস্ত হইয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রবেট ও ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর ও প্রত্যাহারের নিয়ম সম্পর্কিত

২৬৪। প্রবেট মঞ্জুর ও প্রত্যাহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে জেলা জজের এখতিয়ার।- (১) জেলা জজের তাহার জেলার মধ্যে সকল ক্ষেত্রে প্রবেট ও ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর বা প্রত্যাহার সংক্রান্ত এখতিয়ার থাকিবে।

(২) যে সকল ক্ষেত্রে ধারা ৫৭ প্রযোজ্য সেই সকল ক্ষেত্র ব্যতীত, মৃত ব্যক্তি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইলে, কোনো আদালত প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের কোনো আবেদন গ্রহণ করিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকার উক্ত আদালতকে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উক্তরূপে ক্ষমতা প্রদান করে।

২৬৫। বিরোধহীন ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদনের জন্য জেলা জজের প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষমতা।- (১) [১][সুপ্রিম কোর্ট] যে কোনো জেলায় বিরোধহীন ক্ষেত্রে প্রবেট এবং ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরির জন্য উহা যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ স্থানীয় সীমার মধ্যে জেলা জজের প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য যে কোনো বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিতে পারিবে।

[২][* * *]

(২) উক্তরূপে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ "জেলা প্রতিনিধি" নামে অভিহিত হইবেন।

২৬৬। প্রবেট এবং ব্যবস্থাপনা মঞ্জুরির ক্ষেত্রে জেলা জজের ক্ষমতা।- (১) প্রবেট ও ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরি এবং তৎসংক্রান্ত সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে জেলা জজের উপর তাহার আদালতে নিষ্পন্নাধীন কোনো দেওয়ানি মামলা বা কার্যধারার ক্ষেত্রে আইন দ্বারা যেইরূপ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে সেইরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবে।

২৬৭। উইল সংক্রান্ত কাগজাদি দাখিলের জন্য জেলা জজ যে কোনো ব্যক্তিকে আদেশ দিতে পারিবেন।- (১) কোনো ব্যক্তির দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা উইল সংক্রান্ত কোনো কাগজ বা লিখনি আদালতে দাখিল করিবার জন্য বা আনয়ন করিবার জন্য জেলা জজ যে কোনো ব্যক্তিকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) যদি দেখা যায় যে, উক্ত কোনো কাগজ বা লিখনি উক্ত ব্যক্তির দখলে বা নিয়ন্ত্রণে নাই, কিন্তু তিনি উক্ত কাগজ বা লিখনি সম্পর্কে অবগত আছেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে আদালত উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উক্ত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত ব্যক্তি আদালত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহের সঠিক জবাব দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং তাহাকে যদি উক্তরূপ আদেশ করা হয় তাহা হইলে উক্ত কাগজাদি বা লিখনি আদালতে দাখিল এবং আনয়ন করিতে বাধ্য থাকিবেন, এবং আদালতে উপস্থিত না হইলে বা প্রশ্নসমূহের জবাব না দিলে বা উক্ত কাগজাদি বা লেখনি আনয়ন না করিলে দন্ড বিধির অধীন মামলার পক্ষ হইলে যেই শাস্তি পাইতেন সেই শাস্তি পাইবেন।

(৪) উক্ত কার্যধারার ব্যয় আদালতের বিবেচনাধীন হইবে।

২৬৮। প্রবেট এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্তে জেলা জজ আদালতের কার্যধারা।- প্রবেট এবং ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরির ক্ষেত্রে জেলা জজ আদালতের কার্যধারা, অতঃপর ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, মামলার প্রকৃতি অনুযায়ী যতদূর সম্ভব দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ দ্বারা পরিচালিত হইবে।

২৬৯। সম্পত্তি সংরক্ষণে কখন এবং কীভাবে জেলা জজ হস্তক্ষেপ করিবে।- (১) কোনো মৃত ব্যক্তির উইলের প্রবেট মঞ্জুর না করা পর্যন্ত, অথবা তাহার সম্পত্তির প্রশাসক নিয়োগ না করা পর্যন্ত, যে জেলা জজের এখতিয়ারের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কোনো অংশ অবস্থিত, সেই জেলা জজ সম্পত্তির স্বার্থ দাবিদার কোনো ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে উহা সংরক্ষণের জন্য হস্তক্ষেপ করিবার অধিকারী হইবেন, এবং যেক্ষেত্রে সম্পত্তির কোনো ক্ষতি বা বিনষ্ট হইবার ঝুঁকি রহিয়াছে সেইক্ষেত্রে, তিনি উপযুক্ত মনে করিলে উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ এবং দখল রাখিবার জন্য কোনো কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) মৃত ব্যক্তি যদি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, বা জৈন বা কোনো অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হন, তাহা হইলে এই ধারা তাহার জন্য প্রযোজ্য হইবে না, বা উইলবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশি কোনো খ্রিষ্টানের সম্পত্তির ক্ষেত্রেও এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

২৭০। কখন জেলা জজ প্রবেট বা ব্যবস্থাপনা মঞ্জুর করিতে পারিবেন।- জেলা জজ তাহার আদালতের সিল মোহর দ্বারা কোনো মৃত ব্যক্তির উইলের প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করিতে পারিবেন, যদি উহার জন্য আবেদনকারী ব্যক্তির, অতঃপর বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রত্যয়িত আবেদনের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, উইলকারী বা, ক্ষেত্রমত, উইলবিহীন

---

১ "হাইকোর্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে "সুপ্রিম কোর্ট" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

২ শর্তটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

ব্যক্তি মৃত্যুর সময় উক্ত জেলা জজের এখতিয়ারের মধ্যে বসবাসের স্থান, বা কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

২৭১। মৃত ব্যক্তির কোনো নির্দিষ্ট আবাসস্থল না থাকিলে জেলা জজের নিকট আবেদনকৃত আবেদন নিষ্পত্তি।- যখন জেলা জজের নিকট কোনো আবেদন করা হয় যেখানে মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির কোনো নির্দিষ্ট আবাসস্থল ছিল না, সেইক্ষেত্রে উক্ত জেলা জজ তাহার স্বেচ্ছাধীন বিবেচনায় উক্ত আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারিবেন, যদি তিনি মনে করেন যে, উক্ত আবেদন অন্য জেলায় অধিকতর সঠিকভাবে বা সুবিধাজনকভাবে নিষ্পত্তি করা যাইবে, অথবা যেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাপত্রের জন্য করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে তাহার এখতিয়ারের মধ্যে নিঃশর্তভাবে বা সীমিত আকারে উহা মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

২৭২। প্রতিনিধি কর্তৃক প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে।- যেক্ষেত্রে কোনো বিবাদ নাই, সেইক্ষেত্রে জেলা প্রতিনিধির নিকট আবেদন করা হইলে, জেলা প্রতিনিধি প্রবেট এবং ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করিতে পারিবেন, যদি অতঃপর বর্ণিত পদ্ধতিতে সত্যায়িত আবেদনের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত প্রতিনিধির এখতিয়ারের মধ্যে উইলকারী বা, ক্ষেত্রমত, উইলবিহীন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় সেইস্থানে তাহার নির্দিষ্ট আবাস ছিল।

২৭৩। প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের চূড়ান্ততা।- মৃত ব্যক্তির [১][* * *] স্থাবর বা অস্থাবর সকল সম্পদ ও সম্পত্তির উপর প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের কার্যকারিতা থাকিবে এবং মৃত ব্যক্তির সকল দেনাদার এবং তাহার মালিকানাধীন সকল সম্পত্তির দখলে থাকা ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্বমূলক স্বত্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র যাহাকে মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহার বরাবর দেনা পরিশোধকারী দেনাদার এবং দখল অর্পণকারী উক্তরূপ ব্যক্তি সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র, বা

(খ) জেলা জজ কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র, যেখানে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উক্ত বিচারকের এখতিয়ারের মধ্যে তাহার নির্দিষ্ট আবাসস্থল ছিল, এবং উক্ত বিচারক এই মর্মে প্রত্যয়ন করেন যে, [২][বাংলাদেশ] এর সীমানার বাহিরের সম্পত্তি ও সম্পত্তির মূল্য ১০,০০০ টাকার অধিক নহে,

সেইক্ষেত্রে মঞ্জুরিতে ভিন্নরূপ নির্দেশনা না থাকিলে, সমগ্র বাংলাদেশে একইভাবে কার্যকর হইবে।

[৩][* * *]

২৭৪। ধারা ২৭৩ এর শর্তাধীনে মঞ্জুরির সনদ হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ।- (১) যেক্ষেত্রে ধারা ২৭৩ এর শর্তে উল্লিখিত নিয়মে হাইকোর্ট বিভাগ বা জেলা জজ কর্তৃক প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর হয়, সেইক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ বা জেলা জজ নিম্নবর্ণিত আদালতে উহার একটি সনদ প্রেরণ করিবে, যথা:-

(ক) যখন হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেকটি [৪][জেলা আদালতে];

---

১ "সমগ্র প্রদেশে একই মঞ্জুর করা হইয়াছে" শব্দাগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

২ "প্রদেশ" শব্দের পরিবর্তে "বাংলাদেশ" শব্দ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

৩ ধারা ২৭৩ এর শেষ দুইটি অনুচ্ছেদ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

৪ "অন্যান্য উচ্চ আদালতে" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা আদালতে" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

(খ) যখন জেলা জজ কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়, সেইক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগে [১][* * *]।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত প্রতিটি সনদ যতদূর সম্ভব চতুর্থ তপশিলে বর্ণিত পদ্ধতিতে তৈরি করিতে হইবে এবং উক্ত সনদ হাইকোর্ট বিভাগের মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) [*বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর* ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।]

২৭৫। যথাযথভাবে কৃত ও প্রতিপাদন করা হইলে প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের চূড়ান্ততা।- প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র যদি, অতঃপর বর্ণিত পদ্ধতিতে করা হয় এবং প্রতিপাদন করা হয়, তাহা হইলে উহা প্রবেট বা ব্যবস্থাপনা মঞ্জুরির ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ মঞ্জুরি শুধু এই কারণে অভিশংসিত হইবে না যে, উইলকারী বা ব্যক্তির, তাহার মৃত্যুর সময় উক্ত জেলার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট আবাস স্থল ছিল না, যদি না উহা আদালতের প্রতি প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত হইবার কারণে প্রত্যাহারের কার্যধারার মাধ্যমে লাভ করা হয়।

২৭৬। প্রবেটের জন্য আবেদন।- (১) প্রবেট অথবা সংযুক্ত উইলের ব্যবস্থাপনাপত্রের জন্য একটি আবেদনের মাধ্যমে করা হইবে যাহা, যে আদালতে উহা দাখিল করা হইবে সেই আদালতের কার্যধারায় সাধারণভাবে ব্যবহৃত ভাষায় [২][* * *] স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইবে এবং উইল সংযুক্ত হইবে, অথবা ধারা ২৩৭, ২৩৮ ও ২৩৯ এর ক্ষেত্রে উইলের অনুলিপি, খসড়া বা বিষয়বস্তুর বিষয়ে বিবরণ সংযুক্ত করিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবৃত হইবে-

(ক) উইলকারীর মৃত্যুর সময়,

(খ) যে লিখন সংযুক্ত করা হইয়াছে উহা তাহার সর্বশেষ উইল,

(গ) যে উহা সঠিকভাবে সম্পাদিত হইয়াছে,

(ঘ) আবেদনকারীর নিকট আসিতে পারে এইরূপ সম্ভাব্য সম্পত্তির পরিমাণ, এবং

(ঙ) যদি উহা প্রবেটের আবেদন হয়, তাহা হইলে উইলে যাহার নাম উল্লেখ আছে তিনি সেই ব্যক্তি।

(২) উপর্যুক্ত বিবরণ ছাড়াও উক্ত আবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে,-

(ক) যখন আবেদনটি জেলা জজের নিকট করা হয়, সেইক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির যে উক্ত বিচারকের এখতিয়ারের মধ্যে নির্দিষ্ট আবাসস্থল বা সম্পত্তি ছিল উহা; এবং

(খ) যখন আবেদনটি জেলা প্রতিনিধির নিকট করা হয়, সেইক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির যে উক্ত প্রতিনিধির এখতিয়ারের মধ্যে নির্দিষ্ট আবাসস্থল বা সম্পত্তি ছিল উহা।

২৭৭। আদালতের অনুবাদক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির অনুবাদের জন্য আবেদনের সহিত উইলের অনুবাদ সংযুক্ত করিতে হইবে।- যেক্ষেত্রে আদালতের কার্যধারায় সাধারণভাবে ব্যবহৃত [৩][* * *] ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় উইল, অনুলিপি বা খসড়া লিখা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আদালতের অনুবাদক দ্বারা উহার একটি অনুবাদ আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে, যে ভাষার জন্য উক্ত অনুবাদক নিয়োগপ্রাপ্ত ভাষাটি যদি সেই ভাষায় হ, আর যদি কোনো উইল, অনুলিপি বা খসড়া অন্য কোনো ভাষায় হয় সেইক্ষেত্রে উহা অনুবাদ করার যোগ্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা অনুদিত হইবে এবং উক্ত অনুবাদ উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক নিম্নরূপে প্রত্যায়িত হইবে-

---

১ "উক্ত জেলা জজ যাহার অধীনস্থ এবং অন্যান্য প্রতিটি উচ্চ আদালতে" শব্দ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

২ "অথবা ইংরেজিতে" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

৩ "ইংরেজি ব্যতীত অথবা" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

"আমি (ক. খ) এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি মূল দলিলের ভাষা এবং বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বুঝিয়াছি এবং উপরি-উক্ত অনুবাদ ইহার সত্য এবং সঠিক অনুবাদ"।

২৭৮। ব্যবস্থাপনাপত্রের জন্য আবেদন।- (১) ব্যবস্থাপনাপত্রের জন্য আবেদন পূর্বোক্ত বর্ণিতভাবে স্পষ্টভাবে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে করিতে হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকিবে-

(ক) মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় এবং স্থান;

(খ) মৃত ব্যক্তির পরিবার বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এবং তাহাদের নিজ নিজ বাসস্থান;

(গ) আবেদনকারী যে অধিকারে দরখাস্ত করিয়াছে;

(ঘ) আবেদনকারীর হাতে আসিতে পারে এমন সম্ভাব্য সম্পত্তির পরিমাণ;

(ঙ) যেক্ষেত্রে আবেদনটি জেলা জজের নিকট করা হয়, সেইক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির উক্ত বিচারকের এখতিয়ারের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো আবাস স্থল বা কিছু সম্পত্তি ছিল;

(চ) যেক্ষেত্রে আবেদনটি জেলা প্রতিনিধির নিকট করা হয়, সেইক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির উক্ত প্রতিনিধির এখতিয়ারের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো আবাস স্থল ছিল।

(২) [*বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর* ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।]

২৭৯ । কতিপয় ক্ষেত্রে প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের আবেদন ইত্যাদিতে বিবৃতি সংযোজন।- (১) ধারা ২৭৩ এর শর্তাংশে উল্লিখিত কোনো আদালতে সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কোনো ভূ-সম্পত্তির উইলের প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি তাহার আবেদনে যথাক্রমে, ধারা ২৭৬ ও ২৭৮ এ উল্লিখিত বিষয়াদি ব্যতীতও এইরূপে বিবৃতি সংযোজন করিবেন যে, উপরি-উক্ত সর্বশেষ বর্ণিত মতে ফলাফলের ইচ্ছায় তাহার বিশ্বাস মতে একই উইল বা ব্যবস্থাপনাপত্রের জন্য অন্য কোনো আদালতে কোনো আবেদন করেন নাই, অথবা, যেক্ষেত্রে, এইরূপ আবেদন করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে যে আদালতে উহা করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে উহা করা হইয়াছে এবং উহার উপর কোনো কার্যধারা (যদি থাকে) সংক্রান্ত বিষয়াদি।

(২) ধারা ২৭৩ এর শর্তাংশের অধীন কৃত আবেদন যে আদালতে করা হইয়াছে, সেই আদালত যথাযথ মনে করিলে উক্ত আবেদন খারিজ করিতে পারিবে।

২৮০। প্রবেট ইত্যাদির জন্য আবেদন স্বাক্ষরিত ও প্রতিপাদিত হইবে।- প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের জন্য আবেদন, সকল ক্ষেত্রে, আবেদনকারী এবং তাহার আইনজীবী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং দরখাস্তকারী কর্তৃক নিম্নবর্ণিতভাবে প্রতিপাদিত হইতে হইবে, যথা:-

"আমি (ক. খ) উপরি-উক্ত দরখাস্তের দরখাস্তকারী, এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, দরখাস্তে যাহা কিছু বলা হইয়াছে উহা আমার জানামতে ও বিশ্বাসমতে সত্য।"

২৮১। উইলের একজন সাক্ষী দ্বারা প্রবেটের আবেদন প্রতিপাদন করা।- প্রবেটের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনটি উইলের অন্যূন একজন সাক্ষী (যদি সম্ভব হয়) দ্বারা নিম্নবর্ণিতভাবে প্রতিপাদিত হইতে হইবে, যথা:-

"আমি (গ, ঘ), উপরি-উক্ত আবেদনে উল্লিখিত উইলকারীর সর্বশেষ উইলের একজন সাক্ষী এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি উপস্থিত থাকিয়া উক্ত উইলকারীকে উইলে তাহার স্বাক্ষর (বা টিপসহি) প্রদান করিতে দেখিয়াছি (বা আমার উপস্থিতিতে উক্ত উইলকারী উক্ত আবেদনে সংযুক্ত লিখনি, তাহার সর্বশেষ উইল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন)।"

২৮২ । আবেদন বা ঘোষণায় মিথ্যা বর্ণনার শাস্তি।- প্রতিপাদন করা আবশ্যক হইবে এইরূপ কোনো আবেদন বা ঘোষণায় যদি এইরূপ কোনো বর্ণনা থাকে যাহা প্রত্যয়নকারী ব্যক্তি মিথ্যা বলিয়া জানেন অথবা বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশ দন্ড বিধির ধারা ১৯৩ এর অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮৩। জেলা জজের ক্ষমতা।- (১) জেলা জজ, বা জেলা প্রতিনিধি, উপযুক্ত মনে করিলে সকল ক্ষেত্রে-

(ক) আবেদনকারীকে শপথপূর্বক ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(খ) উইলের যথাযথ সম্পাদন সম্পর্কে বা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনাপত্রে আবেদনকারীর অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(গ) প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করিবার পূর্বে মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তিতে স্বার্থ দাবিকারী সকল ব্যক্তিকে হাজির হইবার এবং কার্যধারা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তলব করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত তলবানাটি আদালত প্রাঙ্গণের কোনো সুবিধাজনক স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবে এবং জেলা কালেক্টরের দপ্তরে এবং জেলা জজ বা জেলা প্রতিনিধি কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে প্রচার করিতে হইবে বা জানাইতে হইবে।

(৩) [*বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন)* এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।]

২৮৪। প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ।- (১) প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ জেলা জজ বা জেলা প্রতিনিধির নিকট দায়ের করিতে হইবে।

(২) জেলা প্রতিনিধির নিকট কোনো সতর্কীকরণ দায়ের করা হইলে তিনি অনতিবিলম্বে উহার অনুলিপি জেলা জজের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) জেলা জজের নিকট কোনো সতর্কীকরণ দায়ের করা হইলে তিনি অনতিবিলম্বে একটি অনুলিপি জেলা প্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করিবেন, যাহার এখতিয়ারের মধ্যে, মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির নির্দিষ্ট আবাসস্থল ছিল বলিয়া দাবি করা হয় এবং অন্য কোনো বিচারক বা জেলা প্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করিবেন, যাহা জেলা জজের নিকট সুবিধাজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(৪) সতর্কীকরণ যতদূর সম্ভব পঞ্চম তপশিলে বর্ণিত ফরমে করিতে হইবে।

২৮৫। সতর্কীকরণ দাখিলের পর সতর্কীকরণ দাখিলকারীকে নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনো আবেদনের উপর কার্যধারা গ্রহণ না করা ।- বিচারক বা জেলা প্রতিনিধি যাহার নিকট আবেদন করা হইয়াছে বা অন্য কোনো প্রতিনিধির নিকট ইহার তালিকাভুক্তির বিষয়ে নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে তাহার নিকট সতর্কীকরণ মঞ্জুর অন্তর্ভুক্ত করিবার পর প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের জন্য কোনো আবেদনে কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না, যাহার দ্বারা উহা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহাকে, আদালত কর্তৃক সন্তোষজনক উপায়ে নোটিশ প্রদান করা হয়।

২৮৬। জেলা প্রতিনিধি কর্তৃক প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর না করিবার ক্ষেত্র।- যেক্ষেত্রে মঞ্জুরি সম্পর্কে বিবাদ রহিয়াছে কিংবা জেলা প্রতিনিধির নিকট অন্য কোনোভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাহার আদালতে প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা উচিত হইবে না, সেইক্ষেত্রে তিনি প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করিবেন না।

ব্যাখ্যা।- "বিবাদ" অর্থ কার্যধারার বিরোধিতা করিবার জন্য কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার স্বীকৃত প্রতিনিধি বা তাহার পক্ষে যথাযথভাবে নিয়োগকৃত আইনজীবীর উপস্থিতি বুঝাইবে।

২৮৭। বিবাদ না থাকা সত্ত্বেও, সন্দেহজনক ক্ষেত্রে জেলা জজের নিকট বিবৃতি প্রেরণের ক্ষমতা।- বিবাদ না থাকা সত্ত্বেও যখন প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা উচিত হইবে কি হইবে না মর্মে জেলা প্রতিনিধির নিকট সন্দেহজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে অথবা কোনো প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরি বা মঞ্জুরের

আবেদনের ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তখন জেলা প্রতিনিধি উপযুক্ত মনে করিলে, তর্কিত বিষয়ে কোনো বিবৃতি জেলা জজের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন, যিনি জেলা প্রতিনিধিকে আবেদনের বিষয়বস্তুর বিষয়ে তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অনুযায়ী অগ্রসর হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, অথবা পক্ষগণকে তর্কিত মঞ্জুরির আবেদন তাহার নিকট করিবার সুযোগ দিয়া জেলা প্রতিনিধিকে কার্যধারা অগ্রসর করিতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

২৮৮। যেক্ষেত্রে বিবাদ রহিয়াছে বা জেলা প্রতিনিধি মনে করেন যে তাহার আদালতে প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র প্রত্যাখ্যান করা উচিত সেইক্ষেত্রে পদ্ধতি।- যেক্ষেত্রে বিবাদ রহিয়াছে কিংবা জেলা প্রতিনিধি এইমত পোষণ করেন যে, প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র তাহার আদালতে প্রত্যাখ্যান করা উচিত, সেইক্ষেত্রে আবেদনের সহিত দাখিলকৃত দলিলাদিসহ আবেদনটি আবেদনকারীর নিকট ফেরত পাঠাইতে হইবে যাহাতে উক্ত আবেদন জেলা জজের নিকট দাখিল করা যায়, যদিনা জেলা প্রতিনিধি ন্যায়বিচারের স্বার্থে ইহা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন যে, উহা আটক করা প্রয়োজন, যাহা করিবার জন্য তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত, এবং সেইক্ষেত্রে, তিনি উহা তৎকর্তৃক জেলা জজের নিকট প্রেরণ করিবেন।

২৮৯। প্রবেটর মঞ্জুরি আদালতের সিল দ্বারা করিতে হইবে।- যখন জেলা জজ বা জেলা প্রতিনিধির নিকট প্রতীয়মান হইবে যে, উইলের প্রবেট মঞ্জুর করা উচিত, সেইক্ষেত্রে তিনি উহা ষষ্ঠ তপশিলে বর্ণিত ফরমে তাহার আদালতের সিল দ্বারা মঞ্জুর করিবেন।

২৯০ । ব্যবস্থাপনাপত্র আদালতের সিল দ্বারা করিতে হইবে।- যখন জেলা জজ বা জেলা প্রতিনিধির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উইল সংযুক্ত করিয়া, বা ব্যতিরেকে, মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তিতে ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে তিনি সপ্তম তপশিলে বর্ণিত ফরমে তাহার আদালতের সিল দ্বারা উহা মঞ্জুর করিবেন।

২৯১। ব্যবস্থাপনা মুচলেকা।- (১) ধারা ২৪১ এর অধীন মঞ্জুর ব্যতীত, যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির অনুকূলে, কোনো ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি, এক বা একাধিক জামিনদারসহ, মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তি পাওনা আদায়, প্রবেশ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য জেলা জজকে মুচলেকা প্রদান করিবেন এবং উক্ত মুচলেকা জেলা জজ সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেইরূপ ফরমে করিতে হইবে।

(২) যখন মৃত ব্যক্তি একজন হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হন তখন-

(ক) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ধারা ২৪১ এর অধীন মঞ্জুরির ব্যতিক্রম কার্যকর হইবে না;

(খ) প্রবেট মঞ্জুর করা হইয়াছে এমন কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে জেলা জজ একইরূপ মুচলেকা দাবি করিতে পারিবেন।

২৯২। ব্যবস্থাপনা-মুচলেকা ন্যস্তকরণ।- আদালত, কোনো আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং উক্তরূপ কোনো মুচলেকা ন্যস্ত রাখা হয় নাই এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, এবং আদালত যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপে জামানত সম্পর্কে শর্ত নির্ধারণ করিয়া বা গৃহীত অর্থ আদালতে বা অন্য কোথাও পরিশোধ করিতে হইবে, তাহা নির্ধারণ করিয়া উক্ত মুচলেকা কোনো ব্যক্তি বা তাহার নির্বাহক বা প্রশাসকের নিকট ন্যস্ত করিতে পারিবেন, যিনি উহার ফলে তাহার নিজ নামে, উক্ত জামানতের উপর এমন করিয়া মামলা করিবার অধিকারী হইবেন যেন উহার অধিকার আদালতের বিচারকের পরিবর্তে তাহাকে প্রদান করা হইয়াছে, এবং উহাতে যে কোনো শর্ত ভঙ্গের ক্ষেত্রে সকল ব্যক্তির ট্রাস্টি হিসেবে সম্পূর্ণ পাওনা আদায় করিতে পারিবেন।

২৯৩। প্রবেট এবং ব্যবস্থাপনা মঞ্জুরের সময়।- উইলকারী বা উইলবিহীন ব্যক্তির মৃত্যুর পর হইতে সাত দিন অতিবাহিত না হইলে কোনো প্রবেট মঞ্জুর করা যাইবে না, এবং চৌদ্দ দিন অতিবাহিত না হইলে কোনো ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৯৪। প্রবেট বা উইলসহ ব্যবস্থাপনা মঞ্জুরির ক্ষেত্রে মূল দলিল দাখিল।- (১) উইলের সরকারি নিবন্ধন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক জেলা জজ বা জেলা প্রতিনিধি তাহার দ্বারা যে সকল প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র প্রদান করা হইবে, সেই সকল উইলের মূল দলিল সংরক্ষণ করিবেন।

(২) উক্তরুপে সংরক্ষিত উইলের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিদর্শনের জন্য সরকার প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৯৫। বিবাদপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে পদ্ধতি।- যেক্ষেত্রে জেলা জজের নিকট উত্থাপিত কোনো মামলায় বিবাদপূর্ণ বিষয় থাকে, সেইক্ষেত্রে এতৎসংক্রান্ত কার্যধারা দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর বিধান অনুসারে, যত দূর সম্ভব, নিয়মিত মোকদ্দমা আকারে হইবে, এবং উক্ত ক্ষেত্রে প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের আবেদনকারী বাদি হইবেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিবাদি হইবেন।

২৯৬। প্রত্যাহারকৃত প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র সমর্পণ।- (১) যখন এই আইনের অধীন প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের মঞ্জুরি প্রত্যাহার করা হয় বা বাতিল করা হয়, তখন উক্ত মঞ্জুরি যে ব্যক্তির অনুকূলে করা হইয়াছিল উক্ত ব্যক্তি, উক্ত প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র, যেই আদালত কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছিল সেই আদালতে সমর্পণ করিবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ ব্যতিরেকে প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র সমর্পণ না করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১,০০০ (এক হাজার) টাকা বা ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৯৭। প্রবেট বা ব্যবস্থাপনা প্রত্যাহারের পূর্বে নির্বাহক বা প্রশাসককে পরিশোধ।- যখন কোনো প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের মঞ্জুরি প্রত্যাহার করা হয়, তখন উহা প্রত্যাহারের পূর্বে উক্ত মঞ্জুরির অধীন কোনো নির্বাহক বা প্রশাসকের নিকট সরল বিশ্বাসে কৃত সকল পরিশোধের ক্ষেত্রে, উক্ত প্রত্যাহার সত্ত্বেও, পরিশোধকারী ব্যক্তি আইনগতভাবে দায়মুক্তি পাইবেন; এবং উক্ত প্রত্যাহারকৃত মঞ্জুরির অধীন নির্বাহক বা প্রশাসক কর্তৃক এইরূপ খরচকৃত অর্থ পুনরায় জমা করিতে পারিবেন, যে খরচ, পরবর্তীকালে যে ব্যক্তিকে প্রবেট বা ব্যবস্থাপনা মঞ্জুর করা হইত, তিনি করিতেন।

২৯৮। ব্যবস্থাপনাপত্র প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা।- পূর্বে যাহা কিছুই বলা হউক না কেন, মৃত ব্যক্তি মুসলিম, বৌদ্ধ বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, বা হিন্দু, শিখ বা জৈন হইলে, যাহার ক্ষেত্রে ধারা ৫৭ প্রযোজ্য নহে, এই আইনের অধীন কোনো আবেদন বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরির আবেদন প্রত্যাখ্যান করিবার আদেশ, লিখিতভাবে সংরক্ষণ করত আদালতের বিবেচনাধীন হইবে।

২৯৯। জেলা জজের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।- জেলা জজ কর্তৃক তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রদত্ত কোনো আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানি কার্য বিধির প্রযোজ্য বিধান অনুসারে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যাইবে।

৩০০। হাইকোর্ট বিভাগের সহগামী এখতিয়ার।- (১) জেলা জজের উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের সহগামী এখতিয়ার থাকিবে।

(২) ধারা ৫৭ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ সকল ক্ষেত্র ব্যতীত, [১][হাইকোর্ট বিভাগ] ইহার উপর এতদ্বারা অর্পিত যে কোনো অধিক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য সহগামী এখতিয়ার সত্ত্বেও, মৃত ব্যক্তি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইলে, প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের আবেদন গ্রহণ [২][করিবে না], যদি না সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, হাইকোর্ট বিভাগকে উক্তরূপ ক্ষমতা প্রদান করে।

৩০১। নির্বাহক বা ব্যবস্থাপকের অপসারণ এবং উত্তরাধিকারের বিধান।— হাইকোর্ট বিভাগ, কোনো আবেদনের প্রেক্ষিতে, কোনো ব্যক্তিগত নির্বাহক বা প্রশাসককে বরখাস্ত, অপসারণ বা দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে, এবং এইরূপ অপসারিত ব্যক্তির পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যক্তিকে উত্তরাধিকার করিতে পারিবে এবং ভূ-সম্পত্তির কোনো সম্পত্তি উক্ত উত্তরাধিকারিকে ন্যস্ত করিতে পারিবে।

৩০২। নির্বাহক বা ব্যবস্থাপকের প্রতি নির্দেশনা।- যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোনো প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা হয়, সেইক্ষেত্রে কোনো আবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট বিভাগ নির্বাহক বা প্রশাসককে ভূ-সম্পত্তির বিষয়ে বা উহার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কোনো সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

---

১ "কোনো হাইকোর্ট নয়" শব্দগুলির পরিবর্তে "হাইকোর্ট বিভাগ" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

২ "করিবে" শব্দের পরিবর্তে "করিবে না" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

পঞ্চম অধ্যায়

নিজের ভুলে নির্বাহক সম্পর্কিত

৩০৩। নিজের ভুলের নির্বাহক।- যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করেন, কিংবা এমন কোনো কাজ করেন যাহা নির্বাহকের দায়িত্বভুক্ত, এবং যেখানে কোনো বৈধ নির্বাহক বা ব্যবস্থাপক নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি নিজের ভুলে একজন নির্বাহক হইবেন।

ব্যতিক্রম।- (১) কোনো ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জিনিসপত্র সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বা তাহার সৎকারের জন্য, বা তাহার পরিবার বা সম্পত্তির তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য হস্তক্ষেপ করিলে তিনি নিজের ভুলে নির্বাহক হইবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি লেনদেনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মৃত ব্যক্তির পণ্য অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে তিনি নিজের ভুলে নির্বাহক হইবেন না।

উদাহরণ

(ক) ক মৃত ব্যক্তির কোনো পণ্য ব্যবহার, বা কাউকে প্রদান, বা বিক্রয় করে; অথবা তাহার নিজের ঋণ বা উত্তরদান পরিশোধ করিবার জন্য বা মৃতের দায় এর পরিশোধ গ্রহণ করে। ক তাহার নিজের ভুলে নির্বাহক হইবেন।

(খ) ক মৃত ব্যক্তির দেনা সংগ্রহ এবং পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া, তাহার মৃত্যু সম্পর্কে অবগত হইবার পরেও উক্তরূপ কার্য করা অব্যাহত রাখে। এইক্ষেত্রে ক মৃত ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে অবগত হইবার পর তদ্‌কর্তৃক সম্পাদিত কার্যের জন্য নিজের ভুলে একজন নির্বাহক হইবেন।

(গ) ক মৃত ব্যক্তির নির্বাহক না হইয়াও তাহার নির্বাহক হিসেবে মামলা করে। ক তাহার নিজের ভুলে একজন নির্বাহক হইবেন।

৩০৪। নিজের ভুলে নির্বাহকের দায়।- যদি কোনো ব্যক্তি তাহার নিজের ভুলে একজন নির্বাহক হন, তাহা হইলে যে পরিমাণ সম্পত্তি বৈধ নির্বাহক বা প্রশাসকের নিকট পরিশোধিত হইবার পর তাহার হস্তগত হয়, সেই পরিমাণ সম্পত্তির জন্য বৈধ নির্বাহক বা প্রশাসক, বা মৃত ব্যক্তির কোনো পাওনাদার বা উত্তরদানগ্রহীতার নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নির্বাহক বা প্রশাসকের ক্ষমতা

৩০৫। মৃত ব্যক্তির বিদ্যমান মামলার কারণ এবং মৃত্যুতে প্রদেয় দেনা বিষয়ে।- মৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে যে সকল মামলার কারণ বিদ্যমান থাকে, সেই সকল বিষয়ে নির্বাহক বা প্রশাসকের মামলা করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকিলে দেনা আদায়ের জন্য তাহার যে সকল ক্ষমতা থাকিত, সেই একই ক্ষমতা থাকিবে।

৩০৬। মৃত ব্যক্তি এবং নির্বাহক বা প্রশাসকের বিরুদ্ধে মামলার অধিকার এবং দাবি।- দণ্ড বিধিতে সংজ্ঞায়িত মানহানি বা আঘাত অথবা মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিগত আঘাত ব্যতীত, এবং যে প্রতিকার পক্ষের মৃত্যুর পর দাবি করা হয় কিন্তু তুচ্ছ হইবার কারণে উহা মঞ্জুর বা ভোগ করা যায় না উহা ব্যতীত, মৃত্যুর সময় কোনো ব্যক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে বিদ্যমান কোনো কর্ম বা বিশেষ কার্যধারা করিবার বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সকল দাবি বা অধিকার থাকিলে, উহা তাহার নির্বাহক বা ব্যবস্থাপকের নিকট ন্যস্ত হইবে।

উদাহরণ

(ক) কোনো কর্মকর্তার অবহেলা বা ভুলের কারণে কোনো রেল লাইনে কোনো সংঘর্ষ ঘটে এবং কোনো যাত্রী মারাত্মক আহত হন, কিন্তু মৃত্যু ঘটাইবার মত গুরুতর নহে। তিনি কোনো মামলা দায়ের না করিয়াই মারা যান। মামলা উদ্ভবের কারণ বিদ্যমান থাকিবে না।

(খ) ক বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেন। ক মারা যান। মামলা করিবার কারণ তাহার প্রতিনিধি বরাবর ন্যস্ত হইবে না।

৩০৭। সম্পত্তি বিলি-ব্যবস্থা করিবার জন্য নির্বাহক বা প্রশাসকের ক্ষমতা।- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো নির্বাহক বা প্রশাসক, ধারা ২১১ এর অধীন তাহার উপর ন্যস্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

উদাহরণ

(ক) মৃত ব্যক্তি নির্দিষ্ট উইলমূলে কোনো সম্পত্তি দান করেন। উক্ত দানে সম্মতি প্রদান না করিয়া নির্বাহক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। বিক্রয়টি বৈধ।

(খ) নির্বাহক তাহার বিবেচনায় মৃত ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তির কোনো অংশ বন্ধক প্রদান করেন। বন্ধকটি বৈধ।

(২) যদি মৃত ব্যক্তি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হন, তাহা হইলে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সাধারণ ক্ষমতা নিম্নবর্ণিত বিধি-নিষেধ এবং শর্ত সাপেক্ষ হইবে, যথা:-

(ক) নির্বাহকের উপর অস্থাবর সম্পত্তি নিস্পত্তি করিবার ক্ষমতা, তাহাকে নিয়োগকারী উইলের মাধ্যমে আরোপিত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে হইবে, যদি না তাহাকে প্রবেট মঞ্জুর করা হয় এবং যে আদালত প্রবেট মঞ্জুর করিয়াছেন উহা লিখিত আদেশের মাধ্যমে, উক্ত বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও, উক্ত আদেশে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিস্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করে;

(খ) প্রশাসক ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরকারী আদালতের পূর্বানুমতি ব্যতীত নিম্নলিখিত কাজ করিতে পারিবেন না, যথা:-

(অ) ধারা ২১১ এর অধীন সাময়িক সময়ের জন্য তাহার উপর ন্যাস্ত কোনো অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক, চার্জ বা বিক্রয়, দান, বিনিময় বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করা; বা

(আ) পাঁচ বৎসরের অধিক সময়ের জন্য কোনো সম্পত্তি ইজারা প্রদান করা;

(গ) দফা (ক) বা, ক্ষেত্রমত, দফা (খ) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো নির্বাহক বা প্রশাসক সম্পত্তির কোনো বিলি-ব্যবস্থা করিলে উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থ রহিয়াছে এমন ব্যক্তির ইচ্ছায় উহা বাতিলযোগ্য হইবে।

(৩) উক্তরূপ ক্ষেত্রে প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করিবার পূর্বে, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (১), উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) ও (খ) বা উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) ও (গ) এর অনুলিপি পৃষ্ঠাংকন বা সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে পৃষ্ঠাংকন সংযুক্ত না করিবার কারণে কোনো প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র অবৈধ হইবে না, কিংবা উক্ত পৃষ্ঠাংকন বা সংযুক্তির অনুপস্থিতি এই ধারার বিধানাবলি ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কার্যকর করিতে নির্বাহক বা প্রশাসককে ক্ষমতা প্রদান করিবে না।

৩০৮। ব্যবস্থাপনার সাধারণ ক্ষমতা।- নির্বাহক বা প্রশাসক তৎকর্তৃক আইনসঙ্গতভাবে খরচ করিবার ক্ষমতা ব্যতীতও, এবং উহার ব্যত্যয় না করিয়া, নিম্নলিখিত খরচ করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) তৎকর্তৃক ব্যবস্থাপনাধীন ভূ-সম্পত্তি উপযুক্ত তত্ত্বাবধান বা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ, এবং

(খ) হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদনক্রমে, এমন সব ধর্মীয়, দাতব্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য উন্নয়নকল্পে, যাহা উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত এবং উপযুক্ত হইবে।

৩০৯। কমিশন বা প্রতিনিধিত্ব চার্জ।- এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল আইন, ১৯১৩ এর অধীন এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এর জন্য বিদ্যমান নির্ধারিত হার হইতে অধিক হারে নির্বাহক বা প্রশাসক কমিশন বা প্রতিনিধিত্ব চার্জ গ্রহণ করিবার বা রাখিবার অধিকারী হইবেন না।

৩১০। নির্বাহক বা প্রশাসক কর্তৃক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রয়।- যদি কোনো নির্বাহক বা প্রশাসক প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কোনো অংশ ক্রয় করেন, তাহা হইলে উক্ত বিক্রয়, বিক্রিত সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির ইচ্ছায় বাতিলযোগ্য হইবে।

৩১১। একাধিক নির্বাহক বা প্রশাসকের ক্ষমতা একজন কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য।- যেক্ষেত্রে একাধিক নির্বাহক বা প্রশাসক থাকেন, সেইক্ষেত্রে, উইলে ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশ না থাকিলে, তাহাদের যে কোনো একজন, যিনি উইলটি প্রমাণ করিয়াছেন কিংবা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাহাদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন ।

উদাহরণ

(ক) কতিপয় নির্বাহকের মধ্যে একজন নির্বাহকের মৃত ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য দেনা মুক্ত করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(খ) একজনের ইজারা সমর্পণ এর ক্ষমতা থাকিবে।

(গ) একজনের মৃত ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা থাকিবে।

(ঘ) একজনের উত্তরদানে সম্মতি প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(ঙ) একজনের মৃত ব্যক্তির প্রতি প্রদেয় প্রত্যর্থপত্র পৃষ্ঠাঙ্কন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(চ) উইলের মাধ্যমে ক, খ, গ, ও ঘ-কে নির্বাহক নিয়োগ করা হয় এবং নির্দেশনা দেয়া হয় যে, দুইজন-কে নিয়ে কোরাম হইবে। সেইক্ষেত্রে একজন নির্বাহক কোনো কাজ করিতে পারিবেন না।

৩১২। একাধিক নির্বাহক বা প্রশাসকের মধ্যে একজনের মৃত্যুতে ক্ষমতার বিদ্যমানতা।- এক বা একাধিক নির্বাহক বা প্রশাসকের মৃত্যুতে, উইলে বা ব্যবস্থাপনাপত্রে ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকিলে, উক্ত পদের সকল ক্ষমতা জীবিত নির্বাহক বা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত হইবে।

৩১৩। অব্যবস্থাপনাকৃত বিষয়ে প্রশাসকের ক্ষমতা।- অব্যবস্থাপনাকৃত বিষয়ের জন্য প্রশাসকের উক্ত বিষয় সম্পর্কে মূল নির্বাহক বা প্রশাসকের ন্যায় ক্ষমতা থাকিবে।

৩১৪। নাবালকত্ব থাকাকালে প্রশাসকের ক্ষমতা। - নাবালকত্ব থাকাকালে একজন প্রশাসকের একজন সাধারণ প্রশাসকের সকল ক্ষমতা থাকিবে।

৩১৫। বিবাহিত মহিলা নির্বাহক বা প্রশাসকের ক্ষমতা।- প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র কোনো বিবাহিত মহিলাকে মঞ্জুর করা হইলে, উক্ত মহিলার একজন সাধারণ নির্বাহক বা প্রশাসকের সকল ক্ষমতা থাকিবে।

সপ্তম অধ্যায়

নির্বাহক বা প্রশাসকের কর্তব্য সম্পর্কিত

৩১৬। মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে।- যদি মৃত ব্যক্তি পর্যাপ্ত সম্পত্তি রাখিয়া যান, তাহা হইলে নির্বাহকের কর্তব্য হইবে মৃত ব্যক্তির অবস্থা উপযোগী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদান করা।

৩১৭। তালিকা এবং হিসাব।- (১) নির্বাহক বা প্রশাসক প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরির তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে, বা উক্ত মঞ্জুরি প্রদানকারী আদালত কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে, দখলভুক্ত সকল সম্পত্তির পূর্ণ ও প্রকৃত বিবরণ এবং সকল পাওনা এবং নির্বাহক বা প্রশাসক অধিকারী হন, কোনো ব্যক্তি দ্বারা এইরূপ সকল দেনা সম্বলিত

একটি তালিকা উক্ত আদালতে উপস্থাপন করিবেন এবং একইভাবে মঞ্জুরির তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে অথবা উক্ত আদালত কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার নিকট আসা সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার এবং বিলি-ব্যবস্থার পদ্ধতি সম্বলিত ভূ-সম্পত্তির একটি হিসাব উপস্থাপন করিবেন।

(২) এই ধারার অধীন যে ফরমে তালিকা বা হিসাব উপস্থাপন করা হইবে উহা [১][সুপ্রিম কোর্ট] নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) যদি কোনো নির্বাহক বা প্রশাসক ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধারার অধীন আদালত কর্তৃক নির্দেশিত তালিকা বা হিসাব প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে তিনি দন্ড বিধির ধারা ১৭৬ এর অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) এই ধারার অধীন ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তালিকা বা হিসাব উপস্থাপন করা হইলে উহা দন্ডবিধির ধারা ১৯৩ এর অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৩১৮। কতিপয় ক্ষেত্রে তালিকা অর্থে বাংলাদেশের যে কোনো অংশে অবস্থিত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে।- যে সকল ক্ষেত্রে সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবার অভিপ্রায়ে প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা হইয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে নির্বাহক বা প্রশাসক মৃত ব্যক্তির বাংলাদেশে অবস্থিত সকল স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং [২][* * *] উক্তরূপ সম্পত্তির মূল্য পৃথকভাবে উক্ত তালিকায় উল্লেখ করিতে হইবে, এবং বাংলাদেশে যেখানেই সম্পত্তি থাকুক না কেন, প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের ফি সম্পূর্ণ সম্পত্তির উপর ধার্যকৃত ফি এর অনুরূপ হইবে।

৩১৯। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি এবং দেনা সম্পর্কে।- নির্বাহক এবং প্রশাসক যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি এবং মৃত্যুর সময় তাহার নিকট প্রাপ্য দেনা সংগ্রহ করিবেন।

৩২০। সকল দেনার পূর্বে প্রদেয় খরচ।- সকল দেনা পরিশোধের পূর্বে মৃত ব্যক্তির মর্যাদা এবং যোগ্যতা অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়, চিকিৎসা সেবার ব্যয়সহ মৃত্যু-শয্যার খরচাদি এবং তাহার মৃত্যুর এক মাস পূর্বে থাকা ও খাওয়া খরচ পরিশোধ করিতে হইবে।

৩২১। উক্ত খরচাদির পর পরিশোধতব্য খরচাদি।- অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং মৃত্যুশয্যার খরচ করিবার পর ভূ-সম্পত্তি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো বিচার বিভাগীয় কার্যধারার জন্য কৃত ব্যয়সহ প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র লাভের জন্য কৃত খরচ পরিশোধ করিতে হইবে।

৩২২। তৎপরবর্তীতে কতিপয় সেবার জন্য মজুরি পরিশোধ করিতে হইবে এবং তাহার পর অন্যান্য দেনা।- অতঃপর কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের তিন মাস কোনো শ্রমিক, শিল্পী বা গৃহ-ভৃত্য কর্তৃক প্রদত্ত সেবার জন্য প্রদেয় মজুরি পরিশোধ করিতে হইবে, এবং অতঃপর মৃত ব্যক্তির অন্যান্য দেনা (যদি থাকে) উহাদের স্ব স্ব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

৩২৩। পূর্বোক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত সকল দেনা সমভাবে এবং সমহারে পরিশোধ করিতে হইবে।- পূর্বে উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত, কোনো পাওনাদার অন্য কোনো পাওনাদারের উপর অগ্রাধিকার পাইবেন না; কিন্তু নির্বাহক বা প্রশাসক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে তাহার জ্ঞাত সকল দেনা তাহার নিজের দেনাসহ সমভাবে এবং সমহারে পরিশোধ করিবেন।

৩২৪। বাংলাদেশে স্থায়ী নিবাস নহে, এইরূপ ক্ষেত্রে দেনা পরিশোধের জন্য স্থাবর সম্পত্তির প্রয়োগ।- (১) যদি মৃত ব্যক্তির স্থায়ী নিবাস বাংলাদেশে না থাকে, তাহা হইলে তাহার দেনা পরিশোধের জন্য অস্থাবর সম্পত্তির ব্যবহারের বিষয়টি বাংলাদেশের আইন দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) বলে দেনার অংশ গ্রহণকারী স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় মূল্যের কোনো অংশের ভাগীদার হইবেন না, যদি না তিনি অন্যান্য পাওনাদারের কল্যাণে তাহার উক্ত প্রাপ্তির বিষয়টি হিসাবে আনেন।

---

১ "হাইকোর্ট" শব্দের পরিবর্তে "সুপ্রিম কোর্ট" শব্দ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

২ "প্রত্যেক প্রদেশে অবস্থিত" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

(৩) মৃত ব্যক্তি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন বা কোনো অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইলে, এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

উদাহরণ

ক ৫০০০ টাকা মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি এবং ১০,০০০ টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি এবং মোহরাঙ্কিত দলিলে ১০,০০০ টাকা ও মোহরাঙ্কন বিহীন দলিলে একই পরিমাণ দেনা রাখিয়া এমন কোনো দেশে স্থায়ী নিবাসিত অবস্থায় মারা যায় যেখানে মোহরাঙ্কিত দলিল, মোহরাঙ্কিত নয় এমন দলিলের উপর প্রাধান্য পায়। পাওনাদারগণের যাহাদের মোহরাঙ্কিত দলিল আছে, স্থাবর সম্পত্তির আয় হইতে দেনার অর্ধাংশ গ্রহণ করেন। অস্থাবর সম্পত্তির আয় মোহরাঙ্কন বিহীন দলিলের দেনা পরিশোধে ব্যয় হইবে, যতক্ষণ না উক্ত দেনার অর্ধাংশ পরিশোধিত হয়। এতে ৫,০০০ টাকা থাকিবে, যাহা কোনো প্রভেদ না করিয়া দেনাদারদের মধ্যে তাহাদের পাওনার আনুপাতিক হারে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

৩২৫। উত্তরদানের পূর্বে দেনা পরিশোধ করা।- উত্তরদানের পূর্বে যে কোনো প্রকারের দেনা পরিশোধ করিতে হইবে।

৩২৬। অব্যাহতি ব্যতিরেকে নির্বাহক বা প্রশাসক উত্তরদান পরিশোধে বাধ্য নন।- মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তি যদি কোনো ঘটনা নির্ভর দায় সাপেক্ষ হয়, সেইক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অব্যাহতি ব্যতিরেকে কোনো নির্বাহক বা প্রশাসক উত্তরদান পরিশোধে বাধ্য থাকিবেন না, উহা যখনই প্রদেয় হউক না কেন।

৩২৭। সাধারণ উত্তরদানের হ্রাসকরণ।- দেনা, প্রয়োজনীয় খরচাদি এবং বিশেষ উত্তরদান পরিশোধের পর যদি সাধারণ উত্তরদান পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত সম্পত্তি না থাকে, তাহা হইলে সাধারণ উত্তরদানের অংশ সমানুপাতিক হারে হ্রাস হইবে, এবং উইলে ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকিলে, নির্বাহক একজন উত্তরদানগ্রহীতাকে অন্য উত্তরদানগ্রহীতার উপর অগ্রাধিকার প্রদান করিয়া পরিশোধ করিতে কিংবা কোনো উত্তরদানের অর্থ নিজের নিকট রাখিতে বা তিনি নিজে যেই ব্যক্তির ট্রাস্টি সেই ব্যক্তিকে পরিশোধ করিতে পারিবেন না।

৩২৮। দেনা পরিশোধের জন্য সম্পত্তি পর্যাপ্ত হইলে সুনির্দিষ্ট উত্তরদান হ্রাস করা যাইবে না।- যেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উত্তরদান থাকে, এবং দেনা এবং প্রয়োজনীয় খরচাদি পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত সম্পত্তি থাকে, সেইক্ষেত্রে যে জিনিসের সুনির্দিষ্ট উত্তরদান থাকে, উহা হ্রাসকরণ না করিয়াই উত্তরদানগ্রহীতাকে অর্পণ করিতে হইবে।

৩২৯। দেনা এবং প্রয়োজনীয় খরচ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত সম্পত্তি থাকিলে নির্দেশনাত্মক উত্তরদানের অধীন অধিকার।- যেক্ষেত্রে নির্দেশনাত্মক উত্তরদান থাকে, এবং দেনা ও প্রয়োজনীয় খরচাদি পরিশোধ করিবার জন্য পর্যাপ্ত সম্পত্তি থাকে, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানগ্রহীতা, যে তহবিল উত্তরদান পরিশোধের জন্য নির্দেশিত, সেই তহবিল নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত অগ্রাধিকারমূলক দাবি থাকিবে, এবং উক্ত তহবিল নিঃশেষিত হইবার পর যদি উত্তরদানের পরিশোধ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তিনি সাধারণ সম্পত্তির বিরুদ্ধে তাহার অবশিষ্ট অপরিশোধিত অংশের জন্য অধিকারী হইবেন।

৩৩০। সুনির্দিষ্ট উত্তরদানের আনুপাতিক হ্রাস।- যদি দেনা এবং সুনির্দিষ্ট উত্তরদান পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত সম্পত্তি না থাকে, তাহা হইলে সুনির্দিষ্ট উত্তরদান হইতে উহাদের নিজেদের স্ব স্ব পরিমাণে আনুপাতিক হারে হ্রাস করিতে হইবে।

উদাহরণ

ক খ-কে ৫০০ টাকা মূল্যমানের একটি হীরার আংটি এবং গ কে ১,০০০ টাকা মূল্যের একটি ঘোড়া দান করে। উইলকারীর সব কিছু বিক্রয় করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয় এবং দায়সমূহ পরিশোধ করিবার

পর তাহার সম্পত্তির মূল্য থাকে ১,০০০ টাকা। এই অর্থ হইতে [১][৩৩৩.৩৩ টাকা] খ-কে এবং [২][৬৬৬.৬৭ টাকা] গ-কে প্রদান করিতে হইবে।

৩৩১। হ্রাসকরণের জন্য যে উত্তরদানকে সাধারণ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।- হ্রাসকরণের জন্য জীবন স্বত্বে উত্তরদান বার্ষিক ভাতা প্রদানের জন্য উইলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ এবং যেক্ষেত্রে কোনো অর্থ নির্দিষ্ট করা হয় না এমন বার্ষিক ভাতার মূল্য সাধারণ উত্তরদান বলিয়া গণ্য হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

নির্বাহক বা প্রশাসক কর্তৃক উত্তরদানে সম্মতি সম্পর্কিত

৩৩২। উত্তরদানগ্রহীতার স্বত্ব পূরণ করিতে সম্মতির প্রয়োজনীয়তা।- উত্তরদানে উত্তরদানগ্রহীতার স্বত্ব পূরণ করিতে নির্বাহক বা প্রশাসক এর সম্মতি প্রয়োজন হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক উইলমূলে খ-কে সরকারি কাগজ দান করে যাহা [৩][সোনালি ব্যাংকে] রক্ষিত রহিয়াছে। নির্বাহকের সম্মতি ব্যতিরেকে ব্যাংক এর সিকিউরিটিজ অর্পণের বা খ এর উহা গ্রহণ করিবার কোনো ক্ষমতা নাই।

(খ) ক উইলমূলে গ-কে ঢাকার একটি বাড়ি দান করে, যাহা খ এর প্রজাস্বত্বে রহিয়াছে। নির্বাহক বা প্রশাসকের সম্মতি ব্যতিরেকে গ উহার খাজনা গ্রহণ করিবে না।

৩৩৩। সুনির্দিষ্ট উত্তরদানে নির্বাহকের সম্মতির ফলাফল।- (১) কোনো সুনির্দিষ্ট দানে নির্বাহক বা প্রশাসকের সম্মতি উহাতে তাহার নির্বাহক বা প্রশাসক হিসেবে তাহার স্বার্থ বিবর্জিত করিতে এবং দানের বিষয়বস্তু উত্তরদানগ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করিবার জন্য পর্যাপ্ত হইবে, যদি না সম্পত্তির প্রকৃতি বা অবস্থা এইরূপ হয় যে, উহার হস্তান্তর কোনো বিশেষভাবে করিতে হয়।

(২) সম্মতি মৌখিক হইতে পারে, এবং ইহা প্রকাশ্য অথবা নির্বাহক বা প্রশাসকের আচরণ হইতে অনুমিত হইতে পারিবে।

উদাহরণ

(ক) একটি ঘোড়া দান করা হয়। নির্বাহক উহা হস্তান্তর করিতে উত্তরদানগ্রহীতাকে অনুরোধ করেন কিংবা কোনো তৃতীয় পক্ষ নির্বাহকের নিকট হইতে ঘোড়াটি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন এবং তিনি উত্তরদানগ্রহীতার নিকট আবেদন করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। উত্তরদানটিতে অনুমিত সম্মতি হইয়াছে।

(খ) কোনো উত্তরদানগ্রহীতার নাবালকত্বকালীন ভরণ-পোষণের জন্য একটি তহবিলের সুদ দান করা হয়। নির্বাহক উহা প্রয়োগ করিতে শুরু করেন। ইহা সমগ্র দানের ক্ষেত্রে একটি সম্মতি।

(গ) কোনো তহবিল প্রথমে ক-কে, এবং পরে খ-কে দান করা হয়। নির্বাহক তহবিলের সুদ ক-কে পরিশোধ করেন। ইহা খ এর প্রতি দানের একটি অনুমিত সম্মতি।

---

[১] "৩৩৩-৫-৪ রুপি" সংখ্যা ও শব্দের পরিবর্তে "৩৩৩.৩৩ টাকা" সংখ্যা ও শব্দ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

[২] "৬৬৬.-১০-৮ রুপি" সংখ্যা ও শব্দের পরিবর্তে "৬৬৬.৬৭ টাকা" সংখ্যা ও শব্দ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩] "পাকিস্তানের ন্যাশনাল ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "সোনালী ব্যাংক" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

(ঘ) উইলকারীর সকল দেনা পরিশোধেরর পর কিন্তু সুনির্দিষ্ট উত্তরদান মেটাইবার পূর্বেই নির্বাহক মারা যান। উত্তরদানসমূহে সম্মতি অনুমান করা যাইবে।

(ঙ) সুনির্দিষ্ট পণ্য দান করা হইয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তি উহার দখল গ্রহণ করেন এবং নির্বাহকের কোনো আপত্তি ব্যতিরেকে উহা দখলে রাখেন। তাহার সম্মতি অনুমান করা যাইবে।

৩৩৪। শর্তযুক্ত সম্মতি।- উত্তরদানে নির্বাহক বা প্রশাসকের সম্মতি শর্তাধীন হইতে পারিবে এবং শর্তটি যদি এমন হয় যে, উহা বলবৎ করিবার অধিকার তাহার রহিয়াছে, কিন্তু উহা সম্পাদন করা হয় নাই, তাহা হইলে সেইখানে কোনো সম্মতি নাই।

উদাহরণ

(ক) ক খ-কে তাহার সুলতানপুরের জমি দান করেন, যাহা উইলের তারিখে এবং ক এর মৃত্যুতে ১০,০০০ টাকা বন্ধকাধীন ছিল। নির্বাহক দানে সম্মতি প্রদান করেন এই শর্তে যে, উইলকারীর মৃত্যুতে খ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধকি অর্থ পরিশোধ করিবেন। উক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয় নাই। এইক্ষেত্রে কোনো সম্মতি নাই।

(খ) দানে নির্বাহক এই মর্মে সম্মতি প্রদান করেন যে, উত্তরদানগ্রহীতা তাহাকে কিছু অর্থ প্রদান করিবে। অর্থ পরিশোধ করা হয় নাই। সম্মতিটি বৈধ।

৩৩৫। নিজস্ব উত্তরদানে নির্বাহকের সম্মতি।- (১) যখন নির্বাহক বা প্রশাসক নিজেই উত্তরদানগ্রহীতা হন, সেইক্ষেত্রে উত্তরদানে তাহার সম্মতি তাহার স্বত্ব পূর্ণ করিবার জন্য এমনভাবে প্রয়োজন যাহা অন্য কাউকে দানের ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন হয়, এবং তাহার সম্মতি, একইভাবে, প্রকাশ্য বা অনুমিত হইতে পারিবে।

(২) সম্মতি অনুমিত বলিয়া গণ্য হইবে যদি ব্যবস্থাপনায় তাহার কার্যে তিনি এমন কিছু করেন যাহা তাহার নির্বাহক বা প্রশাসকের বৈশিষ্ট্যমূলক।

উদাহরণ

একজন নির্বাহক একটি বাড়ির ভাড়া বা তাহাকে দানকৃত সরকারি সিকিউরিটিজ গ্রহণ করে এবং উহা তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য প্রয়োগ করে। ইহা একটি সম্মতি।

৩৩৬। নির্বাহকের সম্মতির ফলাফল।- উত্তরদানে নির্বাহক বা প্রশাসকের সম্মতি উইলকারীর মৃত্যুর পর হইতে কার্যকর হইবে।

উদাহরণ

(ক) নির্বাহকের সম্মতির পূর্বেই একজন উত্তরদানগ্রহীতা তাহার উত্তরদান বিক্রয় করেন। ক্রেতার কল্যাণে নির্বাহকের পরবর্তী সম্মতি উত্তরদানের স্বত্ব পূর্ণ করিবে।

(খ) ক খ-কে তাহার মৃত্যুতে সুদসহ ১,০০০ টাকা দান করে। ক এর মৃত্যু হইতে এক বৎসর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাহক উত্তরদানে তাহার সম্মতি প্রদান করে নাই। খ ক এর মৃত্যুর পর হইতে সুদ পাইবার অধিকারী।

৩৩৭। নির্বাহক কর্তৃক উত্তরদান অর্পণ করিবার সময়।- উইলকারীর মৃত্যুর পর হইতে এক বৎসর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো নির্বাহক বা প্রশাসক উত্তরদান পরিশোধে বা অর্পণে বাধ্য থাকিবেন না।

উদাহরণ

ক উইলমূলে তাহার মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে উত্তরদান পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করেন। নির্বাহক এক বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত উহা পরিশোধে বাধ্য নয়।

নবম অধ্যায়

বার্ষিক ভাতা পরিশোধ এবং বণ্টন সম্পর্কিত

৩৩৮। উইলে কোনো সময় নির্ধারিত না থাকিলে বার্ষিক ভাতা আরম্ভ করিবার সময়।- যেক্ষেত্রে কোনো উইলের মাধ্যমে বার্ষিক ভাতা প্রদান করা হয় এবং উহা কার্যকর হইবার তারিখ উল্লেখ নাই, সেইক্ষেত্রে উহা উইলকারীর মৃত্যুর পর হইতে আরম্ভ হইবে এবং প্রথম পরিশোধ উক্ত ঘটনার এক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর করিতে হইবে।

৩৩৯। ত্রৈমাসিক বা মাসিক প্রদেয় ভাতা যখন প্রথম বকেয়া হয়।- যেক্ষেত্রে ভাতা ত্রৈমাসিক বা মাসিক ভিত্তিতে প্রদানের নির্দেশনা থাকে, সেইক্ষেত্রে প্রথম পরিশোধ করা হইবে, উইলকারীর মৃত্যুর পর, ক্ষেত্রমত, প্রথম তিন মাস শেষে বা প্রথম মাসের শেষে, এবং নির্বাহক বা প্রশাসক উপযুক্ত মনে করিলে, যখন প্রদেয় হইবে তখন পরিশোধ করা হইবে, কিন্তু বৎসর শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাহক বা প্রশাসক উহা পরিশোধে বাধ্য থাকিবেন না।

৩৪০। যখন প্রথম পরিশোধ কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বা নির্দিষ্ট দিনে পরিশোধের নির্দেশনা থাকে তখন অনুক্রমিক পরিশোধের তারিখ: পরিশোধের পূর্বে ভাতা গ্রহণকারীর মৃত্যু।- (১) যখন উইলকারীর মৃত্যুর তারিখ হইতে এক মাস বা যে কোনো সময়ের মধ্যে বা যে কোনো নির্দিষ্ট দিনে প্রথম ভাতা পরিশোধ করিবার নির্দেশনা থাকে, সেইক্ষেত্রে যে তারিখে পরিশোধ করিতে হইবে বলিয়া নির্দেশনা থাকে উহার নিকটতম দিনের বৎসর পূর্তিতে অনুক্রমিক পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) যদি পরিশোধের সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে ভাতা গ্রহণকারী মারা যান, তাহা হইলে ভাতার বণ্টিত অংশ তাহার প্রতিনিধিকে পরিশোধ করিতে হইবে।

দশম অধ্যায়

উত্তরদানের জন্য প্রদত্ত তহবিল বিনিয়োগ সম্পর্কিত

৩৪১। যেক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট উত্তরদান জীবনস্বত্বে প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে দানকৃত অর্থের বিনিয়োগ।- যে ক্ষেত্রে, সুনির্দিষ্ট নয়, এইরূপ উত্তরদান জীবনস্বত্বে প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে, বছরান্তে দানকৃত অর্থ, [১][সুপ্রিম কোর্ট] সাধারণ বিধি দ্বারা যেইরূপ ক্ষমতা প্রদান করিবেন বা নির্দেশ দিবেন, সেইরূপে বিনিয়োগ করিতে হইবে এবং উহা হইতে উদ্ভূত লভ্যাংশ উত্তরদানগ্রহীতাকে প্রদেয় হইলে প্রদান করা হইবে।

৩৪২। ভবিষ্যতে প্রদেয় সাধারণ উত্তরদানের বিনিয়োগ।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো সাধারণ উত্তরদান ভবিষ্যতে প্রদেয় হয়, সেইক্ষেত্রে নির্বাহক বা প্রশাসক উহা মিটানোর জন্য, ধারা ৩৪১ তে উল্লিখিত প্রকারের কোনো সিকিউরিজে উহা বিনিয়োগ করিবেন।

(২) মধ্যবর্তী সময়ে প্রদত্ত সুদ উইলকারীর অবশিষ্ট ভূ-সম্পত্তির অংশ হইবে।

৩৪৩। কোনো তহবিল ভাতার সহিত চার্জকৃত বা বণ্টিত না হইলে উহার পদ্ধতি।- যেক্ষেত্রে কোনো বার্ষিক ভাতা প্রদান করা হয় এবং উহার পরিশোধে কোনো তহবিল চার্জ করা না হয়, বা উহা পূরণকল্পে উইল দ্বারা বণ্টিত না হয়, সেইক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ সরকারি ভাতা ক্রয় করিতে হইবে বা, যদি উক্তরূপ কোনো ভাতা পাওয়া না যায়, তাহা হইলে বার্ষিক ভাতা মেটাইবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ উক্ত উদ্দেশ্যে, ধারা ৩৪১ তে উল্লিখিত প্রকারের সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করিতে হইবে।

৩৪৪। অবশিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতাকে ঘটনা নির্ভর দান হস্তান্তর।- যেক্ষেত্রে কোনো দান ঘটনা নির্ভর হয়, সেইক্ষেত্রে নির্বাহক বা প্রশাসক উত্তরদানের পরিমাণ বিনিয়োগ করিতে বাধ্য নয়, কিন্তু ভূ-সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের সমুদয় অংশ উত্তরদানের পরিশোধ প্রদেয় হইলে উহার পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত জামানত প্রদান সাপেক্ষে, অবশিষ্ট উত্তরদানগ্রহীতাকে হস্তান্তর করিতে হইবে।

---

[১] "হাইকোর্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে "সুপ্রিম কোর্ট" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

৩৪৫। কোনো নির্দিষ্ট সিকিউরিজে বিনিয়োগের নির্দেশ না থাকিলে জীবনস্বত্বে দানকৃত অবশিষ্টাংশের বিনিয়োগ।- (১) যেক্ষেত্রে উইলকারী কোনো নির্দিষ্ট সিকিউরিজে বিনিয়োগের জন্য কোনো নির্দেশ প্রদান না করিয়া, তাহার ভূ-সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ কোনো ব্যক্তিকে জীবন স্বত্বে দান করেন, সেইক্ষেত্রে উইলকারীর মৃত্যুর সময়, যতখানি অর্থ ধারা ৩৪১ তে উল্লিখিত প্রকারের সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয় নাই, ততখানিকে নগদ অর্থে রূপান্তর করিতে হইবে এবং উহা উক্ত সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(২) মৃত ব্যক্তি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইলে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

৩৪৬। সুনির্দিষ্ট সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করিবার নির্দেশসহ জীবনস্বত্বে দানকৃত অবশিষ্টাংশের বিনিয়োগ।- যে ক্ষেত্রে উইলকারী কোনো ব্যক্তিকে তাহার ভূ-সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ জীবনস্বত্বে দান করেন এবং এইরূপ নির্দেশনা দেন যে, উহা নির্দিষ্ট কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে উইলকারীর মৃত্যুতে, ভূ-সম্পত্তির যতটুকু অংশ উক্ত সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হই নাই, ততটুকু নগদ অর্থে পরিণত করিতে হইবে এবং উক্ত সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করিতে হইবে।

৩৪৭। রূপান্তর এবং বিনিয়োগের সময় এবং পদ্ধতি।- নির্বাহক এবং প্রশাসক যে সময়ে এবং পদ্ধতিতে উপযুক্ত মনে করিবেন সেই সময় ও পদ্ধতিতে ধারা ৩৪৫ এবং ৩৪৬ এ বর্ণিত রূপান্তর এবং বিনিয়োগ করিতে হইবে, এবং উক্তরূপ রূপান্তর ও বিনিয়োগ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি সাময়িকভাবে উক্ত বিনিয়োগকৃত তহবিলের আয়ের অধিকারী হইতেন, তিনি বিনিয়োগ হয় নাই এইরূপ তহবিলের বাজার মূল্যের উপর ৪ % হারে সুদ পাইবেন (যাহা উইলকারীর মৃত্যুর তারিখ হইতে গণনা হইবে):

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উইলকারী হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, বা জৈন বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হন, তাহা হইলে বিনিয়োগ সম্পন্ন হইবার পূর্বে সুদের হার বার্ষিক ৬% হইবে।

৩৪৮। যেক্ষেত্রে নাবালক তাৎক্ষণিক পরিশোধ বা দানের দখলের অধিকারী হন, এবং তাহার পক্ষে যদি অন্য ব্যক্তিকে পরিশোধের নির্দেশ না থাকে সেইক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি।- (১) যেক্ষেত্রে দানের শর্ত দ্বারা উত্তরদানগ্রহীতা দানকৃত অর্থ বা বিষয়ের তাৎক্ষণিক পরিশোধ বা দখলের অধিকারী হন, কিন্তু তিনি নাবালক এবং তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে পরিশোধ করিবার জন্য উইলে কোনো নির্দেশনা না থাকে, সেইক্ষেত্রে নির্বাহক বা প্রশাসক উহা যে জেলা জজ আদালত বা ইহার জেলা প্রতিনিধি কর্তৃক উত্তরদানগ্রহীতাকে প্রবেট বা উইল সংযুক্ত ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা হইয়াছে, সেই জেলা জজ আদালতে পরিশোধ বা অর্পণ করিবেন, যদি না উক্ত উত্তরদানগ্রহীতা কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর একজন ওয়ার্ড হন।

(২) যদি উত্তরদানগ্রহীতা কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর একজন ওয়ার্ড হন, তাহা হইলে উক্ত উত্তরদান কোর্ট অব ওয়ার্ডসে তাহার হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) জেলা জজ আদালতে বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে উক্তরূপে পরিশোধ, পরিশোধিত অর্থের পর্যাপ্ত অব্যাহতি হিসেবে গণ্য হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন পরিশোধিত অর্থ সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয় করিবার জন্য বিনিয়োগ করিতে হইবে, যাহা সুদসহ অধিকারী ব্যক্তিকে পরিশোধ করিতে হইবে অথবা বিচারক বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ ভিন্ন কোনোভাবে তাহার কল্যাণার্থে ব্যবহৃত হইবে।

একাদশ অধ্যায়

উত্তরদানের লাভ এবং সুদ

৩৪৯। সুনির্দিষ্ট উত্তরদানের লাভে উত্তরদানগ্রহীতার স্বত্ব।- সুনির্দিষ্ট উত্তরদানের গ্রহীতা উইলকারীর মৃত্যু হইতে উত্তরদানের লাভের অধিকারী হইবেন।

ব্যতিক্রম।- ঘটনা নির্ভর কোনো সুনির্দিষ্ট দান, উইলকারীর মৃত্যু এবং উত্তরদান ন্যস্ত করিবার মধ্যবর্তী সময়ে উত্তরদানের লাভ অন্তর্ভুক্ত করিবে না এবং উহা হইতে সুস্পষ্ট লাভ উইলকারীর অবশিষ্ট ভূ-সম্পত্তির অংশ হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক খ-কে তাহার ভেড়ার পাল দান করে। ক এর মৃত্যু এবং তাহার নির্বাহক কর্তৃক ভেড়া হস্তান্তরের মধ্যবর্তী সময়ে কতিপয় ভেড়ার পশম কাটা হয় এবং কতিপয় ভেড়ি শাবকের জন্ম দেয়। উক্ত উল এবং শাবক খ এর সম্পত্তি।

(খ) ক খ-কে তাহার সরকারি সিকিউরিটিজ দান করে, কিন্তু গ এর মৃত্যু পর্যন্ত উহার অর্পণ স্থগিত রাখে। ক এর মৃত্যু এবং গ এর মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ের সুদ খ পাইবে, এবং খ নাবালক না হইলে তাহাকেই প্রদান করিতে হইবে।

(গ) উইলকারী তাহার ৪% হারে সকল সরকারি প্রত্যর্থ পত্র ক-কে দান করে যখন তাহার বয়স আঠারো হইবে। ক, যদি উক্ত বয়স পূর্ণ করে, তাহা হইলে পত্রসমূহ গ্রহণ করিবার অধিকারী, কিন্তু উইলকারীর মৃত্যুর পর হইতে ক এর আঠারো বৎসর পূর্ণ হইবার মধ্যবর্তী সময়ের উদ্ভূত সুদ অবশিষ্ট পত্রের অংশ হইবে।

৩৫০। অবশিষ্ট তহবিলের লাভে অবশিষ্টাংশের উত্তরদান গ্রহীতার স্বত্ব।- কোনো সাধারণ অবশিষ্ট দানের উত্তরদানগ্রহীতা, উইলকারীর মৃত্যু হইতে অবশিষ্ট তহবিলের লাভের অধিকারী হইবেন।

ব্যতিক্রম।- কোনো সাধারণ ঘটনা নির্ভর অবশিষ্ট দান উইলকারীর মৃত্যু এবং উত্তরদান ন্যস্ত হইবার মধ্যবর্তী সময়ের দানকৃত তহবিলের উপর উদ্ভূত আয় অন্তর্ভুক্ত করিবে না এবং উক্ত আয় নিষ্পত্তিবিহীন থাকিবে।

উদাহরণ

(ক) উইলকারী তাহার অবশিষ্ট সম্পত্তি ক-কে দান করে যে একজন নাবালক এবং যে আঠারো বৎসর পূর্ণ হইলে উহা পাইবে। ক উইলকারীর মৃত্যুর পর হইতে আয়ের অধিকারী হইবে।

(খ) উইলকারী তাহার অবশিষ্ট সম্পত্তি ক-কে দান করে যে একজন নাবালক এবং যে আঠারো বৎসর পূর্ণ হইলে উহা পাইবে। যদি ক উক্ত বয়স পূর্ণ করে তাহা হইলে সে অবশিষ্টাংশের অধিকারী হইবে। উইলকারীর মৃত্যুতে ইহার যে আয় উদ্ভূত হয় উহা নিষ্পত্তিবিহীন থাকিবে।

৩৫১। সাধারণ উত্তরদান পরিশোধের জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট না থাকিলে সুদ।- সাধারণ উত্তরদান পরিশোধের কোনো সময় নির্দিষ্ট না থাকিলে, উইলকারীর মৃত্যুর তারিখ হইতে এক বৎসর অতিক্রান্ত হইলে সুদ আরোপ করা আরম্ভ হইবে।

ব্যতিক্রম।- (১) কোনো দেনা পরিশোধের জন্য উত্তরদান দান করা হইলে, উইলকারীর মৃত্যুর পর হইতে সুদ আরোপ আরম্ভ হইবে।

(২) উইলকারী উত্তরদানগ্রহীতার পিতা বা মাতা বা কোনো দূরবর্তী পূর্বপুরুষ হইলে, অথবা উত্তরদানগ্রহীতার পিতা বা মাতার স্থলে নিজেকে অধিষ্ঠিত করিলে, উত্তরদানটি উইলকারীর মৃত্যুর পর হইতে সুদ বহন করিবে।

(৩) কোনো নাবালককে তাহার ভরণ-পোষণের নির্দেশ সহকারে কোনো তহবিল দান করা হইলে, উইলকারীর মৃত্যুর তারিখ হইতে সুদ প্রদেয় হইবে।

৩৫২। নির্দিষ্ট সময়ের ক্ষেত্রে সুদ।- কোনো সাধারণ উত্তরদান পরিশোধের জন্য সময় নির্দিষ্ট থাকিলে, উক্ত সময় হইতে সুদ আরম্ভ হইবে এবং উক্ত সময় পর্যন্ত সুদ উইলকারীর অবশিষ্ট ভূ-সম্পত্তির অংশ হইবে।

ব্যতিক্রম।- উইলকারী উত্তরদানগ্রহীতার পিতা বা মাতা, বা উত্তরদানগ্রহীতার কোনো দূরবর্তী পূর্বপুরুষ হইলে, বা নিজেকে উত্তরদানগ্রহীতার পিতা বা মাতার স্থলে অধিষ্ঠিত করিলে, উইলকারীর মৃত্যুর তারিখ হইতে উত্তরদানের সুদ হইবে, যদি না উইল দ্বারা ভরণ-পোষণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করা হয়, অথবা যদি না উইলে ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা থাকে।

৩৫৩। সুদের হার।- সকল ক্ষেত্রে বার্ষিক সুদের হার হইবে ৪%, তবে উইলকারী হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইলে বার্ষিক সুদের হার হইবে ৬% ।

৩৫৪। উইলকারীর মৃত্যুর পর প্রথম বৎসর বার্ষিক ভাতার বকেয়ার উপর কোনো সুদ হইবে না।- উইলকারীর মৃত্যুর তারিখ হইতে প্রথম বৎসরের মধ্যে বার্ষিক ভাতার বকেয়ার উপর কোনো সুদ পরিশোধযোগ্য হইবে না, যদিও উক্ত বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বের কোনো সময়, বার্ষিক ভাতার প্রথম পরিশোধের জন্য উইলমূলে নির্ধারণ করা হয়।

৩৫৫। বার্ষিক ভাতা সৃষ্টির বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের সুদ।- বার্ষিক ভাতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বিনিয়োগের জন্য নির্দেশনা থাকিলে, উইলকারীর মৃত্যুর তারিখ হইতে সুদ প্রদেয় হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

উত্তরদান প্রত্যর্পণ সম্পর্কিত

৩৫৬। আদালতের আদেশে প্রদত্ত উত্তরদানের প্রত্যর্পণ।- যেক্ষেত্রে কোনো নির্বাহক বা প্রশাসক, আদালতের আদেশে কোনো উত্তরদান পরিশোধ করেন, সেইক্ষেত্রে সকল উত্তরদানগ্রহীতার পাওনা পরিশোধের জন্য সম্পত্তি অপর্যাপ্ত হইলে, তিনি উত্তরদানগ্রহীতাকে উহা প্রত্যর্পণের আহবান করিতে পারিবেন।

৩৫৭। স্বেচ্ছামূলক পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ হইবে না।- যখন কোনো নির্বাহক বা প্রশাসক স্বেচ্ছায় কোনো উত্তরদান পরিশোধ করেন, তখন সকল উত্তরদানগ্রহীতাকে পরিশোধের জন্য সম্পত্তি অপর্যাপ্ত হইলেও তিনি উহা প্রত্যর্পণ করিবার আহবান করিতে পারিবেন না।

৩৫৮। ধারা ১৩৭ এর অধীন বর্ধিত সময়ের মধ্যে শর্ত পূরণের কারণে প্রদেয় হইলে উত্তরদানের প্রত্যর্পণ।- যখন শর্ত পূরণের জন্য উইল দ্বারা নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়, কিন্তু শর্ত পূরণ হয় না এবং যদি নির্বাহক বা প্রশাসক উহার ফলে, প্রতারণা ব্যতীত সম্পত্তি বণ্টন করেন এবং ধারা ১৩৭ এর অধীন যদি শর্ত পূরণের জন্য অধিকতর সময় প্রদান করা হয়, এবং শর্তটি তদ্‌নুসারে পূরণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে নির্বাহক বা প্রশাসকের নিকট হইতে উত্তরদানটি দাবি করা যাইবে না, কিন্তু যাহাদেরকে তিনি পরিশোধ করিয়াছেন তাহারা উহা ফেরত দানে বাধ্য থাকিবেন।

৩৫৯। প্রত্যেক উত্তরদানগ্রহীতা আনুপাতিক হারে প্রত্যর্পণ করিবেন।- যখন নির্বাহক বা প্রশাসক উত্তরদানের সম্পত্তি পরিশোধ করেন এবং তিনি পরবর্তীতে যে দেনা সম্পর্কে তাহার কোনো নোটিশ ছিল না উক্ত দেনা পরিশোধ করেন, তখন তিনি প্রত্যেক উত্তরদানগ্রহীতাকে আনুপাতিক হারে ফেরতদানের আহবান করিতে পারিবেন।

৩৬০। সম্পত্তি বণ্টন।- যেক্ষেত্রে নির্বাহক বা প্রশাসক, [১][সুপ্রিম কোর্ট] কর্তৃক সাধারণ বিধির মাধ্যমে নির্ধারিত নোটিশ দেন কিংবা যখন উক্তরূপ কোনো বিধি প্রণয়ন করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বিরুদ্ধে দাবি জানাইয়া পাওনাদার বা অন্যান্য ব্যক্তিগণ ব্যবস্থাপনা মামলায় হাইকোর্ট যেরূপ নোটিশ প্রদান করে সেইরূপে নোটিশ প্রদান করেন, এবং তিনি নোটিশে দাবি প্রেরণের জন্য উল্লেখিত সময়ের অবসানে, তাহার জ্ঞাত আইনগত দাবি পরিশোধের নিমিত্ত সম্পত্তি বা উহার অংশবিশেষ বণ্টনের অধিকারী হইবেন, এবং উক্ত বণ্টনের সময় তাহার অজ্ঞাত দাবির জন্য তিনি উক্তভাবে বণ্টিত সম্পত্তির জন্য দায়বদ্ধ থাকিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, এইখানে বিধৃত কোনো কিছুই কোনো পাওনাদার বা দাবিদারকে, যে ব্যক্তিগণ উহা পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করিতে পারিতেন, সেই ব্যক্তিগণেরর নিকট উক্ত সম্পদ বা তাহার অংশবিশেষ অনুসরণ করাকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

৩৬১। পাওনাদার উত্তরদানগ্রহীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে আহবান করিতে পারিবেন।- নিজের দেনা গ্রহণ করেন নাই এইরূপ কোনো পাওনাদার উত্তরদান গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ উত্তরদানগ্রহীতাকে প্রত্যর্পণের আহবান করিতে

---

[১] "হাইকোর্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে "সুপ্রিম কোর্ট" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

পারিবেন, উইলকারীর মৃত্যুতে তাহার দেনা বা উত্তরদান উভয়ই পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত সম্পত্তি থাকুক বা না থাকুক; এবং নির্বাহক বা প্রশাসক কর্তৃক উত্তরদান পরিশোধ স্বেচ্ছামূলক হউক বা না হউক।

৩৬২। যে ক্ষেত্রে উত্তরদানগ্রহীতা সন্তুষ্ট না হন বা ধারা ৩৬১ এর অধীন প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন, সেইক্ষেত্রে একজনকে পূর্ণ প্রত্যর্পণে বাধ্য করা যাইবে না।- যদি উইলকারীর মৃত্যুর সময় সম্পত্তি সকল দেনা পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত হয়, সেইক্ষেত্রে যে উত্তরদানগ্রহীতা উত্তরদান গ্রহণ করেন নাই বা যিনি ধারা ৩৬১ এর অধীন প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে তিনি, পূর্ণ পরিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন এমন কাউকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন না, মামলার মাধ্যমে বা মামলা ব্যতীত যেই ভাবেই উত্তরদান পরিশোধ হউক না কেন, বা যদিও নির্বাহকের অপচয়ের মাধ্যমে পরবর্তীতে সম্পত্তির ঘাটতি দেখা দেয়।

৩৬৩। কখন অসন্তুষ্ট উত্তরদানগ্রহীতা সচ্ছল নির্বাহকের বিরুদ্ধে প্রথম অগ্রসর হইবেন।- যদি উইলকারীর মৃত্যুতে সম্পত্তি সকল উত্তরদান পরিশোধে পর্যাপ্ত না হয়, এবং যে ক্ষেত্রে কোনো উত্তরদানগ্রহীতা তাহার উত্তরদান প্রাপ্ত হন নাই, সেইক্ষেত্রে তিনি সন্তুষ্ট কোনো উত্তরদানগ্রহীতাকে তলব করিবার পূর্বে, নির্বাহক বা প্রশাসক দেনা পরিশোধে সক্ষম হইলে প্রথমেই তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন; কিন্তু নির্বাহক বা প্রশাসক যদি দেনা পরিশোধে সক্ষম না হন বা পরিশোধে যদি বাধ্য না থাকেন, তাহা হইলে অসন্তুষ্ট উত্তরদানগ্রহীতা প্রত্যেক সন্তুষ্ট উত্তরদানগ্রহীতাকে আনুপাতিক হারে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

৩৬৪। উত্তরদানগ্রহীতাগণের পরস্পরকে প্রত্যর্পণের সীমা।- একজন উত্তরদানগ্রহীতা কর্তৃক অন্য উত্তরদানগ্রহীতাকে প্রত্যর্পণের সীমা, ভূ-সম্পত্তি যথাযথভাবে পরিচালিত হইলে একজন সন্তুষ্ট উত্তরদানগ্রহীতার যতটুকু খর্ব হইবে, সেই পরিমানের অধিক হইবে না।

উদাহরণ

ক খ-কে ২৪০ টাকা, গ-কে ৪৮০ টাকা, এবং ঘ-কে ৭২০ টাকা দান করেন। সম্পত্তির মূল্য মাত্র ১২০০ টাকা হয়, এবং উহা যথাযথভাবে পরিচালন করিলে খ-কে ২০০ টাকা, গ-কে ৪০০ টাকা এবং ঘ-কে ৬০০ টাকা প্রদান করিবেন। গ এবং ঘ কে তাহাদের উত্তরদান পূর্ণভাবে হস্তান্তর করা হয় যাহার ফলে খ এর জন্য কিছুই থাকে না। খ গ-কে ৮০ টাকা এবং ঘ-কে ১২০ টাকা প্রত্যর্পণে বাধ্য করিতে পারিবেন।

৩৬৫। প্রত্যর্পণ সুদবিহীন হইবে।- সকল ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ সুদবিহীন হইবে।

৩৬৬। সাধারণ পরিশোধের পর অবশিষ্টাংশ অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতা বরাবরে প্রদত্ত হইবে।- দেনা এবং উত্তরদান পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত বা অবশিষ্টাংশ অবশিষ্টভোগী উত্তরদানগ্রহীতা বরাবরে প্রদত্ত হইবে, যখন উক্তরূপ কাউকে উইল দ্বারা নিয়োগ করা হয়।

৩৬৭। বাংলাদেশ হইতে বণ্টনের নিমিত্ত সম্পত্তি নির্বাহক বা প্রশাসকের স্থায়ী নিবাসে প্রেরণ।- যেক্ষেত্রে বাংলাদেশে স্থায়ী নিবাস নাই এইরূপ কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর সময় বাংলাদেশ এবং মৃত্যুর সময়কার স্থায়ী নিবাসে সম্পত্তি রাখিয়া মারা যান এবং বাংলাদেশের সম্পত্তি সংক্রান্তে কোনো প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র থাকে এবং স্থায়ী নিবাসের সম্পত্তির ক্ষেত্রেও কোনো প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র থাকে, সেইক্ষেত্রে নির্বাহক বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসক ধারা ৩৬০ এর বিধানের নোটিশ প্রদানের পর এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে, তাহার জ্ঞান মোতাবেক উল্লিখিত বৈধ দাবি পূরণের পর, উদ্বৃত্ত বা অবশিষ্টাংশ নিজে বণ্টন না করিয়া, বাংলাদেশের বাহিরে বসবাসকারী অধিকারী ব্যক্তিগণের জন্য, নির্বাহক বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসকের সম্মতিতে উক্ত ব্যক্তিগণকে বণ্টনের জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধ্বংস করিবার ক্ষেত্রে নির্বাহক বা প্রশাসকের দায়িত্ব সম্পর্কিত

৩৬৮। ধ্বংস করিবার ক্ষেত্রে নির্বাহক বা প্রশাসকের দায়িত্ব।- যখন কোনো নির্বাহক বা প্রশাসক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অপপ্রয়োগ করেন, অথবা উহার ক্ষতি বা বিনষ্ট করিবার কারণ ঘটান, তখন তিনি উক্ত ক্ষতি বা বিনষ্টের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে দায়ি থাকবেন।

উদাহরণ

(ক) নির্বাহক ভূ-সম্পত্তি হইতে কোনো ভিত্তিহীন দাবি পরিশোধ করেন। তিনি উহার ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ি হইবেন।

(খ) মৃত ব্যক্তির নোটিশ দ্বারা নবায়নযোগ্য একটি ইজারা ছিল যাহা সঠিক সময়ে দিতে নির্বাহক অবহেলা করেন। নির্বাহক উক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য।

(গ) মৃত ব্যক্তির একটি ইজারা ছিল যাহার মূল্য উহার খাজনার চেয়ে কম ছিল, কিন্তু বিশেষ সময়ে নোটিশ প্রদানপূর্বক যাহা অবসায়নযোগ্য। নির্বাহক নোটিশ প্রদান করিতে অবহেলা করেন। তিনি ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য।

৩৬৯। সম্পত্তির কোনো অংশ গ্রহণ করিতে নির্বাহক বা প্রশাসকের অবহেলার দায়-দায়িত্ব।- যখন নির্বাহক বা প্রশাসক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কোনো অংশ গ্রহণ করিতে অবহেলার কারণে ভূ-সম্পত্তির ক্ষতি করেন, তখন তাহা তিনি ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

উদাহরণ

(ক) নির্বাহক পরিশোধক্ষম কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে মৃতের প্রাপ্য কোনো পাওনা সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেন, অথবা সম্পূর্ণ দেনা পরিশোধে সক্ষম এমন কোনো দেনাদারের সহিত সমঝোতা করেন। নির্বাহক ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(খ) নির্বাহক কোনো দেনার জন্য মামলা করিতে অবহেলা করেন যতদিনে দেনাদার উহাকে তামাদিতে বারিত মর্মে আত্মসমর্থন করিবার অধিকারী হইয়া যান এবং ইহার ফলে পাওনা আদায় করা সম্ভব হয় নাই। নির্বাহক উক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

দশম ভাগ

উত্তরদান সনদ

৩৭০। এই ভাগের অধীন সনদ মঞ্জুরে বাধা-নিষেধ।- (১) ধারা ২১২ বা ২১৩ এর অধীন ব্যবস্থাপনাপত্র বা প্রবেটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে এইরূপ কোনো অধিকারের দেনা বা জামানতের কোনো উত্তরদান সনদ (অতঃপর এই ভাগে সনদ হিসেবে উল্লিখিত) এই ভাগের অধীন মঞ্জুর করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারায় বিধৃত কোনো কিছুই মৃত বাংলাদেশি খ্রিষ্টানের কোনো বিষয় বা উহার অংশ বিশেষে অধিকার দাবিকারী কোনো ব্যক্তিকে, কোনো দায় বা জামানত বিষয়ে সনদ মঞ্জুরে নিবৃত করিবে না, এই কারণে যে, এই আইনের অধীন ব্যবস্থাপনাপত্রের মাধ্যমে উক্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাইবে।

(২) এই ভাগের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে "জামানত" অর্থ-

(ক) কোনো প্রত্যর্থ পত্র, ডিবেঞ্চার, স্টক বা অন্যান্য সরকারি [১][* * *] সিকিউরিটি;

[২][* * *]

(গ) কোনো কোম্পানি বা অন্য কোনো নিগমিত প্রতিষ্ঠানের কোনো স্টক, ডিবেঞ্চার বা শেয়ার;

---

১ "অথবা কোন প্রাদেশিক সরকারের" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

২ ধারা ৩৭০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

(ঘ) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থের জন্য ইস্যুকৃত কোনো ডিবেঞ্চার বা অন্য কোনো সিকিউরিটি;

(ঙ) এই ভাগের উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সিকিউরিটি বলিয়া ঘোষণা করে এইরূপ কোনো সিকিউরিটি।

৩৭১। সনদ মঞ্জুরে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত।- মৃত ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর সময় সাধারণত যে জেলা জজের এখতিয়ারাধীন এলাকায় বসবাস করিতেন সেই জেলা জজ কিংবা উক্ত সময় তাহার কোনো স্থায়ী নিবাস না থাকিলে যে জেলা জজের এখতিয়ারে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কোনো অংশ পাওয়া যায়, সেই জেলা জজ এই ভাগের অধীন সনদ মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

৩৭২। সনদের জন্য আবেদন।- (১) জেলা জজের নিকট সনদের জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং, আবেদনটি দেওয়ানী কার্য বিধি, ১৯০৮ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে বাদীর দ্বারা বা বাদীর পক্ষে যেরূপে স্বাক্ষরিত এবং প্রতিপাদিত হয় সেইরূপে স্বাক্ষরিত ও প্রতিপাদিত হইবে, এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা:-

(ক) মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময়;

(খ) মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির সাধারণ বাসস্থান এবং যদি উক্ত বাসস্থান যে জজের নিকট আবেদন করা হয় সেই জজের স্থানীয় অধিক্ষেত্রে না থাকিলে উক্ত সীমার মধ্যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি;

(গ) মৃত ব্যক্তির পরিবার বা অন্যান্য নিকটাত্মীয় এবং তাহাদের স্ব স্ব বাসস্থান;

(ঘ) আবেদনকারী যে অধিকার দাবি করেন;

(ঙ) সনদ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে বা উহার বৈধতার ক্ষেত্রে ধারা ৩৭০ বা এই আইনের কোনো বিধান বা অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো বাঁধার অনুপস্থিতি;

(চ) যে দেনা বা সিকিউরিটির বিষয়ে আবেদন করা হইয়াছে।

(২) যদি আবেদনে এইরূপ কোনো বিবৃতি থাকে যাহা সত্যায়নকারী ব্যক্তি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন, বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহ হইলে উক্ত ব্যক্তি দন্ড বিধির ধারা ১৯৮ এর অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) মৃত পাওনাদারের নিকট দেয় কোনো দেনা বা দেনাসমূহের জন্য কিংবা উহার কোনো অংশের নিমিত্তে সনদের জন্য আবেদন করা যাইবে।

৩৭৩। আবেদনের উপর করণীয়।- (১) জেলা জজ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবেদন মঞ্জুর করিবার কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি উহা শুনানির জন্য দিন ধার্য করিবেন এবং উক্ত আবেদনের শুনানি ও ফি সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিবেন-

(ক) বিচারকের মতে যে ব্যক্তিকে উক্ত আবেদনের বিশেষ নোটিশ প্রদান করিতে হইবে;

(খ) আদালতের দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো স্থানে লটকাইয়া দিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে [১][সুপ্রিম কোর্ট] কর্তৃক প্রণীত বিধি সাপেক্ষে বিচারক যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপে প্রচারিত হইবে এবং ধার্যকৃত তারিখে বা উহার পরবর্তী যে কোনো সুবিধাজনক তারিখে, সনদের অধিকার বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য সংক্ষিপ্ত কার্যপদ্ধতি শুরু করিবেন।

(২) যদি বিচারক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আবেদনকারী উহার অধিকারী, তাহা হইলে তিনি তাহাকে সনদ মঞ্জুরের আদেশ প্রদান করিবেন।

---

[১] "হাইকোর্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে "সুপ্রিম কোর্ট" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

(৩) যদি বিচারক আইনগত এবং ঘটনাগত বিষয়ের প্রশ্নসমূহ, যাহা সংক্ষিপ্ত কার্যপদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা খুব জটিল ও কঠিন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, নিষ্পত্তি না করিয়া সনদের অধিকার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি আপাতদৃষ্টিতে অধিকতর উত্তম স্বত্বাধিকারী ব্যক্তিকে সনদ মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৪) যদি সনদের জন্য একাধিক আবেদনকারী থাকেন এবং বিচারকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির মৃত ব্যক্তির ভূসম্পত্তিতে স্বার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের সময় তিনি আবেদনকারীগণের স্বার্থের পরিধি এবং অন্যান্য যোগ্যতা বিবেচনা করিবেন।

৩৭৪। সনদের বিষয়বস্তু।- যখন জেলা জজ সনদ মঞ্জুর করেন, তখন তিনি আবেদনে উল্লিখিত দেনা এবং সিকিউরিটজসমূহ নির্দিষ্ট করিবেন এবং যে ব্যক্তিকে সনদ মঞ্জুর করিবেন সেই ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করিবেন-

(ক) সুদ বা লভ্যাংশ গ্রহণ করিবার, বা

(খ) হস্তান্তর বা স্থানান্তর করিবার, বা

(গ) সিকিউরিটজসমূহ বা উহাদের কোনোটির উহার সুদ বা লভ্যাংশ গ্রহণ কিংবা উহা হস্তান্তর বা স্থানান্তর উভয়ই করিবার।

৩৭৫। সনদ গ্রহণকারী কর্তৃক জামানত গ্রহণ।- (১) যেক্ষেত্রে জেলা জজ ধারা ৩৭৩ এর উপ-ধারা (৩) বা (৪) এর অধীন অগ্রসর হইবার প্রস্তাব করেন, সেইক্ষেত্রে এবং অন্য কোনো ক্ষেত্রে তিনি সনদ মঞ্জুরির পূর্বশর্ত হিসাবে এইরূপ শর্ত আরোপ করিতে পারিবেন যে, যে ব্যক্তিকে তিনি সনদ মঞ্জুর করিতে ইচ্ছুক সেই ব্যক্তি বিচারকের বরাবরে এক বা একাধিক জামানত সহকারে মুচলেকা প্রদান করিবেন, অথবা তৎকর্তৃক গৃহীত দেনা ও সিকিউরিটিজের হিসাব প্রদান করিবার জন্য এবং উক্ত দেনা ও সিকিউরিটির সমুদয় অংশ বা কোনো অংশের অধিকারী ব্যক্তির অব্যাহতির জন্য, অন্যান্য পর্যাপ্ত জামানত প্রদান করিবেন।

(২) আবেদনের মাধ্যমে করা আবেদন এবং উহার প্রদর্শিত কারণ সন্তোষজনক হইলে, এবং সিকিউরিটি সম্পর্কে বা গৃহীত অর্থ আদালতে প্রদান করিতে হইবে এইরূপ ধার্য করিয়া বা অন্য কোনো ভাবে যাহা বিচারক যথোপযুক্ত বলিয়া মনে করেন, মুচলেকা বা অন্য কোনো জামানত কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে ন্যস্ত করিতে পারিবেন এবং তদ্‌প্রেক্ষিতে উক্ত ব্যক্তি তাহার নিজ নামে মামলা করিতে পারিবেন যেন উহা বিচারকের পরিবর্তে মূলত তাহাকেই প্রদান করা হইয়াছে এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির ট্রাস্টি হিসেবে আদায়যোগ্য সকল অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।

৩৭৬। সনদের আওতা বৃদ্ধি।- (১) এই ভাগের অধীন কোনো সনদধারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা জজ সনদে উল্লেখিত নয় এইরূপ দেনা বা সিকিউরিটির ক্ষেত্রেও সনদের আওতা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ বর্ধিতকরণ এমনভাবে কার্যকর হইবে, যেন যে দেনা বা সিকিউরিটির ক্ষেত্রে সনদের আওতা বৃদ্ধি করা হয় উহা শুরুতেই উল্লেখ করা হইয়াছিল।

(২) সনদের আওতা বর্ধিতকরণের ভিত্তিতে উহার সুদ বা লভ্যাংশ গ্রহণের ক্ষমতা বা যেই সিকিউরিটির জন্য সনদ বর্ধিতকরণ করা হইয়াছে, উহা হস্তান্তর বা স্থানান্তর করিবার ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে, এবং মূল সনদ মঞ্জুরের ন্যায় ধারা ৩৭৫ এ বর্ণিত উদ্দেশ্যে কোনো মুচলেকা, পরবর্তী মুচলেকা বা অন্য কোনো জামানত একইভাবে প্রয়োজন হইবে।

৩৭৭। সনদ এবং বর্ধিত সনদের ফরম।- সনদ মঞ্জুর এবং সনদ বর্ধিতকরণ, যতদূর সম্ভব, অষ্টম তপশিলে বর্ণিত ফরম অনুসারে করিতে হইবে।

৩৭৮। সিকিউরিটির ক্ষমতার ক্ষেত্রে সনদ সংশোধন।- যেক্ষেত্রে সনদে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত সিকিউরিটির বিষয়ে জেলা জজ সনদধারীর উপর কোনো ক্ষমতা অর্পণ করেন নাই, অথবা শুধু উহার সুদ বা লভ্যাংশের গ্রহণ কিংবা উহা হস্তান্তর বা স্থানান্তর করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে বিচারক, আবেদনের মাধ্যমে আবেদনের ভিত্তিতে

এবং তাহার সন্তুষ্টিতে কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে ধারা ৩৭৪ এর অধীন ক্ষমতাবলে সনদ সংশোধন করিতে পারিবেন বা অন্য কোনো ক্ষমতা প্রতিস্থাপনপূর্বক সনদ সংশোধন করিতে পারিবেন।

[১][৩৭৯। **সনদের উপর কোর্ট ফি সংগ্রহের পদ্ধতি।**- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, সনদ বা সনদের আওতা বৃদ্ধির প্রতিটি আবেদনের সহিত কোর্ট ফিস আইন, ১৮৭০ (১৮৭০ সনের ৭ নং আইন), যাহা অতঃপর কোর্ট ফিস আইন বলিয়া অভিহিত, এর অধীন প্রদেয় ফি এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত সনদ বা সনদের বর্ধিতকরণের জন্য জমা দিতে হইবে।

(২) মৃত ব্যক্তির উত্তরদানগ্রহীতা বা উত্তরাধিকারী সনদ বা সনদ বর্ধিতকরণের আবেদন করিলে, উক্ত সনদ বা সনদ বর্ধিতকরণ বাবদ, কোর্ট ফিস আইনের অধীন প্রদেয় কোর্ট ফি, উপ-ধারা (৩) মোতাবেক দাখিল করিতে হইবে।

(৩) যদি আবেদন মঞ্জুর হয়-

(ক) মৃত ব্যক্তির উত্তরদানগ্রহীতা বা উত্তরাধিকারী ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত অর্থ, বিচারকের নির্দেশে, কোর্ট ফিস আইনের অধীন বর্ণিত ফি প্রদানের নিমিত্ত স্ট্যাম্প ক্রয়ে ব্যবহৃত হইবে; এবং

(খ) যখন মৃত ব্যক্তির উত্তরদানগ্রহীতা বা উত্তরাধিকারী আবেদন দায়ের করেন, সেইক্ষেত্রে কোর্ট ফিস আইনের ধারা ২৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিচারক উক্ত সনদ বা সনদ বর্ধিতকরণের জন্য কোর্ট ফিস আইনের অধীন প্রদেয় কোর্ট ফি এর সমপরিমাণ অর্থ মৃত ব্যক্তির পক্ষে, কোনো ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ডাকঘর, অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধারনকৃত অর্থ বা নালিশযোগ্য দাবি হইতে, সরকারি কোষাগারে নগদে জমাকরণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন, এবং তদ্‌নুসারে উক্ত ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ডাকঘর বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, বিচারকের অবগতিতে উহা জমা দিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত কিন্তু উপ-ধারা (৩) এর অধীন ব্যয় করা হয় নাই এইরূপ যে কোনো পরিমাণ অর্থ জমাদানকারীকে ফেরত দিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ "অর্থ ঋণ আদালত আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪ নং আইন)" এর ধারা ২ (ক) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।]

৩৮০। সনদের স্থানীয় পরিধি।- এই ভাগের অধীন প্রদত্ত সনদ সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে।

[২][* * *]

৩৮১। সনদের ফলাফল।- এই ভাগের বিধানাবলি সাপেক্ষে, জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ সনদে উল্লিখিত দায় এবং সিকিউরিটির ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং ধারা ৩৭০ এর লঙ্ঘন, বা অন্য কোনো ত্রুটি সত্ত্বেও উক্ত দেনা বা সিকিউরিটির বিষয়ে যে ব্যক্তি বরাবর সনদ মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহাকে সরল বিশ্বাসে কোনো অর্থ পরিশোধ বা লেনদেনকারী সকল ব্যক্তিকে পূর্ণ অব্যাহতি প্রদান করিবে।

৩৮২। বাংলাদেশি প্রতিনিধি দ্বারা বিদেশে সনদ প্রদান বা বর্ধিতকরণের ফলাফল।- যেক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, অষ্টম তপশিলে বর্ণিত ফরমে বিদেশে রাষ্ট্রে অবস্থানরত বাংলাদেশী প্রতিনিধি কর্তৃক উক্ত রাষ্ট্রে বসবাসরত ব্যক্তিকে [৩][* * *] সনদ মঞ্জুর করা হয় অথবা উক্ত প্রতিনিধি [৪][* * *] কর্তৃক উক্ত প্রদত্ত সনদ বর্ধিত করা হয়, সেইক্ষেত্রে সনদটি

---

১ ধারা ৩৭৯ এর পরিবর্তে ধারা ৩৭৯ অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ১ বলে প্রতিস্থাপিত।

২ ধারা ৩৮০ এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

৩ "যোগদানকারী রাষ্ট্রের অধিবাসীর প্রতি সেই রাষ্ট্রের জেলা জজ, অথবা" শব্দগুলি ও কমা বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে বিলুপ্ত।

৪ "বিচারক অথবা" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিললবলে বিলুপ্ত।

কোর্ট ফিস আইন, ১৮৭০ এর বিধানাবলি অনুযায়ী এই ভাগে সনদের নিমিত্ত স্ট্যাম্পকৃত হইলে, বাংলাদেশে এই ভাগের অধীন প্রদত্ত বা বর্ধিত সনদের ন্যায় কার্যকর হইবে।

৩৮৩। সনদ প্রত্যাহার।- এই ভাগের অধীন প্রদত্ত সনদ নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে প্রত্যাহার করা যাইবে, যথা:-

(ক) সনদ অর্জনের কার্যপদ্ধতি মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ হইলে;

(খ) মিথ্যা বর্ণনা করিয়া জালিয়াতির মাধ্যমে বা মামলার গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় আদালতের নিকট গোপন করিয়া সনদ অর্জন করিলে;

(গ) মঞ্জুরির ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য, আইনগত প্রশ্নের নিমিত্ত গুরুত্বপূর্ণ এমন ঘটনার অসত্য অভিযোগ করিয়া সনদ অর্জন, যদিও উক্তরূপ অভিযোগ অজ্ঞতা বা অনবধানতার কারণে করা হইয়াছে;

(ঘ) পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সনদটি অপ্রয়োজনীয় ও অকার্যকর হইয়া পড়িয়াছে;

(ঙ) সনদে বর্ণিত দেনা বা সিকিউরিটি সম্পর্কে কোনো মামলা বা কার্যধারায়, উপযুক্ত কোনো আদালত এমন ডিক্রি বা আদেশ দিয়াছেন যাহার ফলে সনদটি প্রত্যাহার করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

৩৮৪। আপিল।- (১) এই ভাগের বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই ভাগের অধীন জেলা জজ কর্তৃক কোনো সনদ মঞ্জুর, প্রত্যাখ্যান, বা প্রত্যাহারের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যাইবে, এবং হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত মনে করিলে, আপিলে প্রদত্ত উহার আদেশে যেই ব্যক্তির বরাবরে সনদ মঞ্জুর করা উচিত উহা ঘোষণা করিতে পারিবে এবং উহার জন্য কৃত আবেদনের ভিত্তিতে, কোনো সনদ প্রদান করা হইয়া থাকিলে, জেলা জজকে উহা বাতিল করিয়া অনুরূপভাবে উহা মঞ্জুর করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর বর্ণিত আপিলের সময়সীমার মধ্যে উপ-ধারা (১) এর অধীন আপিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এবং হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স ও রিভিশন এবং দেওয়ানি কার্য বিধি, ১৯০৮ এর ধারা ১৪১ এ বর্ণিত রিভিউ এর বিধান সাপেক্ষে, এই ভাগের অধীন জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

৩৮৫। পূর্ববর্তী সনদ, প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্রের ফলাফল।- এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, মৃত ব্যক্তির বিষয় নিয়া প্রদত্ত সনদ বাতিল হইবে, যদি মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তি নিয়া উক্তরূপ কোনো সনদ বা প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র পূর্বে মঞ্জুর করা হইয়া থাকে এবং উহা বলবৎ থাকে।

৩৮৬। অবৈধ সনদের ধারক বরাবরে সরল বিশ্বাসে কৃত কতিপয় পরিশোধের বৈধতা প্রদান।- যেক্ষেত্রে এই ভাগের অধীন প্রদত্ত সনদ বাতিল করা হয় বা ধারা ৩৮৩ এর অধীন বর্ণিত কারণে প্রত্যাহার করা হয়, বা ধারা ৩৮৪ এর অধীন আপিলের আদেশবলে উল্লেখিত ব্যক্তি বরাবরে মঞ্জুর করা হয়, অথবা পূর্বে সনদ মঞ্জুর করিবার কারণে, কিংবা অন্য কোনো কারণে বাতিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে যে সকল বাতিলকৃত বা প্রত্যাহারকৃত সনদে উল্লিখিত দেনা বা সিকিউরিটি বিষয়ে কৃত সকল পরিশোধ, বা সকল কার্য যাহা উক্ত সনদের বাতিলকরণ বিষয়ে অজ্ঞতার জন্য উহার ধারকের সহিত করা হয়, উহা অন্য কোনো সনদের কোনো দাবির বিপরীতে বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৮৭। এই আইনের অধীন সিদ্ধান্তের ফলাফল, এবং তদধীন সনদধারীর দায়িত্ব।- পক্ষসমূহের মধ্যে অধিকার বিষয়ে এই ভাগের অধীন কোনো সিদ্ধান্ত, একই পক্ষগণের মধ্যে অন্য কোনো মামলা বা কার্যধারায় একই বিষয়ের বিচারের ক্ষেত্রে বাঁধা হইবে না, এবং এই ভাগের কোনো কিছুই, কোনো ব্যক্তি যিনি দেনা বা সিকিউরিটির সমুদয় বা কিয়দাংশ বা উক্ত জামানতে কোনো স্বার্থ বা লভ্যাংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন, এইরূপ ব্যক্তির দায়কে প্রভাবিত করিবে না, আইনগতভাবে যে ব্যক্তি অধিকারী সেই ব্যক্তির নিকট জবাবদিহিতা করিতে।

৩৮৮। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জেলা আদালতের এখতিয়ার নিম্ন আদালতকে অর্পণ।- (১) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই ভাগের অধীন জেলা জজের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অধস্তন কোনো আদালতকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপে ক্ষমতাপ্রদত্ত কোনো অধস্তন আদালত, উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে, এই ভাগের অধীন প্রদত্ত সকল ক্ষমতা জেলা জজের সহিত সহগামী এখতিয়ার থাকিবে এবং জেলা জজ সম্পর্কে এই ভাগের বিধানবলি উক্ত অধস্তন আদালতের উপর এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন উহা জেলা জজ আদালত:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৩৮৪ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বিধানের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট আপিল করিতে হইবে, এবং হাইকোর্ট বিভাগে করা যাইবে না, এবং জেলা জজ উপযুক্ত মনে করিলে উক্ত উপ-ধারায় হাইকোর্ট বিভাগ জেলা জজের আদেশের বিরুদ্ধে যেরূপ আদেশ দিতে পারিতেন, জেলা জজও সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) সর্বশেষ উপধারার অধীন অধস্তন আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ, হাইকোর্ট বিভাগের নিকট রেফারেন্স ও রিভিশন বা দেওয়ানি কার্য বিধি, ১৯০৮ এর ধারা ১৪১ এ বর্ণিত পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষে, চূড়ান্ত হইবে।

(৪) জেলা জজ, অধস্তন কোনো আদালত হইতে এই ভাগের অধীন কোনো কার্যধারা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন এবং নিজে উহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন বা জেলা জজের অধিক্ষেত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং কার্যধারা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো আদালতে উহা স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন কোনো স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে অধস্তন কোনো আদালতকে বিশেষভাবে বা যে কোনো আদালতকে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৬) যে কোনো আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জেলা জজের অধস্তন বা নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোনো দেওয়ানি আদালত এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জেলা জজের অধস্তন আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৮৯। স্থগিতকৃত বা অবৈধ সনদ সমর্পণ।- (১) এই ভাগের অধীন প্রদত্ত কোনো সনদ ধারা ৩৮৬ এ উল্লিখিত কোনো কারণে স্থগিত করা হইলে বা অবৈধ হইলে উহার অধিকারী ব্যক্তি যে আদালত কর্তৃক উহা মঞ্জুর হইয়াছে উহার তলবান্তে উহা উক্ত আদালতে সমর্পণ করিবেন।

(২) যদি তিনি ইচ্ছাপূর্বক এবং কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত উহা অর্পণ না করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১,০০০ (এক হাজার) টাকা অর্থদণ্ড অথবা অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৯০। বিলুপ্ত।- [বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত]।

একাদশ ভাগ

বিবিধ

৩৯১। হেফাজত।- অষ্টম ভাগ, নবম ভাগ বা দশম ভাগের কোনো কিছুই-

(ক) কোনো উইল বিষয়ক বিবৃতিকে বৈধ করিবে না যাহা অন্যভাবে অবৈধ;

(খ) উক্তরূপ কোনো বিবৃতিকে অবৈধ করিবে না যাহা অন্যভাবে বৈধ;

(গ) কোনো ব্যক্তিকে ভরণ-পোষণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবে না যিনি অন্যভাবে উহার অধিকারী হইতেন;

(ঘ) এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল আইন, ১৯১৩ -কে প্রভাবিত করিবে না।

৩৯২। বিলুপ্ত।- [*রহিতকরণ আইন, ১৯২৭ (১৯২৭ সনের ১২ নং আইন) এর* ধারা ২ এবং তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

প্রথম তপশিল

(ধারা ২৮ দ্রষ্টব্য)

সগোত্রতার তালিকা

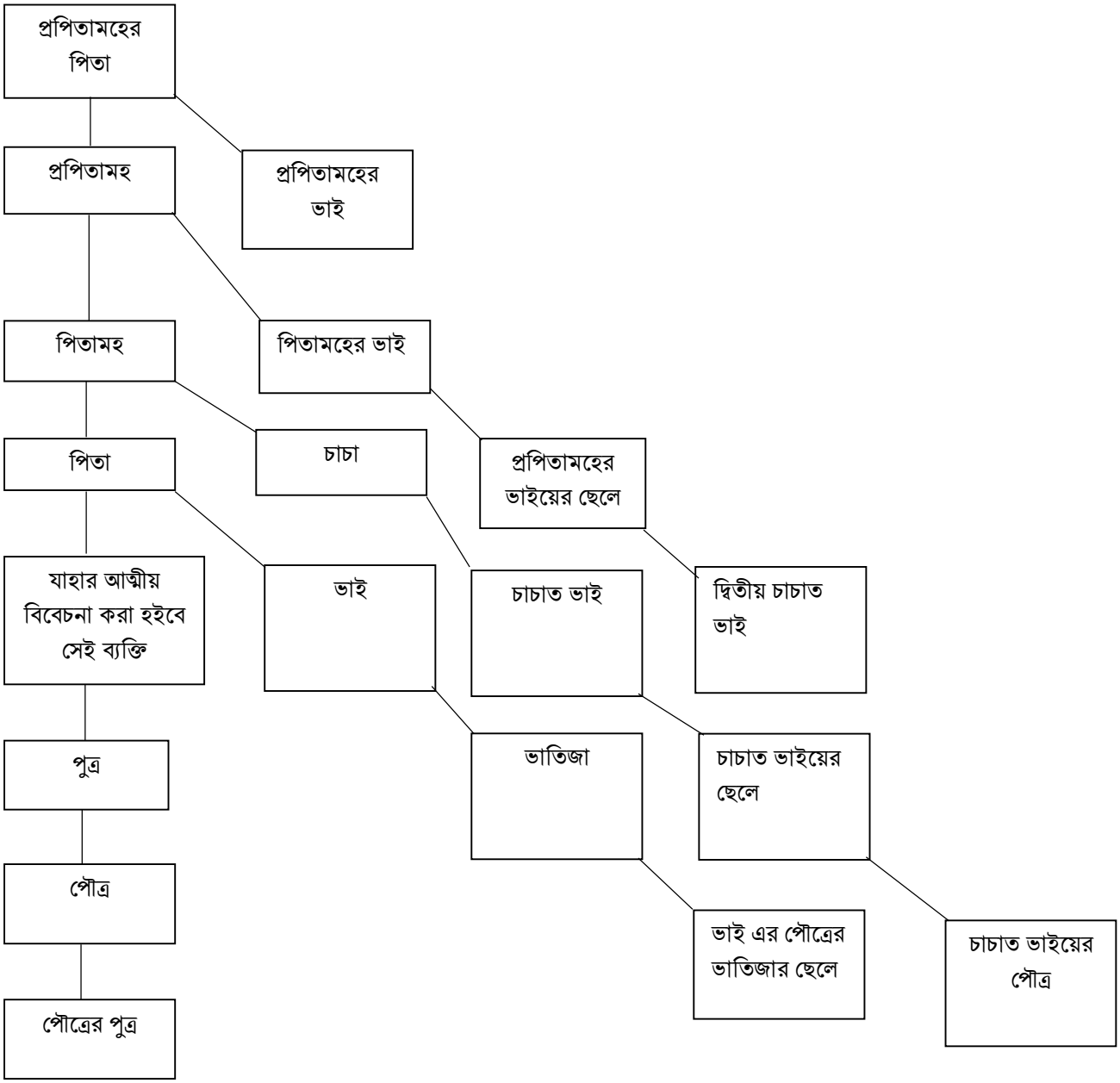

দ্বিতীয় তপশিল

প্রথম ভাগ

(ধারা ৫৪ দ্রষ্টব্য)

(১) পিতা এবং মাতা।

(২) ভাই এবং বোন (বৈপিত্রিয় ভাই ও বোন ব্যতীত) এবং তাহাদের বংশানুক্রমিক যাহারা অকৃত উইলকারীর পূর্বে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

(৩) দাদা ও দাদি।

(৪) দাদা ও দাদির সন্তান এবং তাহাদের বংশানুক্রমিক যাহারা অকৃত উইলকারীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(৫) দাদার পিতা ও মাতা।

(৬) দাদার পিতা ও মাতার সন্তান এবং তাহাদের বংশানুক্রমিক যাহারা অকৃত উইলকারীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ভাগ

(ধারা ৫৫ দ্রষ্টব্য)

(১) পিতা এবং মাতা।

(২) ভাই এবং বোন (বৈপিত্রিয় ভাই ও বোন ব্যতীত) এবং তাহাদের বংশানুক্রমিক যাহারা অকৃত উইলকারীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(৩) দাদা ও দাদি।

(৪) দাদা ও দাদির সন্তান এবং তাহাদের বংশানুক্রমিক যাহারা অকৃত উইলকারীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(৫) দাদার পিতা ও মাতা।

(৬) দাদার পিতা ও মাতার সন্তান এবং তাহাদের বংশানুক্রমিক যাহারা অকৃত উইলকারীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(৭) বৈপিত্রিয় ভাই ও বোন এবং তাহাদের বংশানুক্রমিক যাহারা অকৃত উইলকারীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(৮) নানা ও নানি।

(৯) নানা ও নানির সন্তান এবং তাহাদের বংশানুক্রমিক যাহারা অকৃত উইলকারীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(১০) ভাই বা সৎ ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী।

(১১) দাদার ছেলের বিধবা স্ত্রী।

(১২) নানার ছেলের বিধবা স্ত্রী।

(১৩) অকৃত উইলকারীর পূর্বে মৃত্যু বরণ করা বংশানুক্রমিক এর বিপত্নীক যাহারা পুনরায় বিবাহ করেন নাই।

(১৪) নানার পিতা ও মাতা।

(১৫) নানার পিতার সন্তান এবং তাহাদের বংশানুক্রমিক যাহারা অকৃত উইলকারীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(১৬) দাদীর সন্তান এবং তাহাদের বংশানুক্রমিক যাহারা অকৃত উইলকারীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(১৭) দাদীর পিতা ও মাতা।

(১৮) দাদীর পিতার সন্তান এবং তাহাদের বংশানুক্রমিক যাহারা অকৃত উইলকারীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

তৃতীয় তপশিল

(ধারা ৫৭ দ্রষ্টব্য)

ধারা ৫৭ এ উল্লিখিত কতিপয় উইল এবং ক্রোড়পত্র (codicil) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ষষ্ঠ ভাগের বিধানাবলি

ধারা ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯ এবং ১৯০।

পূর্ববর্তী ধারাসমূহের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ এবং পরিবর্ধন-

১। উক্ত ধারাসমূহের কোনো কিছুই একজন উইলকারীকে কোনো সম্পত্তি উইল করিতে কর্তৃত্ব প্রদান করিবে না যাহা তিনি জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে হস্তান্তর করিতে পারিতেন না, অথবা কোনো ব্যক্তিকে ভরণ-পোষণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না যাহা তিনি উক্ত ধারাসমূহের প্রয়োগ না হইলে উইল দ্বারা বঞ্চিত করিতে পারিতেন না।

২। উক্ত ধারাসমূহের কোনো কিছুই কোনো হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈনকে সম্পত্তিতে কোনো স্বার্থ সৃষ্টি করিতে কর্তৃত্ব প্রদান করিবে না যাহা তিনি ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ তারিখের পূর্বে করিতে পারিতেন না।

৩। উক্ত ধারাসমূহের কোনো কিছুই অকৃত উইলকারীর দত্তক সংক্রান্ত কোনো আইনকে প্রভাবিত করিবে না।

৪। ধারা ৭০ এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে “বিবাহ ব্যতীত বা” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৫। নিম্নবর্ণিত ধারাসমূহ, যথা- ৭৫, ৭৬, ১০৫, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬ প্রয়োগের ক্ষেত্রে উইল বা কডিসিলে “পুত্র” “পুত্রগণ” “সন্তান” এবং “সন্তানগণ” অর্থে দত্তক সন্তানও অন্তর্ভুক্ত হইবে মর্মে গণ্য হইবে; এবং “পৌত্র” অর্থে আপন বা দত্তক সন্তানের আপন বা দত্তক সন্তানও অন্তর্ভুক্ত হইবে মর্মে গণ্য হইবে; এবং “পুত্রের স্ত্রী” অভিব্যক্তি অর্থে দত্তক পুত্রের স্ত্রীও অন্তর্ভুক্ত হইবে মর্মে গণ্য হইবে।

চতুর্থ তপশিল

[ধারা ২৭৪ (২) দ্রষ্টব্য]

সনদের ফরম

আমি, ক, (বা ক্ষেত্রমত) খ, [১][হাইকোর্ট বিভাগ] এর রেজিস্ট্রার, এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, ...মাসের .....তারিখে, (বা ক্ষেত্রমত) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক গ, ঘ, ঠিকানা-.....মৃত, চ-কে এবং ছ-কে উইল (অথবা ভূ-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনাপত্র) এর প্রবেট মঞ্জুর করিয়াছে এবং উক্ত প্রবেট (অথবা পত্র) সমগ্র বাংলাদেশে মৃত ব্যক্তির সকল সম্পত্তির উপর প্রযোজ্য হইবে।

পঞ্চম তপশিল

[ধারা ২৮৪ (৪) দ্রষ্টব্য]

কাভিয়েটের ফরম

মৃত ক, খ, ঠিকানা-....., মৃত যিনি বিগত ..... তারিখে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, তাহার ভূ-সম্পত্তির বিষয়ে গ, ঘ, ঠিকানা-.....কে অবহিত না করিয়া কোনো কিছুই যাহাতে করা না হয়।

ষষ্ঠ তপশিল

(ধারা ২৮৯ দ্রষ্টব্য)

প্রবেট এর ফরম

আমি, ----------, -------- জেলার বিচারক [অথবা প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরির জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি (প্রতিনিধির অধিক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে)] এতদ্দ্বারা সকলকে অবহিত করিতেছি যে, ... সালের ..... মাসের ..... দিবসে , মৃত ....., ঠিকানা.....এর সর্বশেষ উইল, যাহার একটি অনুলিপি সংযুক্ত, আমার নিকট প্রমাণিত ও নিবন্ধিত হইয়াছে এবং সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এবং উক্ত মৃত ব্যক্তির পাওনা এবং উইল সংক্রান্ত যাহা কিছুই হউক না কেন, ... এর বরাবরে মঞ্জুর করা হইয়াছে। উক্ত নামীয় উইলের নির্বাহক উহা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত সম্পত্তি ও ঋণ এর একটি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ ফর্দ প্রস্তুতপূর্বক এই মঞ্জুরির ছয় মাসের মধ্যে অথবা আদালত যে সময় নির্ধারণ করিয়া দেয় উহার মধ্যে এই আদালতে প্রদর্শন এবং এক বৎসরের মধ্যে বা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত অবস্থার বিবরণ দাখিল করিবে।

---

১ "হাইকোর্ট অব জুডিকেচার" শব্দগুলির পরিবর্তে "হাইকোর্ট বিভাগ" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

সপ্তম তপশিল

(ধারা ২৯০ দ্রষ্টব্য)

ব্যবস্থাপনাপত্র এর ফরম

আমি, ----------, -------- জেলার বিচারক [অথবা প্রবেট বা ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুরির জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি (প্রতিনিধির অধিক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে)] এতদ্বারা সকল কে জ্ঞাত করিতেছি যে, _____ সালের ____ মাসের _____ দিবসে , মৃত ----------, ঠিকানা---------- এর সম্পত্তি বা দায় এর ব্যবস্থাপনাপত্র (উইল সংযুক্তি করিয়া বা ব্যতিরেকে) _____ , মৃতের পিতা (বা যাহা প্রযোজ্য) এর বরাবরে মঞ্জুর করা হইয়াছে, যিনি উহা নির্বাহ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত সম্পত্তি ও ঋণ এর একটি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ ফর্দ প্রস্তুত পূর্বক অত্র মঞ্জুরির ছয় মাসের মধ্যে অথবা আদালত যেই সময় নির্ধারণ করিয়া দেয় তাহার মধ্যে অত্র আদালতে প্রদর্শন এবং ১ বৎসরের মধ্যে বা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত অবস্থার বিবরণ দাখিল করিবে।

অষ্টম তপশিল

(ধারা ৩৭৭ দ্রষ্টব্য)

সনদ এবং বর্ধিত সনদের ফরম

---------- এর আদালত

প্রাপক ক, খ

যেহেতু আপনি .....তারিখে উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ এর দশম ভাগের অধীন নিম্নবর্ণিত দেনা ও সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে সনদের জন্য আবেদন করিয়াছেন,যথা:-

দায়সমূহ

ক্রমিক নং	দেনাদারের নাম	সনদ এর আবেদনের তারিখে সুদসহ দেনার পরিমাণ	যে দলিলের মাধ্যমে উক্ত দেনা সুরক্ষিত উহার বর্ণনা ও তারিখ

সিকিউরিটিজ

ক্রমিক নং	বর্ণনা			আবেদনের তারিখে সিকিউরিটির বাজার মূল্য
	সিকিউরিটির স্বতন্ত্র নম্বার বা বর্ণ	সিকিউরিটির নাম, শিরোনাম বা শ্রেণি	সিকিউরিটির পরিমাণ বা মূল্য	

তদ্‌নুসারে আপনাকে এই সনদ প্রদান করা হইল এবং আপনাকে উক্ত দেনা সংগ্রহ করিবার [এবং] উক্ত [সিকিউরিটির] উপর [সুদ] বা [লভ্যাংশ] গ্রহণ করিবার বা উহা [হস্তান্তর] বা [স্থানান্তর] করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

তারিখ .....

জেলা জজ ---------- এর আদালত

ক, খ এর .....তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে আমি এই সনদ নিম্নবর্ণিত দায় ও সিকিউরিটির জন্য বৃদ্ধি করিতেছি, যথা:-

দায়সমূহ

ক্রমিক নং	দেনাদারের নাম	বর্ধিত করণের আবেদনের তারিখে সুদসহ দেনার পরিমাণ	যে দলিল এর মাধ্যমে উক্ত দেনা সুরক্ষিত তাহার বর্ণনা ও তারিখ

সিকিউরিটিজ

ক্রমিক নং	বর্ণনা			বর্ধিতকরণের আবেদনের তারিখে সিকিউরিটির বাজার মূল্য
	সিকিউরিটির স্বতন্ত্র নম্বর বা বর্ন	সিকিউরিটির নাম, শিরোনাম বা শ্রেণি	সিকিউরিটির পরিমাণ বা মূল্য	

এই বর্ধিতকরণ ক, খ-কে উক্ত দেনা সংগ্রহ করিবার [এবং] উক্ত [সিকিউরিটিজের] উপর [সুদ] বা [লভ্যাংশ] গ্রহণ করিবার বা উহা [হস্তান্তর] বা [স্থানান্তর] করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

তারিখ .....

জেলা জজ

নবম তপশিল

[রহিতকরণ আইন, ১৯২৭ (১৯২৭ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২ ও তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।]